গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহনপুর উপজেলা দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ
ও
স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা

বাস্তবায়নেঃ

মোহনপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
মোহনপুর, রাজশাহী।

সহযোগিতায়ঃ

D:\CRA Report\done CRA reports\Docs\Rajshahi\Mohanpur VERC\Upazila Report\Upazila Report.doc

পরিচালক

ত্রাণ ও পূর্নবাসন অধিদপ্তর (ভিজিডি)
এবং
কম্পোনেন্ট ম্যানেজার, জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মসূচী (০৩-বি)
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (সিডিএমপি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ।

বরাবরে দাখিলের জন্য প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রণয়নে

ভার্ক -সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ
মোহনপুর, রাজশাহী ।

D:\CRA Report\done CRA reports\Docs\Rajshahi\Mohanpur VERC\Upazila Report\Upazila Report.doc

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	মুখবন্ধ	
০২	ভূমিকা ও পটভূমি	
০৩	স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ	
০৪	স্থানীয় সমাজ জনগোষ্ঠি সম্পর্কিত বিবরণ	
০৫	স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত	
০৬	এলাকার সার্বিক আপদ সমূহ ও বিপদাপন্নতা	
০৭	সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র	
০৮	স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ	
০৯	ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন	
১০	চ্যালেঞ্জ ও লার্নিং	
১১	উপসংহার	
১২	পরিশিষ্ট	

VILLAGE EDUCATION RESOURCE CENTER

VERC

কারিগরি সহযোগিতায়

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০ এখলাসউদ্দিন খান রোড
আনন্দপুর, সাভার-১৩৪০,ঢাকা

D:\CRA Report\done CRA reports\Docs\Rajshahi\Mohanpur VERC\Upazila Report\Upazila Report.doc

মুখবন্ধ

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার কারণে স্থান ভেদে এ দেশে প্রতি বছর বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখীর মত নানা ধরণের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে। অবস্থানগত কারণে ভূমিকম্প এদেশের জন্য একটা আপদ, অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতিনিয়ত লাখ লাখ মানুষ নি:স্ব হয়ে পড়ে। এছাড়া ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আপদ মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধুমাত্র যে জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতিতে ও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপির সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক এক যুগান্তকারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্নস্তরের জনসাধারণ ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে গৃহিত পরিকল্পনাগুলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের ঝুঁকি নিরুপন ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়। ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিএফআইডি ও ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় ও বাংলাদেশ সরকারের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় ঝুঁকি হ্রাসে সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নারী, প্রতিবন্ধিদের প্রতিনিধি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) এর কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছেন। তাদের এ কর্মপ্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন প্রত্যেকটি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই উপজেলার ঝুঁকি হ্রাস কল্পে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মকান্ড সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। উক্ত কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন হলে স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের জীবন ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
আমি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সভাপতি

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ও

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

মোহনপুর, রাজশাহী।

D:\CRA Report\done CRA reports\Docs\Rajshahi\Mohanpur VERC\Upazila Report\Upazila Report.doc

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মশালার প্রতিবেদন
উপজেলাঃ মোহনপুর ।

ভূমিকা ও পটভূমি

ভূমিকাঃ সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এই বাংলা নানাবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অবারিত লিলাভূমি । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপস্থিতি রয়েছে এর ভূমি গঠণে, কোথায়ও সমতল, কোথায় পাহাড়, আবার কোথায় ও বরেন্দ্র বিধুত অঞ্চল । দেশের উত্তর-পশ্চিমের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চল । এই বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো মোহনপুর উপজেলা । ভৌগলিক অবস্থান এবং মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার প্রতিনিয়ত ঘটনা, যার ফলে জীবনযাত্রা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম চরমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়ে জাতীয় উন্নয়ন এবং সম্বৃদ্ধি হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে । স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পূর্নগঠন কার্যক্রম শুরু হলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অনাবৃষ্টি এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে নবীন দেশটিকে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগে থমকে যায় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ।

বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল প্রকৃতির বুকে তীব্র শীত ও অতি গরমের অঞ্চল রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা । বরেন্দ্র অঞ্চলের বাস্তব প্রকৃতি এখানে বিদ্যমান । জেলা সদর হতে মাত্র ১৬ কিলোমিটার উত্তর থেকে শুরু হয়েছে মোহনপুর উপজেলা । ২৪ ডিগ্রী ২৮.৪ ইঞ্চি উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৪ ডিগ্রী ৩৮ ইঞ্চি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রী ৩৪.৮ ইঞ্চি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৮৮ ডিগ্রী ৪৩ ইঞ্চি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে মোহনপুর উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ।

কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রাকৃতিক, পরিবেশগত, এবং মানব সৃষ্ট, আপদ সমুহের প্রভাব থেকে জনসাধারণকে বিশেষ করে দরিদ্রদের বিপদাপন্নতাকে একটি প্রশমণযোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বর্তমান দেশে অনুসৃত সনাতন ত্রাণমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থপনা থেকে সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণ এবং দুর্যোগের প্রকোপ মোকাবেলায় জনগোষ্টির টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর জন্য অত্র এলাকার দরিদ্র জনগোষ্টি নারী পুরুষ নির্বিশেষে গরীব কৃষক, মৎস্যজীবি, ভূমিহীন, বয়স্ক, শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তি আপদ সংশিষ্ট ঝুঁকির কারণে বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে অবস্থান করছে ।

রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম খরা প্রবণ ও বরেন্দ্র ভূমি নিয়ে গঠিত । এছাড়াও অন্যান্য আপদের মধ্যে রয়েছে বন্যা, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী ঝড় । আর এইসব আপদের ফলে মানুষের জীবন-জীবিকা ও সম্পদের বিপদাপন্নতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে । এখন থেকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে এর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পেয়ে অত্র এলাকায় চরম বিপর্যয় দেখা দিতে পারে যা উক্ত এলাকার জনগোষ্ঠির একার পক্ষে মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়বে । ভবিষ্যতে বিপদাপন্নতার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় সিআরএ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

স্টেক হোল্ডারঃ সিআরএ কর্মশালায় প্রধানতঃ দু'ধরনের স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে ।

ক) প্রত্যক্ষ স্টেকহোল্ডার ।
খ) পরোক্ষ স্টেকহোল্ডার ।

ক) প্রত্যক্ষ স্টেকহেল্ডারঃ প্রত্যক্ষ স্টেকহোল্ডার তাদেরকে বলা হয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যারা এলাকায় বসবাস করেন ও আপদের দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ । যেমনঃ কৃষক/মৎস্যজীবি, শারিরীক ভাবে অক্ষম/বয়স্ক ব্যক্তি, গৃহিণী ও অন্যান্য পেশার নারী এবং ভূমিহীন ।

খ) পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারঃ সিআরএ কার্যক্রমে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডার তাদেরকে বলা হয়েছে সরাসরি কোন আপদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হন না কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে সহযোগিতা করে থাকেন । যেমনঃ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান- মেম্বর, সরকারী বে-সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ইত্যাদি ।

কর্মশালার স্থান ও তারিখঃ মোহনপুর উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ২২ জানুয়ারী ২০০৭ হতে ৩০ এপ্রিল ২০০৭ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা কার্যালয় ও উপজেলা মিলনায়তনে সিআরএ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরন

অবস্থানঃ রাজশাহী জেলার ০৯ টি উপজেলার মধ্যে মোহনপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। সিল্কসিটি রাজশাহী থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর থেকে মোহনপুর উপজেলা সিমানা শুরু হয়েছে। উপজেলাটির দক্ষিণে পবা উপজেলা, পূর্বে দূর্গাপুর ও বাগমারা উপজেলা পশ্চিমে তানোর উপজেলা ও উত্তরে নওগাঁ জেলার মান্দ্রা উপজেলা ।

আয়তনঃ ১৬৭.৩৪ বর্গ কিলোমিটার

প্রাকৃতিক সম্পদ:
প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে এখানকার জমি, খাল, বিল, পুকুর, গাছপালা, পানি, মৎস্যসম্পদ, জলাশয়, ফসল, সুমিষ্ট আম ইত্যাদি ।

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ রাজশাহী জেলার অন্যান্য স্থানের মতো মোহনপুর উপজেলায় রয়েছে উর্বর জমি, এ জমিতে ফলে নানা প্রকার ফসল যেমন: ধান, পাট, আলু, সরিষা, গম, ভূট্টা, পান ইত্যাদি । মোহনপুর উপজেলায় মোট জমির পরিমান জমির পরিমান ৩,১৪,৯২৬ একর, আবাদি জমির পরিমান-২,৫৪,২৫১ একর, অনাবাদি জমির পরিমান ৬০,৬৭৫ একর, এক ফসলী জমির পরিমান-৬৯,০১৮ একর , দুইফসলী জমির পরিমান-১,০১৫,৯৪ একর ও তিন ফসলী জমির পরিমান- ৮৩,৬৩৯ একর ।

মাটির প্রকৃতিঃ এখানকার মাঠের মাটি মূলত বেঁলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ রাস্তা এঁটেল দোআঁশ ঘরবাড়ী ও আন্যান্য স্থাপনা এটেল মাটি ।

যোগাযোগ অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও হাট বাজারঃ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত মোহনপুর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেকটা উন্নত হয়েছে। এখানে মোট ১৮৭ টি রাস্তা রয়েছে যার দৈর্ঘ প্রায় ৩৫২.৫ কিমি. তার মধ্যে পাকা রাস্তা ৩০ টি মোট দৈর্ঘ ৯৩ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১০১ টি মোট মোট দৈর্ঘ ২৯২ কিলোমিটার নৌপথ ৩৭ কিমি ব্রীজ-কালভার্ট: ৪৪৪ টি, হাট বাজার-১৪ টি ।

জনসংখ্যা ঃ ১,৫৩,২১২ জন তার মধ্যে পুরুষ ৭৮,৩৩২ মহিলা ৭৪৮৮০ জন। পরিবার সংখ্যা: ৩৮৬০৩ টি ।

শিক্ষাঃ বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতো মোহনপুর উপজেলায় শিক্ষারও হার তেমন বেশী ছিল না। এই অঞ্চলে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান(এনজিও) দির্ঘদিন যাবৎ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে । সরকারীভাবে এখানে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) এছাড়াও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার ফলশ্রুতিতে এখানকার শিক্ষার হার প্রায় ৫১% মোহনপুর উপজেলায় মোট প্রাথমিকবিদ্যালয়: ৮১ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৪২টি কারিগরি বিদ্যালয়: ০২টি, কলেজ: ১৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদ্রাসা ১৯টি ।

স্বাস্থ্যসেবা: মোহনপুর উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবার জন্য রয়েছে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ০১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ০৬টি, কমিউনিটি ক্লিনিক-১৮ টি, এছাড়াও গ্রামে গ্রামে রয়েছে ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধের দোকান। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ঔষুধ ও যন্ত্রপাতি না এলাকায় সাধারণ লোকজন প্রথমে মোহনপুর উপজেলা কমপ্লেক্স এ আসেন চিকিৎসা সেবা নিতে । । অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও জটিল রোগীরা সাধারণত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার জন্য বিভাগীয় শহর রাজশাহী যায় ।

সার্বজনীন, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমুহ:

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: সাম্প্রদায়িক সম্পৃতির এ অঞ্চলে মিলেমিশে বাস করছে মুসলমান, হিন্দু, আদিবাসীদের মধ্যেবৌদ্ধ ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোক । অত্র এলাকায় মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য রয়েছে মসজিদ- ৪৬১ টি, ঈদগাহ ৮৬ টি, হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা করার জন্য রয়েছে মন্দির- ২৬ টি, শ্মশানঘাট-১০টি, তবে বৌদ্ধ ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম হওয়ার কারণে এখানে কোন গীর্জা বা পেগোডা নেই ।

অফিস/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানঃ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার হিসাবে মোহনপুর উপজেলায় বিভিন্ন সেবাদানকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠান আছে তা হলোঃ তহশিল অফিস-৬টি, পোস্ট অফিস-১১ টি, কমিউনিটি ক্লিনিক-১৮ টি, মাতৃকল্যান কেন্দ্র ১২ টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র - ৬টি, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ০৬টি কর্মরত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সংখ্যাঃ ৩৬ টি ও ৬৪টি ক্লাব।

কৃষি ও খাদ্যঃ মোহনপুর উপজেলায় সারা বৎসর প্রধান খাদ্য শষ্য ধান। ইরি, বোরো, আউস, আমনের পাশাপাশি আলু, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, গম, ভূট্টা, ছোলা, মুসুরী, খেসারী, পান, পটল ইত্যাদি শষ্য ফলে। এছাড়াও ফলের মধ্যে আম, কাঠাল, জাম, পেঁপেঁ, কদবেল, জামরুল, পেয়ারা, কূল, তাল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পানির উৎসঃ মোহনপুর উপজেলায় পানির উৎস হিসাবে রয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট ০২ টি নদী, অসংখ্য খাল। মোট ৩১৭০ টি পুকুর(খাস-৪৫০ ব্যক্তি মালিকানাধীন=২৭২০) সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ-২৮৬ টি এই নলকূপ দ্বারা ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়। এছাড়া খাবার পানির উৎস হিসাবে রয়েছে ৬০৫৪ টি নলকূপ(অগভীর-২৮৮৯টি, তারা-৭৯৯টি, তারা টু-১৫৭টি, তারা থ্রি -০১টি, গভীর নলকূপ-১৯০৬ টি অন্যন্য ২৯২ টি).

বনায়নঃ মোহনপুর উপজেলায় বন বিভাগ ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে প্রায় সকল পাকা, কাঁচা ও প্রধান সড়কের পাশে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার রাস্তায় বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। তাছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ীর আশেপাশের খালি জায়গায় বনায়ন কার্যক্রম চলছে।

জীববৈচিত্র্যঃ

মোহনপুর উপজেলায় জীববৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে এখানকার বৃক্ষসম্পদ, জলজ উদ্ভিদ, স্থল ও জলজ প্রাণিকূল দেশীয় পাখি ইত্যাদি। এলাকায় কাঠ জাতীয় বৃক্ষবেশী দেখা যায় যেমন মেহেগনি, রেইনট্রি, শিশু ইত্যাদি। এসব গাছ এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জাতীয় বৃক্ষের কাঠ অত্যন্ত মজবুত ও কাঠের দাম বেশী বিধায় পারিবারিক পর্যায়ে ও রাস্তাঘাটে বেশী পরিমানে গাছ লাগানো হচ্ছে। এ ইউনিয়নে শিমুল, কদম, বাবলা, রয়না, বট, পাকুড়, দেবদারু, বাঁশ, বেত ইত্যাদি খুব অল্প পরিমানে দেখা যায়। জবা,গাদা, শেফালী, দোপাটি ইত্যাদি ফুল গাছ বসতবাড়ীতে দেখা যায়। ফলজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে আম, কাঠাল, নারকেল , তাল, কদবেল, আতা, কলা, পেঁপেঁ, জাম, পেয়ারা, কূল, তাল, পেয়ারা, তেতুল ইত্যাদি। ভেষস গাছপালার মধ্যে রয়েছে নিম, বহেড়া, হরিতকি, আকন্দ, ভাটিফুল, তুলসী, দূর্বা, ভাদলা ইত্যাদি। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কচুরীপানা, শাপলা, কলমীলতা, শেওলা ইত্যাদি। বন্যপ্রাণির মধ্যে রয়েছে পাতি শিয়াল, খেকশিয়াল, খাটাস, বেজী, ইদুর, ছুচো,কাঠ বিড়ালী ইত্যাদি। স্তণ্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বাদুর, চামচিকা, গরু, মহিষ, বিড়াল, কুকুর, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। উভচর প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সোনা ব্যাঙ, জলা ব্যাঙ, ইত্যাদি। স্থাণীয় পাখির মধ্যে শালিক, কাক, বক, বুলবুলি, ঘুঘু, কানাকুয়া, বাবুই, কোকিল, টুনটুনি, কাঠঠোকরা, কবুতর, ডাহুক, দোয়েল ইত্যাদি। প্রাকৃতিক জলাভূমিতে মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে পুঁটি, টাকি, কৈ,শিং, মাগুর, খলিসা, রুই, কাতল, মৃগেল, চাপিলা, মলা, কাচকি, আইড়, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি। এ উপজেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, থাইস্বরপুটি, পাংগাস জাতীয় মাছের চাষ হয়ে থাকে।

পানি ও পয়নিস্কাশনঃ মোহনপুর উপজেলাকে সরকারী ভাবে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় এসেছে এখানে মোট ৩৮৬০৩ টি পরিবারের সকলেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যাবহার করে। এ অঞ্চলে ওয়াটার এইড-বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় ১০০% সেনিটেশন এপ্রোচ-এ কাজ করছে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) । ১০০% সেনিটেশনের আওতায় আসার পর থেকে এখানে ব্যাক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ওপর বিশেস গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এখানে নিরাপদ পানির উৎস হিসাবে রয়েছে রয়েছে ৬০৫৪ টি নলকূপ(অগভীর-২৮৮৯টি, তারা-৭৯৯টি, তারা টু-১৫৭টি, তারা থ্রি -০১টি, গভীর নলকূপ-১৯০৬ টি অন্যন্য ২৯২ টি).

মৎস্য, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালনঃ মোহনপুর উপজেলার প্রায় সকল পরিবার এ কম বেশী হাঁস-মুরগী পালন করে থাকে। এই ইউনিয়নের বেশীর ভাগ লোক ছাগল ও ভেড়া পালন করে থাকে যা এলাকার এলাকার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সকল কৃষক পরিবারও কিছূ সংখ্যক ব্যাবসায়ী গাভী পালন করে থাকেন। এ অঞ্চলেমোট মোট ৩১৭০ টি পুকুর(খাস-৪৫০ ব্যক্তি মালিকানাধীন=২৭২০)

স্থানীয় সমাজ জনগোষ্টি সম্পর্কিত বিবরণ

সামাজিক স্তরবিন্যাসঃ মোহনপুর উপজেলার আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ করলে এখানে মোট ০৪টি স্তর পাওয়া যায়।

১) গরীব ও ভূমিহীনঃ (যারা দিন আনে দিন খায়) ৫৬%
২) নিম্ন মধ্যবিত্তঃ (যাদের খাওয়া পড়ার পড়ে সামান্য কিছু সঞ্চয় থাকে) ২৩%
৩) মধ্যবিত্তঃ (যাদের সংসার চলার পরেও মোটামুটি সঞ্চয় থাকে)১৫%
৪) ধনীঃ(যাদের সংসার ভালোভাবে চলে ও বেশ কিছু পরিমান সঞ্চয় থাকে) ০৬%

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও পেশাঃ এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে এলাকার প্রধান পেশা কৃষি । এছাড়াও কামার, জেলে, মৎস্য চাষী , বাঁশবেতের কাজ এ ছাড়াও এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যাক লোক ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালন, ভ্যান রিক্সা চালনা করেও কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ।

ধর্মীয় ও সামাজিক দলঃ অবস্থানগত কারণে মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চল হওয়ায় ইসলাম এখানকার প্রধান ধর্ম । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান রয়েছে এখানে । প্রতিটি ধর্মের মানুষদের মধ্যে অভিন্নতা, বিভিন্নতা, একে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং একে অন্যকে সহায়তা করার মানসিকতা এখানে বিদ্যমান । আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভুমিকা এবং পদক্ষেপে বৈচিত্র্যতা পেয়েছে মোহনপুর উপজেলার সামগ্রিক পরিবেশ । দৈহিক গঠন এবং ভাষার বৈচিত্র্যতা এবং জীবিকা অন্বেষণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্ম এবং মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে ।

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানঃ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, অমর একুশ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বাংলা নববর্ষ, সারদীয় দূর্গোৎসব, বড়দিন ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এক সাম্প্রদায়িক সম্পৃতির মিলন মেলায় পরিনত হয় ।

লিঙ্গ বৈষম্যঃ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের ভুমিকাকে অনেকাংশে সীমানা দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয় এক্ষেত্রে মোহনপুর উপজেলার এর ব্যতিক্রম নয় । নারীদের সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষের অনুগ্রহ এবং শ্রদ্ধাবোধ এছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অধঃস্তনতার ইতিবাচক পরিবর্তনে তেমন কোন কার্যক্রম এখন পর্যন্ত এখানে পরিচালিত না হওয়ায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরাই সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন । নারী ও অসহায় প্রতিবন্ধিরা এখন চিহ্নিত হয়েছে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সক্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে । মানব সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো এ অঞ্চলে বিদ্যমান । এখানে নারীরা শিক্ষা, চাকুরী, চলাচল, যোগাযোগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কাজে অনেক বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে ।

প্রথাগত ও আইনগত অধিকারঃ আইনগত অধিকারের কারণে এখানে ছেলে সন্তান মা ও বাবার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের দ্বিগুন পেয়ে থাকে । কিন্তু হিন্দু মেয়েরা তাদের মা-বাবার সম্পত্তিতে কোন অংশ পায় না । তারা শুধু জীবনসত্ত্ব হিসাবে শুধু ভোগদখলের অধিকার পায় কিন্তু সম্পত্তি বিক্রি করার কোন অধিকার তাদের নেই । এভাবেই চলছে এ অঞ্চলের লিঙ্গ বৈষম্য । এর মধ্য থেকে আমরা বেড়িয়ে আসতে না পারলে এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । তাই এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনঃ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতোই এই এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন । সামাজিক সংগঠনের মধ্যে রয়েছে ক্লাব, সিবিও ও সমবায় সমিতি । রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইত্যাদি ।

স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত

বৃষ্টিপাতের ধারা:২০০০ সালের পূর্বে মোহনপুর উপজেলার বৃষ্টিপাতের ধারা মোটমুটি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ছিল । কিন্তু ২০০০ সালের পড়ে বৃষ্টিপাতের এধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় । বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তনের ফলে ফলে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হচ্ছেনা । আবাব আষাঢ় মাসে বৃষ্টি না হয়ে শ্রাবন-আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হয় । ফলে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে ।বিগত ত্রিশ বছরের বৈজ্ঞানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপতের পরিমান ক্রমশঃহ্রাস পাচ্ছে । ১৯৭৬-১৯৮৫ দশকে যেখানে মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমান পরিমান ছিল ১৬৩৯ মিমি, সেখানে ১৯৮৬-১৯৯৫ দশকে এসে কমে দাড়ায় ১৩৯২.৫ মিমি. ১৯৯৬-২০০৫ দশকে একটু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫৮৫.৫ মিমি । যা নিচে দেখানো হলো

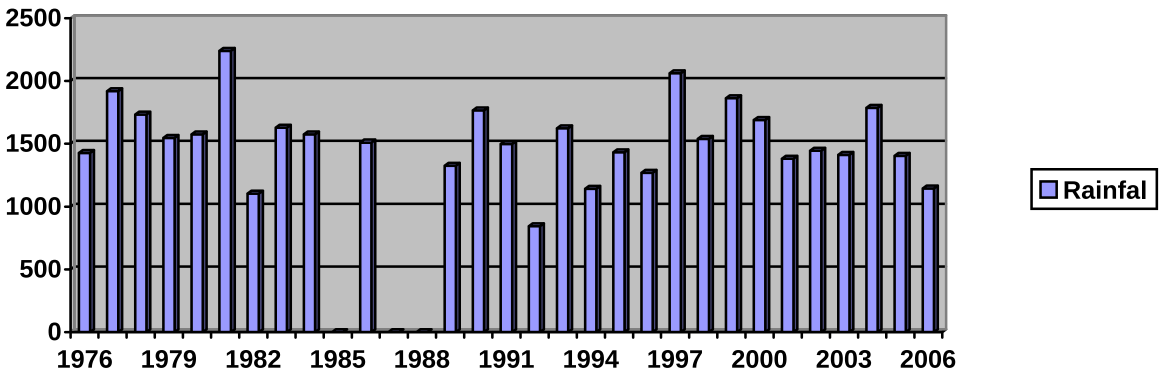

(সুত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

তাপদহের প্রবনতা ও ভবিষ্যত চিত্র: ২০/২৫ বছর আগে এলাকার তাপদহ স্বাভাবিক ছিল। একটানা খরা তখন ছিলনা ফলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল। ইউনিয়নের তাপমাত্রা রেকর্ডের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও লোকজন তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে জীবন জীবিকার উপর প্রভাব ও তাপদহ বৃদ্ধির প্রবনতা লক্ষ্য করেছে। এভাবে তাপদহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন কমেছে, ফসল উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে,মানুষের রোগব্যধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ত্রিশ বছরের বৈজ্ঞানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী জেলার বার্ষিক গড় তাপমাত্রার পরিমান ক্রমশঃবৃদ্ধি পাচ্ছে। **১৯৭৬-১৯৮৫** দশকে যেখানে মোট বার্ষিক গড় তাপমাত্রার পরিমান ছিল **৩১.১** ডিগ্রী সেলসিয়াস, সেখানে **১৯৮৬-১৯৯৫** দশকে এসে বেড়ে দাড়িয়েছে ৩১.২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস,. **১৯৯৬-২০০৫** দশকে তাপমাত্রা কিছুটা কমে হয়েছে **৩১.০৬** ডিগ্রী সেলসিয়াস, । যা নিচে দেখানো হলো।

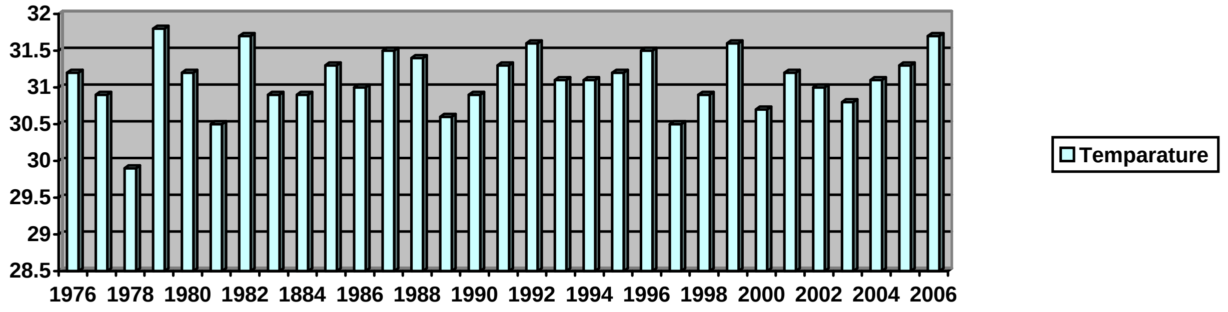

(সুত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

অবস্থা ও আর্সেনিক দূষন: ১৯৯৮ সাল থেকে মোহনপুর উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে শুরু হয়েছে। কিছু দিন আগেও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর স্বাভাবিক ছিল। তখন গভীর অগভীর নলকূপে স্বাভাবিক ভাবে পানি উঠত। বর্তমানে নদী খাল শুকিয়ে যাওয়ায় কৃষি কাজে সেচের পরিমান বৃদ্ধির জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ফারাক্কার পানি সঠিক বন্টন না হওয়ায় খরার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানির স্তর ক্রমশঃ নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অগভীর নলকূপ থেকে খরা মৌসুমে আর পানি উঠছে না । মোহনপুর উপজেলায় আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের সংখ্যা মোট **১৭৮**টি।

বিগত বন্যাসমুহে পানির স্তর সময়কাল ও ব্যাপ্তি: মোহনপুর উপজেলায় এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় বন্যা হলো **১৯৯৫** সালের বন্যা। এর পর **১৯৮৮** ও **১৯৯৮** সালের বন্যা উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বন্যাতেই এই উপজেলার সমস্ত বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ফসলের মাঠ ডুবে গিয়ে এলাকার জনসাধারণের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এছাড়া প্রতি বছর যে বন্যা হয় সে বন্যায় তেমন কোন ক্ষতি হয় না।

খরা প্রবণতা ও ভবিষ্যত চিত্রঃ ১৯৮১ সালের পর থেকে উপজেলার জনগণ খরার তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবনতা লক্ষ্য করেছে। বর্তমানে ২/৩ বছর পর পর অগ্রাহায়ণ থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস পর্যন্ত একটানা খরা অব্যাহত থাকে। ভবিষ্যতে খরার প্রবনতা আরো বাড়তে পারে বলে এলাকার মানুষ মনে করেন।

অতীতে সংগঠিত সাইক্লোনের/ টর্নেডো গতি প্রকৃতি ওসম্ভাব্যতা: বঙ্গোপসাগর থেকে রাজশাহী জেলার অবস্থান অনেক দুরে হওয়ার কারণে নিম্নচাপ কিংবা লঘুচাপের কারণে যে বৃষ্টিপাত ও ঘুর্ণিঝড় হয় তার প্রভাব খুব একটা পড়েনা। কোন বড় ধরণের ঘুর্ণিঝড় হলে তখন টানা ৩/৪ দিন বৃষ্টি হয়। টর্নেডোও এ পর্যন্ত সংঘঠিত হয়নি। তবে মাঝে মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় সংগঠিত হয়।

শিলা বৃষ্টির প্রবনতা:২০/২৫ বছর আগে দুই এক বছর পর পর শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হতো। তাতে জমির ফসল , আম ইত্যাদি ক্ষতি হতো। দির্ঘ দিন যাবৎ শিলা বৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় নাই। অতি সাম্প্রতিক অর্থাৎ ২০০৭ সালের ফাল্গুন-বৈশাখ মাসে ৪/৫ বার শিলা বৃষ্টি সংঘঠিত হয়েছে। এ কারণে এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। নষ্ট হয়েগেছে হাজার হাজার গাছের আম।

শৈত্যপ্রবাহের প্রবনতা ও ভবিষ্যত চিত্র: ১০/১৫ বছর আগেও একটা নির্দিষ্ট সময়ে শীত আসত ও নিদিষ্ট সময়ে চলে যেত। পৌষ- মাঘ মাসে তখন শীত অনুভূত হতো। কিন্তু ১৯৯৫ সালের বন্যার পর থেকে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, তখন থেকে আর নিয়ম অনুযায়ী আর শীত আসে না। এক টানা ৭/৮ দিন সূর্য্য উঠেনা, হাড় কাপানো শীত পড়ে , সাথে ঘনকুয়াশা পড়ে। শৈত্যপ্রবাহ ও ঘনকুয়াশার কারণে রবি শষ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে। মানুষের রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। শৈত্যপ্রবাহের প্রবনতা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বলে এলাকার মানুষ মনে করে।

ভিজিএফ/টিআর ঃ আপদকালীন সময়ের দুঃস্থ মানুষের ০৩ মাস সময়ের জন্য পরিবার প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন আপদ কালীন সময়ে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রীজ কালভার্ট মেরামত ইত্যাদি কাজ টেস্ট রিরিফের করা হয়।

কাবিখাঃ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট তৈরী, খাল পুনঃখনন, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কাজ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এ কাজের বরাদ্ধ দেওয়া হয়।

কাবিটাঃ উপজেলার ব্রীজ , কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ঠিকাদার নিয়োগ করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

ভিজিডিঃ উপজেলার দুঃস্থ নারী ও তার পবিরারকে খাদ্য সহায়তা হিসাবে মাসে ১৫কেজি পুষ্টি আটা ও ১৫০/- টাকা হিসাবে ভিজিডি নারীদের সর্বমোট ২৪ মাস ব্যাপি সহায়তা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি সকল ভিজিডি নারী স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সাপ্তাহিক সচেতনতামূলক সভা ও দুটি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখানে ভিজিডি কার্ডধারীর সংখ্যা মোট ১১৮২ টি।

দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রঃ এখানে কোন দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নাই। আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায় বিগত বড় বন্যাসমুহে মানুষ নিজ বাড়ীতে মাচান উচু করে ও অনেকে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল।

দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রথাগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলার ব্যবস্থাঃ

-আকাশের বৃষ্টির দিকে না তাকিয়ে স্যালো মেশিনের সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করে।
-সেচ দিয়ে বীজ বপন করে।
-জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে বাঁধ কেটে পানি বেড় করে দেয়।
- পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে গভীর নলকূপ স্থাপন করে।
-আলগা চুলায় রান্না বান্না করে।
-জ্বালানী সংগ্রহ করে রাখে।
-শুকনো খাদ্য তৈরী করে রাখে।
-দূর্বল ঘরবাড়ী মেরামত করে।
-পানির অপচয় কমানোর জন্য লম্বা প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করে।

সার্বিক দুর্যোগ ইতিহাসঃ ভৌগলিক অবস্থান এবং মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। যার ফলে জীবনযাত্রা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম চরমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়ে জাতীয় উন্নয়ন এবং সম্বৃদ্ধি হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পূর্নগঠন কার্যক্রম শুরু হলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অনাবৃষ্টি এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে থমকে যায় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম। এলাকার সার্বিক দুর্যোগ ইতিহাস বিশ্লেষন করলে দেখা যায় ১৯৮৮,১৯৯৫ও ১৯৯৮ সালের বন্যা এলাকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। এ ছাড়াও ১৯৮১ সালের খরায় নষ্ট হয়েগিয়েছিল সমস্ত ফসল ফলে এলাকায় দেখা দিয়েছিল চরম খাদ্য সংকট।

এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা

সকল আপদ চিহ্নিতকরণঃ ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক চারটি স্টেক হোল্ডার দলে কৃষক, প্রতিবন্ধি, মহিলা ও ভূমিহীনদের আলাদা ভাবে চারটি ভেন্যুতে সকল আপদ চিহ্নিতকরণ কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট সিআরএ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর উক্ত দিবসে তাদের সাথে কি ধরনের কাজ করা হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীদের নিকট আপদের সংজ্ঞা ব্যাখা করার পর সহায়ক তাদের নিকট জানতে চান তাদের এলাকায় ইতিমধ্যে যে সমস্ত আপদ সংগঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তা কি কি হতে পারে। উপস্থিত সকলে বিস্তারিত আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে আপদগুলো নির্ধারন করেন। ইউনিয়ন/পৌরসভার সমস্ত আপদ একীভূত করা হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন/পৌরসভার আপদ একত্রিত করে উপজেলার আপদ পাওয়া যায়

ক্রমিক নং	আপদের নাম	ক্রমিক নং	আপদের নাম
১.	বন্যা	৭.	পানির স্তর নিচে নামা
২.	খরা	৮.	পোকার আক্রমণ
৩.	কালবৈশাখী ঝড়	০৯	গবাদী পশুপাখির রোগ
৪.	শিলাবৃষ্টি	১০	অতিবৃষ্টি
৫.	কুয়াশা	১১	জলাবদ্ধতা

৬.	পান গাছের গোড়া পচন		

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি সিআরএ কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এ কাজটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন ইউপি মেম্বর, স্থানীয় আমিন, স্কুল শিক্ষক, ও সিআরএ কর্মশালার স্টেকহোল্ডারবৃন্দ। প্রথমে সহায়কগণ এ এলাকায় কি কি আপদ সংগঠিত হয় তা অংশগ্রহণবারীদের মতামতের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরী করা হয়। অতপর অংশগ্রহণকরী সকলকে আপদকালিন মাস চিহ্নিত করার জন্য অনুরোধ করা হয় । অতপর অংশগ্রহণকারীগন তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট ঘরের নিচে দাগ প্রদান করেন এবং কোন সময় কম/বেশী আপদ সংঘঠিত হয় তা বক্ররেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এভাবে একটি ওয়ার্ডের আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩টি ওয়ার্ডে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি একীভূত করে একটি ইউনিয়ন আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়। ইউনিয়ন/পৌরসভার সমস্ত আপদ একীভূত করা হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন/পৌরসভার আপদ একত্রিত করে উপজেলার আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি পাওয়া যায়।

আপদ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
খরা												
কালবৈশাখী												
শিলাবৃষ্টি												
কুয়াশা												
পান গাছের গোড়া পচন												
পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া												
পোকার আক্রমন												
গবাদি পশুপাখির রোগ												
অতিবৃষ্টি												
জলাবদ্ধতা												

বন্যাঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারণত আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময় থেকে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বন্যা দেখা যায়। আষাঢ় মাসের মধ্য থেকে শুরু হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। শ্রাবণ ও ভাদ্র তা প্রচন্ড আকার ধারণ করে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি শেষ হয়। ফলে এই ইউনিয়নের ফসল,অবকাঠামো, জনস্বাস্থ্য ও গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরাঃ খরা সাধারণত ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফাল্গুন মাসের শেষে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠের অর্ধেক সময় পর্যন্ত তা তীব্র আকার ধারণ করে। জ্যৈষ্ঠের অর্ধেক থেকে খরার তীব্রতা কমে জ্যৈষ্ঠ মাসেই শেষ হয়। ফলে এই ইউনিয়নের ফসল ও গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ঘনকুয়াশাঃ অগ্রাহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘনকুয়াশা দেখা যায়। কার্তিকে অল্প অল্প করে ঘনকুয়াশা পড়তে থাকে। পৌষ-মাঘ মাসে তা প্রচন্ড আকার ধারণ করে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে শেষ হয়। ফলে পিয়াজ ও রবিশষ্যের ক্ষতি হয়।

কালবৈশাখীঃ চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় স্থায়ী হয়। চৈত্র মাস থেকে শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে তা প্রচন্ড আকার ধারণ করে জ্যৈষ্ঠ মাসেই শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে ইরি বোরো ধান ও অবকাঠামোর ক্ষতি করে থাকে।

শিলাবৃষ্টি ঃ মোহনপুর উপজেলায় অন্যতম আপদ শিলাবৃষ্টি । ২/৩ বছর পর পর সংগঠিত হতে দেখা যায়। এর ফলে এই ইউনিয়নে ফসল, আম, পানের ব্যাপক ক্ষতি হতে দেখা যায়।

[

পান পচনঃ পান পচন আপদটি মোহনপুর উপজেলায় অন্যতম আপদ। এলাকার প্রায় সকল পান বরজেই সাড়া বছরই পান পচন রোগ দেখা যায়। এতে পান চাষীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়।

জলাবদ্ধতাঃ মোহনপুর উপজেলায় সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার নিচু বিলগুলোতে সারা বছরই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে মোহনপুর উপজেলার উৎপাদন ব্যহত হয়।

[

অতিবৃষ্টিঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারনত ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অতিবৃষ্টি দেখা দেয়। অতিবৃষ্টি ৭-১৫ দিন পর্যন্ত বিরামহীন ভাবে অবস্থান করে। ফলে এলাকার ফসল ও শাক সবজীর ব্যাপক ক্ষতি করে।

পোকার আক্রমণ ও ভাইরাসঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারণত সারা বছরই ফসলে পোকা ও ভাইরাসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ফসল, শাকসবজী ও ফলমূলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। ক্ষতির দিক থেকে রায়ঘাটি ইউনিয়নের ষষ্ঠতম আপদ।

পানির স্তর নিচে নামাঃ মোহনপুর উপজেলায় প্রতি বছরই পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে এলাকার অধিকাংশ হস্তচালিত নলকূপগুলোতে পানি উঠে না ফলে নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয়। এর ফলে মানুষের সেনিটেশন ও স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে। এছাড়া ও ফসলের জমিতে পানির অভাবে সেচ কাজের বিঘ্ন ঘটে। ক্ষতির দিক থেকে এর স্থান সপ্তম।

গবাদী পশুপাখির রোগঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারণত সারা বছরই গবাদিপশু পাখির রোগ হয়ে থাকে এতে এলাকার গবাদিপশুপাখি রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি সিআরএ কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এ কাজটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন ইউপি মেম্বর, স্থানীয় আমিন, স্কুল শিক্ষক, ও সিআরএ কর্মশালার স্টেকহোল্ডারবৃন্দ। প্রথমে সহায়কগণ এ এলাকায় কি কি প্রধান জীবিকা রয়েছে তা আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে জীবিকার একটি তালিকা তৈরী করা হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকরী সকলকে প্রত্যেকটি জীবিকার ব্যস্ততম সময় /মাস চিহ্নিত করার জন্য অনুরোধ করা হয় । অতঃপর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট ঘরের নিচে দাগ প্রদান করেন এবং কোন সময় কম/বেশী তা বক্ররেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এভাবে একটি ওয়ার্ডের জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩টি ওয়ার্ডে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি একীভূত করে একটি ইউনিয়ন জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়। সকল ইউনিয়নের জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি একত্রিত করে উপজেলার মৌসুমী দিনপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়।

জীবনযাত্রা	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
মৎস্যচাষী												
জেলে												
ক্ষুদ্রব্যবসায়ী												
কামার												
কুমার												
রেশমচাষী												
দিনমজুর												
কুটির শিল্প												

কৃষিকাজঃ এখানকার কৃষি কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রবি মৌসুমে আলু, পিয়াজ,গম, শরিষা,খেসারী, মসুরী ইত্যাদি । এছাড়া প্রায় সারা বছরই সেচ দিয়ে ইরি বোরো ধান চাস হয় । খরিপ মৌসুমে পাটের চাষ হয় তাছাড়া সারা বছরই সবজীর চাষ হয় । বৈশাখ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত কৃষি কাজ চলে । বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পুরোদমে চলে শ্রাবণ মাসে কমতে থাকে,ভাদ্রমাসে কাজ কিছুটা বেড়ে আশ্বিন মাসে কাজ কিছুটা কমতে থাকে পরবর্তীতে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরোদমে চলতে থাকে আবার চৈত্রমাসে কৃষিকাজ কিছুটা কমে যায় ।

মৎস্যচাষীঃ মোহনপুর উপজেলায় বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সারা বছরই মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষ করতে দেখা যায় । বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যাপক আকার ধারণ করে । আষাঢ় থেকে ফাল্গুনমাস পর্যন্ত প্রায় একই রকম থাকে । চৈত্রমাসে মাছ চাষ কিছুটা কমে গিয়ে বৈশাখ মাসে আবার শুরু হয় ।

মাছ আরোহণঃ মোহনপুর উপজেলায় শ্রাবণ থেকে মাঘমাস পর্যন্ত মাছ আরোহণ কাজ চরে ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে । শ্রাবণ থেকে শুরু হয়ে আশ্বিন মাস পর্যন্ত একই রকম চলে । পৌষ মাস থেকে আস্তে আস্তে কমে গিয়ে মাঘ মাসে মৎস্য আহোরণের কাজ শেষ হয় ।

ক্ষুদ্র ব্যবসাঃমোহনপুর উপজেলায় বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সারা বছরই ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে দেখা যায় । বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়ে জ্যৈ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত পুরোদমে চলে । আবার আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত একই রকম চলতে থাকে ।

দিনমজুরঃ বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সারা বছরই দিন মজুরের কাজ চলে। বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পুরোদমে চলে শ্রাবণ মাসে কমতে থাকে,ভাদ্রমাসে কাজ কিছুটা বেড়ে আশ্বিন মাসে কাজ কিছুটা কমতে থাকে পরবর্তীতে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরোদমে চলতে থাকে আবার চৈত্রমাসে দিনমুজুরের কাজ কিছুটা কমে যায়।

গবাদিপশু পালন ঃ মোহনপুর উপজেলায় কিছু সংখ্যক লোক গবাদি পশুপালন করে। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সারা বছরই গবাদিপশু পালন কাজ চলে। চৈত্র থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত একটু কম থাকে জ্যৈষ্ঠ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত পুরোদমে চলে গবাদিপশু পালন কাজ।

রেশমপোকা চাষঃ রেশমপোকা চাষ সাধারণত বছরে তিনটি সময়ে হয়ে থাকে। তা হলো চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র উল্লেখিত সময়ে রেশম চাষীগণ বেশী ব্যাস্থ থাকে।

কামারঃ বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সারা বছরই কামারের কাজ চলে। আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত কাজের চাপ কম থাকে। কার্তিক থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কাজের চাপ বেশী থাকে।
কুমারঃ বৈশাখ হতে ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাজের চাপ কম থাকে। ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত কাজের চাপ বেশী থাকে।

আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (ভেন):

আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা নির্নয় সিআরএ কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ কাজটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন ইউপি মেম্বর, স্থানীয় আমিন, স্কুল শিক্ষক ও সিআরএ কর্মশালার স্টেকহোল্ডারবৃন্দ। প্রথমে সহায়কগণ অংশগ্রহণবারীদের এলাকায় ইতিমধ্যে যে সমস্ত আপদ সংগঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তা কি কি হতে পারে তা উপস্থিত সকলে বিস্তারিত আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে আপদগুলো নির্ধারন করে একটি তালিকা তৈরী করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের একজন তালিকাটি পড়ে শোনান এবং আর কোন আপদ বাদ পড়েছে কিনা তা জানার পরে তালিকায় তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন আকৃতির গোলাকার রঙ্গিন কাগজের টুকরো ক্ষতির পরিমানের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীগণ এক একটি আপদ হিসাবে চিহ্নিত করেন। কাগজের আকৃতি বড় হওয়ার অর্থ হচ্ছে আপদটি ব্যাপক ক্ষতি করে আর ছোট হওয়ার অর্থ হচ্ছে ক্ষতির পরিমান কম। অতপর ব্রাউন পেপারে মাঝখানে ওয়ার্ডে কেন্দ্রবিন্দু ধরে আপদের ঘটন সংখ্যা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশীবার ঘটে এমন আপদ কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে এই প্রক্রিয়ায় বাকী আপদগুলো পর্যায়ক্রমে ব্রাউন পেপারে বসানো হয়। এভাবে একটি ওয়ার্ডের আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা প্রস্তত করা হয়। ০৩টি ওয়ার্ডে আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা একীভূত করে একটি ইউনিয়ন আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে সকল ইউনিয়নের ফলাফল একত্রিত করে উপজেলার সার্বিক তথ্য পাওয়া যায়।

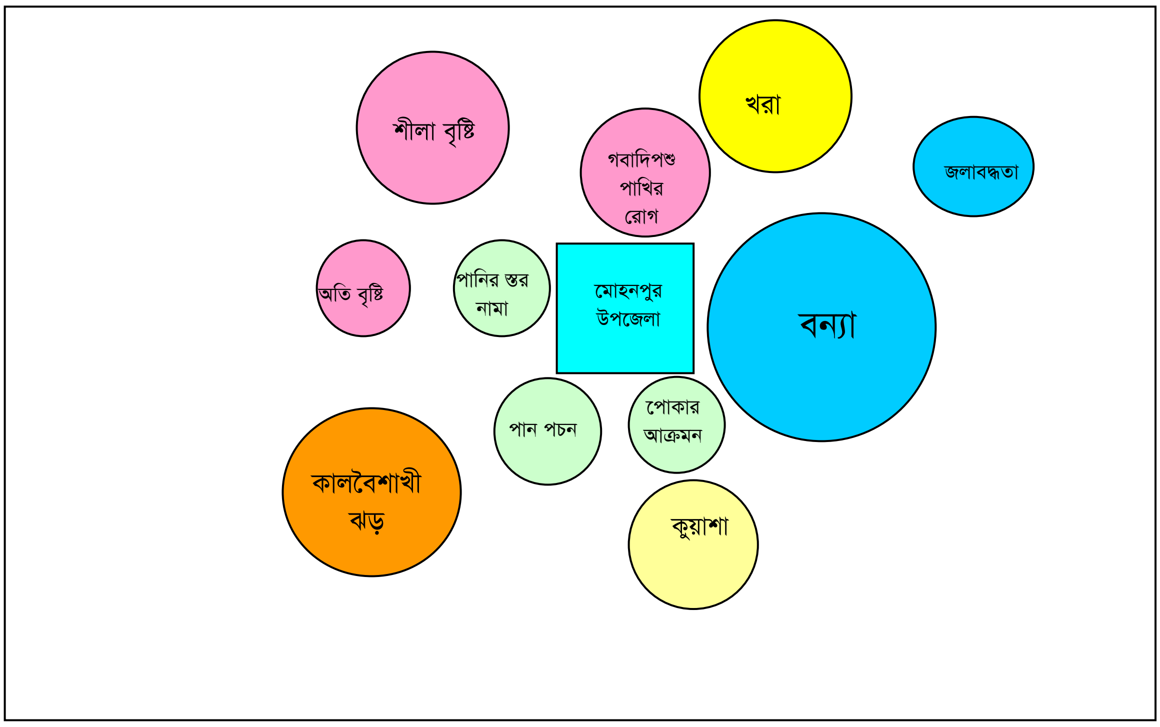

বন্যাঃ মোহনপুর উপজেলার সবচেয়ে বড় আপদ বন্যা। কোন কোন ইউনিয়নে বছরে একবার কোন কোন ইউনিয়নে বছর দুইবার বন্যা হতে দেখা যায়। এর ফলে এই উপজেলার নিম্ন অঞ্চলের ফসল, ঘরবাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্থ হতে দেখা যায়।

খরাঃ খরা মোহনপুর উপজেলার দ্বিতীয়তম আপদ। ২/১ বছর পর পর এ উপজেলায় খরা দেখা যায়। এই আপদের কারণে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে ও পুকুর শুকিয়ে যাওয়া কারণে মাছ চাষে চরমব্যাঘাত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

কালবৈশাখীঃ মোহনপুর উপজেলার তৃতীয়তম আপদ হলো কালবৈশাখী ঝড় ।এই আপদ প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়। এই আপদের কারণে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এছাড়াও ঘর বাড়ী গাছপালা বিনষ্ট করে ফেলে যার ফলে মানুষের বসবাসের চরম ব্যাঘাত ঘটে ও অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

কুয়াশাঃ অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া তথ্যমতে এ উপজেলার চতুর্থতম আপদ হলো কুয়াশা । প্রতিবছরই এলাকায় ঘনকুয়াশা পড়তে দেখা যায়। এর ফলে আলু,পান, আম, গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

শিলাবৃষ্টি ঃ মোহনপুর উপজেলার অন্যতম আপদ শিলাবৃষ্টি । ২/৩ বছর পর পর সংগঠিত হতে দেখা যায়। এর ফলে এই ইউনিয়নে ফসল, আম, পানের ব্যাপক ক্ষতি হতে দেখা যায়।

গবাদী পশুপাখির রোগঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারণত সারা বছরই গবাদিপশু পাখির রোগ হয়ে থাকে এতে এলাকার গবাদিপশুপাখি রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

পানির স্তর নিচে নামাঃ মোহনপুর উপজেলায় প্রতি বছরই পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে এলাকার অধিকাংশ হস্তচালিত নলকূপগুলোতে পানি উঠে না ফলে নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয়। এর ফলে মানুষের সেনিটেশন ও স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে। এছাড়া ও ফসলের জমিতে পানির অভাবে সেচ কাজের বিঘ্ন ঘটে। ক্ষতির দিক থেকে এর স্থান সপ্তম।

পোকার আক্রমণ ও ভাইরাসঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারণত সারা বছরই ফসলে পোকা ও ভাইরাসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ফসল, শাকসবজী ও ফলমূলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। ক্ষতির দিক থেকে রায়ঘাটি ইউনিয়নের ষষ্ঠতম আপদ।

অতিবৃষ্টিঃ মোহনপুর উপজেলায় সাধারনত ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অতিবৃষ্টি দেখা দেয়। অতিবৃষ্টি ৭-১৫ দিন পর্যন্ত বিরামহীন ভাবে অবস্থান করে। ফলে এলাকার ফসল ও শাক সবজীর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

জলাবদ্ধতাঃ মোহনপুর উপজেলায় সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার নিচু বিলগুলোতে সারা বছরই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে মোহনপুর উপজেলার উৎপাদন ব্যহত হয়।
পান পচনঃ পান পচন আপদটি মোহনপুর উপজেলায় অন্যতম আপদ। এলাকার প্রায় সকল পান বরজেই সাড়া বছরই পান পচন রোগ দেখা যায়। এতে পান চাষীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়।

বিপদাপন্ন খাত

সকল আপদ চিহ্নিত করার পর উক্ত আপদগুলো দ্বারা এই ইউনিয়নের কোন কোন খাতকে চিহ্নিত করে তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইলে সকল অংশগ্রহণকারীগনের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন সহায়কের পূর্বে তৈরী করা ছকে (■) চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অতপর ওয়ার্ড ভিত্তিক চারটি বিপদাপন্নখাতসমুহ একত্রিকরণ করা হয়, পরবর্তীতে তিনটি ওয়ার্ডের বিপদাপন্নখাতসমুহ একত্রিকরণের মাধ্যমে ইউনিয়নের বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়। শেষে উপজেলার অর্ন্তগত ইউনিয়ন/পৌরসভার সমস্ত খাতগুলো একত্রিকৃত করার মাধ্যমে মোহনপুর উপজেলার বিপদাপন্নখাত চিহ্নিত করা হয়।

আপদ	বিপদাপন্ন খাত					
	কৃষি	মৎস্য	অবকাঠামো	স্বাস্থ্য	গবাদীপশু	কুঠির শিল্প
বন্যা	■	■	■	■	■	■
খরা	■	■	-	■	■	-
কালবৈশাখী ঝড়	■	■	■	■	-	■
শিলাবৃষ্টি	■	-	■	■	■	-
কুয়াশা	■	■	-	■	-	-
পান গাছের গোড়া পচন	■	-	-	-	-	-
পানির স্তর নিচে নামা	■	■	-	■	-	-

পোকার আক্রমণ ওভাইরাস	■	-	-	-	-	-
গবাদিপশুপাখির রোগ	-	-	-	-	■	-
অতিবৃষ্টি	■	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-		-	-	-

বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান

সকল আপদ ও বিপদাপন্ন খাত চিহ্নিত করার পর উক্ত আপদগুলো দ্বারা এই ইউনিয়নের কি কি উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইলে সকল অংশগ্রহণকারী বিস্তারিত আলোচনা করে মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন সহায়কের পূর্বে তৈরী করা ছকে (■) চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অতপর ওয়ার্ড ভিত্তিক চারটি স্টেক হোল্ডার দলের বিপদাপন্ন উপাদনসমুহ একত্রিকরণ করে ওয়ার্ডের বিপদাপন্ন উপাদান চিহ্নিত করা হয়, অতপর তিনটি ওয়ার্ডের বিপদাপন্ন উপাদান একত্রিকরণের মাধ্যমে ইউনিয়নের বিপদাপন্ন উপাদান চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলার অর্ন্তগত ইউনিয়ন/পৌরসভার সমস্ত বিপদাপন্ন উপাদানসমুহ একত্রিকৃত করার মাধ্যমে মোহনপুর উপজেলার বিপদাপন্ন উপাদান চিহ্নিত করা হয়

বিপদাপন্ন উপাদান	আপদ সমুহ						
	বন্যা	কুয়াশা	খরা	শিলাবৃষ্টি	কালবৈশাখী ঝড়	পোকার আক্রমণ ওভাইরাস	পানির স্তর নিচে নামা
ফসল	■	■	■	■	■	■	■
জমি	■	-	-	-	-	-	■
বীজ	■	■	■	■	■	-	■
হাট বাজার	■	-	-	-	■	-	-
গবাদিপশুপাখি	■	■	■	-	-	■	■
পুকুর	■	■	■	-	-	-	■
মাছ	■	-	■	-	-	-	■
রেনু/পোনা	■	■	■	-	-	-	■
বসত বাড়ি	■	-	-	-	■	-	-
রাস্তা ঘাট	■	-	-	-	-	-	-
পুল/কালভার্ট	■	-	-	-	-	-	-
গাছপালা	■	-	■	-	■	-	■
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	■	-	-	-	■	-	-
খাল বিল	■	-	■	-	-	-	■
নদীনালা	■	-	■	-	-	-	■
রোগ	■	■	■	-	-	-	■

স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ

খাতভিত্তিক আপদ ঝুঁকির বিবরনঃ প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক ৪ টি স্টেক হোল্ডার দলে (যেমন-ভূমিহীন,কৃষক,মহিলা ও প্রতিবন্ধী) আলাদা আলাদা ভাবে বসে ইউনিয়নে সংগঠিত হয় এমন আপদ সমূহ দ্বারা এলাকার জনগোষ্ঠি যে সব ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তা সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ সুচিন্তিত মতামত ও পরিসংখ্যান প্রদান করেন এবং তা ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ওয়ার্ড ভিত্তিক ৪ টি দলের ঝুঁকির বিবরণ গুলি একিভূত করণ করে ওয়ার্ডের ঝুঁকির বিবরন তৈরী হয়। পরিশেষে ৩ টি ওর্য়াডের ঝুঁকির

বিবরণ গুলি একত্রিকরণ করে একটি ইউনিয়নের ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার ঝুঁকির বিবরণ একত্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলার ঝুঁকির বিবরণ পাওয়া যায়।

মোহনপুর উপজেলার ঝুঁকির বিবরণ

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
বন্যা	কৃষি	আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলায় আষাঢ়- ভাদ্র মাসে বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৯৯৫ একর জমির ৬৫১০০ মন ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ২৪০০ একর জমির ৭৫০০০ মন, জাহানাবাদ ইউনিয়নে ২৭০০ একর জমির ৮০,০০০ মন, মৌগাছি ইউনিয়নে ১২০০ একর জমির ১৭০০০ মন, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৬০০ একর জমির ৩৮৫০০ মন ও কেশরহাট পৌরসভার ৯,০০০ মন ধান, ১০২০ জমির পান, বিভিন্ন প্রকার বীজ ৯৫০ একর জমির পাট,৩৪৮০ একর জমির সবজী, ৫০ একর জমির কলা বাগান ও ২৬০ একর জমির পেঁপেঁ বাগান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৬০০ টি কাচা ঘর-বাড়ী, ধুরইল ইউনিয়নে ১২৬১ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ১৫০০ টি রায়ঘাটি ইউনিয়নে ১০০০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ২৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ৫০২ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৫০০ টি মোট ৮৬১৩ টি কাচা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে মানুষের বসবাস অংশিকভাবে ব্যাহত হতে পারে।
		আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ২৪ কিমি. কাচা রাস্তা, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৫ কিমি. , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩০ কিমি. রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭ কিমি. মৌগাছি ইউনিয়নে ০৫কিমি. ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২১ কিমি. ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০ কিমি. মোট ১৬২ কিমি. রাস্তা নষ্ট হয়ে মানুষের চলাচল ব্যাহত হতে পারে।
		আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ০৫ টি ব্রীজ/কালভার্ট, ধুরইল ইউনিয়নে ১৩ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ০৬ টি, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ০৫ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ৪ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৫ টি মোট ৭৮ টি ব্রীজ/কালভার্ট নষ্ট হয়ে মানুষের চলাচলে অসুবিধা হতে পারে।
		মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে ০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধুরইল ইউনিয়নে ১০ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ০৮ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ০৫ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ০৯ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ১০ টি মোট ৫২ টি ও ৫৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ব্যাহত হতে পারে।
	মৎস্য	আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৩৪৫ টি পুকুরের মাছ, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৯৫ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩৮৫ টি, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ১৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ৩৫০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০০ টি মোট ২০৯৫ টি পুকুরের মাছ ও রেণু, পোনা ভেসে গিয়ে এলাকায় চরম মৎস্য সংকট ও মাছ চাষীদের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	গবাদি পশুপাখি	আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৭৫০০ টি গবাদি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) , ধুরইল ইউনিয়নে ১২৭০০৫ টি , রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৮২৫০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ৫২৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ১৩০০০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৩০০০ টি মোট ৭০,০০০ টি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) চারণভূমি ডুবে যাওয়ার কারণে ও বন্যা পরবর্তী সময়ে কাচা ঘাস খাওয়ার ফলে গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫% মারা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য	আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৩০০০ জন লোকের, ধুরইল ইউনিয়নে ২৫০০ জন লোকের , রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৪০০০ জন লোকের , মৌগাছি ইউনিয়নে ৮০০ জন লোকের, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ৩০০০ জন লোকের ও কেশরহাট পৌরসভার ৯০০০ জন লোকের মোট ২৩৩০০ জন লোকের পানিবাহিত রোগ যেমন -ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রন্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

	নার্সারী	মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যার কারণে প্রায় ২৫০ টি নার্সারীর প্রায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার চারাগাছ ডুবে গিয়ে নষ্ট হতে পারে

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া	স্বাস্থ্য	চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৭০০০ হাজার লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
খরা	কৃষি	খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৩৫০ একর জমির ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ৮২০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৫৩৩ একর, মৌগাছি ইউনিয়নে ৮৫০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২৪০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৫০০ একর মোট ১০৩৫১ একর জমির ধান এ ৪২৫ একর জমির পান, ৫২০ একর জমির ভূট্টা, ১৫৮০ একর জমির সবজী, ১৭০ একর জমির পেয়াজ রসুন, ১১০ একর জমির কচু ও ৩০০ একর জমির আলু নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	মৎস্য	মোহনপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৫৫টি পুকুর , ধুরইল ইউনিয়নে ১৭০ টি পুকুর, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৫০টি পুকুর, মৌগাছি ইউনিয়নে ৩০০ টি পকুর, ঘাসিগ্রাম ৩৫০ টি পুকুর ও কেশরহাট পৌরসভায় ৩০০ টি পুকুরসহ মোট ১৮০০ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে গিয়ে এলাকায় মাছ চাষ ব্যাহত হয়ে চরম আমিষের ঘাটতি ও মাছ চাষীদের আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	স্বাস্থ্য	প্রচন্ড খরার কারণে মোহনপুর উপজেলা বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৫০০ জন লোকের , ধুরইল ইউনিয়নে ৬৭০০ জন লোকের, জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৮০০ জন লোকের, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৩৫০০ জন লোকের, মৌগাছি ইউনিয়নে ৫০/৬০ জন লোকের , ঘাসিগ্রাম ৬৭০০ গন লোকের ও কেশরহাট পৌরসভায় ১৭০০০ লোকের, মোট ৩৬২০০ লোকের ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, জন্ডিস, গুটি বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।
	গবাদি পশুপাখি	চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার,কেশরহাট, মৌগাছি, রায়ঘাটি ও ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের সকল গবাদি পশুর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা , পাতলা পায়খানা, গুটি বসন্ত, ক্ষুড়ারোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে চরম আর্থিক দেখা দিতে পারে।
পান গাছ পচন	কৃষি	মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে পান বরজে ভাইরাস সংক্রমক হয়ে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও ভেজাল খৈল প্রয়োগের কারণে পান পচে ও পানের গাছ মরে প্রায় ৫০০ একর জমির প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার পোয়া(২০৪৮ টি পান=১ পোয়া) পান নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়ে প্রায় ৪০০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
শিলাবৃষ্টি	কৃষি	বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে মোহনপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫৯৮০ একর জমির পান, ৪৫২ একর জমির ভূট্টা, ১৬৯০ একর জমির পিয়াজ/রসুন, ১৮৩০ একর জমির শাক-সবজী, বিপুল সংখ্যক গাছের আম ও ৩৩০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	মোহনপুর উপজেলায় শিলাবৃষ্টির কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৪৫০ টি ঘরবাড়ী, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২০০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ১৪০ টি , ও কেশরহাট পৌরসভার ৬০০ টিসহ মোট ১৩৯০ টি নষ্ট হয়ে মানুষের বসবাসের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
	নার্সারী	আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৩৫০ টি নার্সারীর প্রায় ৫লক্ষ চারা গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
	গবাদীপশুপাখি	আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ২৫০০ টি গবাদীপশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫০০ টি মারা যেতে পারে।

	অবকাঠামো	আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ২০০ টি কাঁচা বাড়ি ও ঘাসীগ্রাম ইউনিয়নের ১৪০টি বসতবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
কুয়াশা	কৃষি	কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৯০০ একর জমির আলু , ধুরইর ইউনিয়নের ৫৮০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ৯৫০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ৪৫০একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ১০০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ৪০০ একর জমির আলু নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক আমের মুকুল, ২৭৫০ একর জমির রবিশষ্য ২০০০ একর জমির পন বরচ ও পিয়াজ-রসুনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	গবাদি পশুপাখি	প্রচন্ড কুয়াশার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ২৮০০০ গবাদিপশুপাখি (হাঁস,মুরগী,গরু, ছাগল, ভেড়া) ধুরইর ৩৮৫০ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নের বেশকিছু সংখ্যক, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫০০০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নের বেশকিছু সংখ্যক, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ৯৭৫০ টি ও কেশরহাট পৌরসভার ২০০০ টি গবাদি পশুপাখির সর্দি, কাশি,পাতলা পায়খানা ,মাথায় পানি জমা ও জ্বরের কারণে কিছু সংখ্যক গবাদিপশুপাখি মারা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য	পৌষ ও মাঘ মাসে ঘন কুয়াশার কারণে মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট পৌরসভার ৮০০০ লোকের, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ১৫০০ জন লোকের ও ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ১৫০০ জন সদস্য বিভিন্ন রোগে (যেমন; সর্দিকাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া, মাথাব্যাথা ইত্যাদি) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কাল বৈশাখী	কৃষি	কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৬০০ একর জমির ধান , ধুরইর ইউনিয়নের ৭৫০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ১২০০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫৬০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ১৭০০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৮০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ২৫০০ একর মোট ১৫১৫০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক গাছের আমের মুকুল ও বিভিন্ন ফলের ক্ষতি হয়ে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ টি ঘরবাড়ী , ধুরইল ইউনিয়নের ৪০০ টি ঘরবাড়ী, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ৬৫০ টি, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৬০০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নের ১২০০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ৭৩০ টি ও কেশরহাট পৌরসভার ৮০০ টি মোট ৮৬৮০ টি ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে মানুষে বসবাস ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়াও ৪২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
	গাছপালা	কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে মোহনপুর উপজেলার ৫% গাছপালা ভেঙ্গে যেতে পারে।
অতিবৃষ্টি	কৃষি	মোহনপুর উপজেলায় অতিবৃষ্টির কারণে ধুরইল ইউনিয়নে প্রায় ৫৫০ একর ও মৌগাছি ইউনিয়নের ৩০০ একর জমির জমির ধান ও মরিচ, ৪০০ কপি নষ্ট হয়ে এলাকায় চরম খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।
পানির স্তর নিচে নামা	নিরাপদ পানি	চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৫৫০০ হাজার লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারে।
পোকার আক্রমণ	কৃষি	পোকার আক্রমন ও ভাইরাস জনিত কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৫০০০ বিঘা জমির ১৮ হাজার মন ধান, ১৫০০ বিঘা জমির ২৫ হাজার মন আলু প্রায় ৮০০ বিঘা জমির প্রায় ২৪ হাজার মন বেগুন প্রায় ১০০ বিঘা জমির প্রায় ২০০ মন করলা, ২০০০ টি চালার ৮০০ মন শিম, ৫০ হাজার আম গাছের ৪০ হাজার মন আম, ২০০০ লিচু গাছের ৪০ লক্ষ পিচ লিচু, ৭০০০ নারিকেল গাছের ৩ লক্ষ ৫ হাজার পিচ ডাব এবং নারিকেল এবং প্রায় ৬০ টি পান বরজের প্রায় ৮ হাজারপোয়া পান উৎপাদন হতে ব্যহত হতে পারে।

উপসংহারঃ

মোহনপুর উপজেলায় সিআরএ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, স্টেকহোল্ডার সর্বপরি সকলের সার্বিক সহযোগিতায় কাজটি সুন্দর ভাবে শেষ হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সিআরএ কার্যক্রমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে এই অঞ্চলের সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস করা সম্ভব হবে। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা এটি ব্যবহার করে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাসমুহ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর (এলজিইডি,পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপদ, বনবিভাগ, কৃষি অধিদপ্তর, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এটা ব্যবহার করে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। যার ফলে এই উপজেলার সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস পাবে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে এবং এলাকার আপামর জনসাধারনের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি পাবে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নঃ সহায়ক আপদ সংশ্লিষ্ট সকল ঝুঁকিসমূহ অংশগ্রহণকারীদের নিকট উপস্থাপন করেন। প্রতিটি ঝুঁকির জন্য সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি কি হতে পারে তাহা অংশগ্রণকারীগণ বিশ্লেষণ করেন। এরপর সহায়ক ঘটার সম্ভাব্যতা ও ফলাফল ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর অংশগ্রহণকরীগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। যে সমস্ত ঝুঁকি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনযোগ্য সে সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য ও যে সমস্ত স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনযোগ্য নয় তা অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
বাকশিমইল ইউনিয়নে পান বরজে ভাইরাস সংক্রমক হয়ে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও ভেজাল খৈল প্রয়োগের কারণে পান পচে ও পানের গাছ মরে প্রায় ৫০০ একর জমির প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার পোয়া(২০৪৮ টি পান=১ পোয়া) পান নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়ে প্রায় ৪০০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -জীবন যাপন বিপর্যয় হয়েপড়ে, -ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে, -আবাদ করার ব্যবস্থা থাকবে না, -চিকিৎসার অভাব দেখা দেয়,পানের উৎপাদন কম হবে	বেশী	সারা বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলায় আষাড়- ভাদ্র মাসে বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৯৯৫ একর জমির ৬৫১০০ মন ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ২৪০০ একর জমির ৭৫০০০ মন, জাহনাবাদ ইউনিয়নে ২৭০০ একর জমির ৮০,০০০ মন, মৌগাছি ইউনিয়নে ১২০০ একর জমির ১৭০০০ মন, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৬০০ একর জমির ৩৮৫০০ মন ও কেশরহাট পৌরসভার ৯,০০০ মন ধান, ১০২০ জমির পান, বিভিন্ন প্রকার বীজ ৯৫০ একর জমির পাট,৩৪৮০ একর জমির সবজী, ৫০ একর জমির কলা বাগান ও ২৬০ একর জমির পেঁপেঁ বাগান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-অর্থকরাী ফসল ও গবাদী পশুর ক্ষতি হবে। -খাদ্য সংকট দেখা দিবে। -সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হবে। - মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে, -পড়ালেখা ব্যাহত হবে, -পুষ্টির অভাব দেখা দেবে, -বীজ সংকট দেখা দিবে।	বেশী	বছবে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৩৫০ একর জমির ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ৮২০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৫৩৩ একর, মৌগাছি ইউনিয়নে ৮৫০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২৪০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৫০০ একর মোট ১০৩৫1 একর জমির ধান এ ৪২৫ একর জমির পান, ৫২০ একর জমির ভূট্টা, ১৫৮০ একর জমির সবজী, ১৭০ একর জমির পেয়াজ রসুন, ১১০ একর জমির কচু ও ৩০০ একর জমির আলু নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-নিরাপদ পানির সংকট হবে। -সেচ সংকট হবে। -ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে, -মাছের সংকট হবে। -পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -ফসলের উৎপাদন কম হবে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ও বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ২২৫০০ লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-নিরাপদ পানির সংকট হবে। -সেচ সংকট হবে। -ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে, -মাছের সংকট হবে। -পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -ফসলের উৎপাদন কম হবে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে মোহনপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫৯৮০ একর জমির পান, ৪৫২ একর জমির ভূট্টা, ১৬৯০ একর জমির পিয়াজ/রসুন, ১৮৩০ একর জমির শাক-সবজী, বিপুল সংখ্যক গাছের আম ও ৩৩০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -জীবন যাপন বিপর্যয় হয়ে পড়বে, -মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে। -পানের উৎপাদন কম হবে, -স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -জিনিসের দাম বেড়ে যাবে।	বেশী	২-৩ বছর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৩৪৫ টি পুকুরের মাছ, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৯৫ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩৮৫ টি, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ১৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ৩৫০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০০ টি মোট ২০৯৫ টি পুকুরের মাছ ও রেণু, পোনা ভেসে গিয়ে এলাকায় চরম মৎস্য সংকট ও মাছ চাষীদের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -মাছ উৎপাদন কম হবে, -মাছ চাষীরা ঋন গ্রস্থ হয়ে পড়বে, -পুষ্টির অভাব দেখা দেবে, -জীবনযাপন বাধা গ্রস্ত হয়ে পড়বে।	মাঝারী	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ২৪ কিমি. কাচা রাস্তা, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৫ কিমি. , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩০ কিমি. রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭ কিমি. মৌগাছি ইউনিয়নে ০৫কিমি. ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২১ কিমি. ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০ কিমি. মোট ১৬২ কিমি. রাস্তা নষ্ট হয়ে মানুষের চলাচল ব্যাহত হতে পারে।	-মানুষের চলাচলে সমস্যা হবে। -যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে, -পনণ পরিবহনে অসুবিধা হবে, -শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে।	মাঝারি	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৯০০ একর জমির আলু , ধুরইর ইউনিয়নের ৫৮০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ৯৫০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ৪৫০একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ১০০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ৪০০ একর জমির আলু নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক আমের মুকুল, ২৭৫০ একর জমির রবিশষ্য ২০০০ একর জমির পন বরচ ও পিয়াজ-রসুনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	-অর্থসংকট দেখা দেবে। -বীজ সংকট হবে। -ফসলের উৎপাদন কম হবে। -পুষ্টির অভাব হবে। -শাকসবজির উৎপাদন কমে যাবে।	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৭৫০০ টি গবাদি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) , ধুরইল ইউনিয়নে ১২৭০০৫ টি , রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৮২৫০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ৫২৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ১৩০০০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৩০০০ টি মোট ৭০,০০০ টি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) চারণভূমি ডুবে যাওয়ার কারণে ও বন্যা পরবর্তী সময়ে কাচা ঘাস খাওয়ার ফলে গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫% মারা যেতে পারে।	-কৃষি কাজের অসুবিধা হবে। -চিকিৎসার সমস্যা হবে। -পুষ্টির অভাব দেখা দিবে। -পরিবেশ দুষিত হয়ে পড়বে।	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
মোহনপুর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নে অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৫৫০ একর জমির ধান, প্রায় ২০০ একর জমির মরিচ, ৪০০ একর জমির কপি নষ্ট হয়ে এরাকার ৪০০টি পরিবারের চরম খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	-খাদ্যাভাব দেখা দিবে -অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে -বীজ সংকট দেখা দিবে -পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে -মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে -অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।	বেশী	২ থেকে ৩ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
পোকার আক্রমন ও ভাইরাস জনিত কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৫০০০ বিঘা জমির ১৮ হাজার মন ধান, ১৫০০ বিঘা জমির ২৫ হাজার মন আলু প্রায় ৮০০ বিঘা জমির প্রায় ২৪ হাজার মন বেগুন প্রায় ১০০ বিঘা জমির প্রায় ২০০ মন করলা, ২০০০ টি চালার ৮০০ মন শিম, ৫০ হাজার আম গাছের ৪০ হাজার মন আম, ২০০০ লিচু গাছের ৪০ লক্ষ পিচ লিচু, ৭০০০ নারিকেল গাছের ৩ লক্ষ ৫ হাজার পিচ ডাব এবং নারিকেল এবং প্রায় ৬০ টি পান বরজের প্রায় ৮ হাজারপোয়া পান উৎপাদন হতে ব্যাহত হতে পারে।	-বীজ সংকট দেখা দিতে পারে। -খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে, -অসামাজিক আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে, -সম্পদের হানি ঘটতে পারে। -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। -আবাদি জমি পতিত থাকতে পারে।	বেশী	প্রতি-বছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার,কেশরহাট, মৌগাছি, রায়ঘাটি ও ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের সকল গবাদি পশুর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা , পাতলা পায়খানা, গুটি বসন্ত, ক্ষুড়ারোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে চরম আর্থিক দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে। -গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৬০০ একর জমির ধান , ধুরইর ইউনিয়নের ৭৫০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ১২০০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫৬০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ১৭০০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৮০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ২৫০০ একর মোট ১৫১৫০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক গাছের আমের মুকুল ও বিভিন্ন ফলের ক্ষতি হয়ে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। - খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। - মানুষ গৃহহীন হতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার পর প্রাপ্ত অগ্রাধিকারকরণ ১০টি ঝুঁকি পৃথকভাবে চারটি দলে ভূমিহীন, কৃষক, মহিলা ও প্রতিবন্ধি পৃথকভাবে ঝঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ করার কাজ শুরু করা হয় । প্রথমে সহায়ক ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও ধারণা প্রদান করেন । অতঃপর প্রত্যেকটি দলে পৃথকভাবে ১০টি ঝুঁকির স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কারণ সমুহ অংশগ্রহণকারীগণের মতামতের ভিত্তিতে ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করা হয় । পরবর্তীতে ঐ ১০টি ঝুঁকির কারণের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উপায় বিশ্লেষণ পূর্বক সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্রাউন পেপারে উপায়সমুহ লিপিবদ্ধ করা হয় । এভাবে চারটি দলের কাজ শেষ করা হয় । পরবর্তীতে চারটি দলের তথ্যসমুহ একত্রীকরণের মাধ্যমে ঝঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ইউনিয়নের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় । পরিশেষে ইউনিয়ন/পৌরসভার ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ একত্রিত করে মোহনপুর উপজেলার সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় ।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বাকশিমইল ইউনিয়নে পান বরজে ভাইরাস সংক্রমক হয়ে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও ভেজাল খৈল প্রয়োগের কারণে পান পচে ও পানের গাছ মরে প্রায় ৫০০ একর জমির প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার পোয়া(২০৪৮ টি পান=১ পোয়া) পান নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়ে প্রায় ৪০০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	-পান চাষে কৃষকদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব ।	-ভেজাল রাসায়নিক সার ও খৈল ব্যবহার, -কুয়াশা, -হঠাৎ শিলাবৃষ্টি - অতিবৃষ্টি - কৃষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ।	-একই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে পান চাষ । -সার ও খৈল বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালার অভাব	-পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ।	-মাটি পরীক্ষা করা, -পান বরজের ছাউনী যথাপোযুক্ত ভাবে দেওয়া ।	-সার ও খৈল বিপননে সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা । - ইউনিয়ন পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলায় আষাঢ়-ভাদ্র মাসে বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৯৯৫ একর জমির ৬৫১০০ মন ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ২৪০০ একর জমির ৭৫০০০ মন, জাহনাবাদ ইউনিয়নে ২৭০০ একর জমির ৮০,০০০ মন, মৌগাছি ইউনিয়নে ১২০০ একর জমির ১৭০০০ মন, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৬০০ একর জমির ৩৮৫০০ মন ও কেশরহাট পৌরসভার ৯,০০০ মন ধান, ১০২০ জমির পান, বিভিন্ন প্রকার বীজ ৯৫০ একর জমির পাট,৩৪৮০ একর জমির সবজী, ৫০ একর জমির কলা বাগান ও ২৬০ একর জমির পেঁপেঁ বাগান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-বাঁধ ভাঙ্গা, -অতিবৃষ্টি, -স্নুইস গেটের মুখ বন্ধ।	-পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা, -খাল ভরাট হওয়া -স্নুইস গেট রক্ষণাবেক্ষণের অভাব -বাঁধ রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি না থাকা,	-আন্তজার্তিক পানি চুক্তি নীতির বাস্তবায়নের অভাক্ষ, – সরকারের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া।	-স্নুইস গেটের মুখ খুলে দেওয়া -দূর্বল বাঁধ তাৎক্ষনিক ভাবে সংস্কার করা -প্রয়োজনে বাঁধ কেটে দেওয়া।	-খাল খনন ও পুন:খনন করার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করা। -কমিটি সক্রিয় করা এবং জবাব দিহীতা থাকা এবং নিয়মিত পরিদর্শণ করা।	-আন্তজার্তিক পানি চুক্তি নীতির সঠিক বাস্তবায়ন করা

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	তাৎক্ষনিক	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৩৫০ একর জমির ধান, ধুরইল ইউনিয়নে ৮২০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৫৩৩ একর, মৌগাছি ইউনিয়নে ৮৫০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২৪০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৫০০ একর মোট ১০৩৫১ একর জমির ধান এ ৪২৫ একর জমির পান, ৫২০ একর জমির ভূট্টা, ১৫৮০ একর জমির সবজী, ১৭০ একর জমির পেয়াজ রসুন, ১১০ একর জমির কচু ও ৩০০ একর জমির আলু নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-অনাবৃষ্টি,	-বৃক্ষ নিধন, -সঠিক উচ্চতায় ইট ভাটার চিমনী স্থাপন না করা -পানি মজুদের জন্য খাল খনন না করা।	-পরিকল্পিতভাবে গভীর নলকূপ স্থাপণ না করা, -সরকারীভাবে পরিদর্শণের অভাব, -বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন হওয়া, -ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখা।	------	-বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করা, -তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে ইটভাটা মালিকদের সঠিক উচ্চতায় চিমনী স্থাপন করা, -খাল খনন করে পানি মজুদ রাখা।	গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারী নীতির সঠিক বাস্তবায়ন করা,
চৈত্র-জ্যেষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ও বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ২২৫০০ লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।		-প্রয়োজনীয় বড় বড় গাছ না থাকা, -অতিরিক্ত বৃক্ষ নিধন, -দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়া।	-নিরাপদ পানি সরবরাহে সরকারী নীতির অভাব, -অপরিকল্পিতভাবে গভীর নলকূপ স্থাপন। -ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখা।		-বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করা, -তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে ইটভাটা মালিকদের সঠিক উচ্চতায় চিমনী স্থাপন করা -খাল খনন করে পানি মজুদ রাখা।	-গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারী নীতির সঠিক বাস্ত বায়ন করা, - আর্ন্তজাতিক পানি চুক্তির বাস্তবায়নে সরকারের কাজকে জোড়দার করা।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে মোহনপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫৯৮০ একর জমির পান, ৪৫২ একর জমির ভূট্টা, ১৬৯০ একর জমির পিয়াজ/রসুন, ১৮৩০ একর জমির শাক-সবজী, বিপুল সংখ্যক গাছের আম ও ৩৩০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে চরম খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-------	-পরিবেশ দুষণ, -ব্যাপক তাপ মাত্রা বৃদ্ধি।	-পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ভূ-পৃষ্টের পানি বাষ্পীয় আকারে উপরে উঠে জমাট বেঁধে শিলাবৃষ্টির সৃষ্টি করে।	-------	-ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ রোপন করা, -পরিবেশ দূষণ রোধ করা।	পৃথিবীর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারী ভাবে পরিবেশ দুষন কারীদের জন্য আইন তৈরি ও আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, -স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর নীতিমালা গ্রহণ।
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৩৪৫ টি পুকুরের মাছ, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৯৫ টি , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩৮৫ টি, রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ১৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ৩৫০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০০ টি মোট ২০৯৫ টি পুকুরের মাছ ও রেণু, পোনা ভেসে গিয়ে এলাকায় চরম মৎস্য সংকট ও মাছ চাষীদের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	-অতিবৃষ্টি, -পুকুরের পাড় ভাঙ্গা, -দূর্বল বাঁধভাঙ্গা	-নিচু স্থানে পুকুর বেশী, -জনগণের অসচেতনতা, -মাছ চাষীদের অসচেতনতা, -সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, -পুকুরের পাড় উঁচু না রাখা।	-মাছ চাষীদের পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা।	-পুকুরের পাড় বাঁধানো এবং পাড় উঁচু করা, -নেটের মাধ্যমে পুকুরের পাড় ঘেরাও করে রাখা,	-সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনগণকে সচেতন করা, -মাছ স্থানান্তর করা, -পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানো। যেমন-তাল,খেজুর, নারিকেল,সুপারি এবং দূর্ব্বা ঘাস।	-মাছ চাষীদের পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	তাৎক্ষনিক	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৯০০ একর জমির আলু , ধুরইর ইউনিয়নের ৫৮০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ৯৫০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ৪৫০একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ১০০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ৪০০ একর জমির আলু নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক আমের মুকুল, ২৭৫০ একর জমির রবিশষ্য ২০০০ একর জমির পন বরচ ও পিয়াজ-রসুনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	-হঠাৎ শৈত্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া, -কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার না করা।	-জনসচেতনতার অভাব।	-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে বরফ গলে যাওয়া।	-কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার না করা, -ছোট চারা গাছ পলিথিন দিয়ে ছাউনী দেয়া।	-জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, -কুয়াশা প্রতিরোধক সামগ্রী মজুদ রাখা।	-তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ২৪ কিমি. কাচা রাস্তা, ধুরইল ইউনিয়নে ৩৫ কিমি. , জাহানাবাদ ইউনিয়নে ৩০ কিমি. রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭ কিমি. মৌগাছি ইউনিয়নে ০৫কিমি. ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ২১ কিমি. ও কেশরহাট পৌরসভায় ২০ কিমি. মোট ১৬২ কিমি. রাস্তা নষ্ট হয়ে মানুষের চলাচল ব্যাহত হতে পারে।	-অতিবৃষ্টি, -হঠাৎ বাঁধ ভাঙ্গা	-রাস্তা নিচু হয়ে যাওয়া।	-স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। -রাস্তা নির্মানে সরকারের দির্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব।	- ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা স্থাপন।	-নিচু রাস্তা সংস্কার করা।	- রাস্তা নির্মানে সরকারের দির্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
মোহনপুর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নে অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৫৫০ একর জমির ধান, প্রায় ২০০ একর জমির মরিচ, ৪০০ একর জমির কপি নষ্ট হয়ে এরাকার ৪০০টি পরিবারের চরম খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	-নিচু এলাকায় ফসল বপন করা।	-বৃক্ষ নিধন - কল কারখানার দূষিত ধোয়া	জলবায়ু পরিবর্তন	- অপেক্ষকৃত উচু স্থানে ফসল বপন করা।	- বৃক্ষ রোপন ও কলকারখানার দূষিত ধোয়া নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা - পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা করা	- পানি নিস্কাসনের জন্য সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন - আবহাওয়া বার্তা জনগণকে সঠিক সময়ে জানানো।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৬০০ একর জমির ধান , ধুরইর ইউনিয়নের ৭৫০ একর, জাহানাবাদ ইউনিয়নের ১২০০ একর, রায়ঘাটি ইউনিয়নের ৫৬০০ একর, মৌগাছি ইউনিয়নের ১৭০০ একর, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের ২৮০০ একর ও কেশরহাট পৌরসভার ২৫০০ একর মোট ১৫১৫০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক গাছের আমের মুকুল ও বিভিন্ন ফলের ক্ষতি হয়ে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি	-কিছুদিন যাবৎ প্রচন্ড খরা থাকা, -দীর্ঘ দিন বৃষ্টি না হওয়া।	- বৃক্ষ রোপণ না করা।	-আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রদত্ত বিপদ সংকেত সম্পর্কে সচেতন থাকা।	-জনগণকে সচেতন করা, - বৃক্ষরোপণ করা।	বৃক্ষ রোপনের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।
আকস্মিক বন্যার কারণে মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ৭৫০০ টি গবাদি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) , ধুরইল ইউনিয়নে ১২৭০০৫ টি , রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৮২৫০ টি, মৌগাছি ইউনিয়নে ৫২৫০ টি, ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নে ১৩০০০ টি ও কেশরহাট পৌরসভায় ২৩০০০ টি মোট ৭০,০০০ টি পশুপাখি (হাঁস, মুরগী, গরু,ছাগল ওভেড়া) চারণভূমি ডুবে যাওয়ার কারণে ও বন্যা পরবর্তী সময়ে কাচা ঘাস খাওয়ার ফলে গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫% মারা যেতে পারে।	-ভাইরাসে আক্রান্ত -দূষিত পানি ও খাবার	-বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর মাঠের ঘাস খাওয়ানো -সচেতনতার অভাব।	-পশু চিকিৎসকের অভাব ও ঔষধ সরবরাহ না থাকা। -ঔষধের সুষ্ঠ বন্টন না থাকা	-দ্রুত চিকিৎসা করা -	-বন্যা পরবর্তী সময়ে বিশুদ্ধ খাবারের ব্যবস্থা করা। -ঔষধ মৌজুদ রাখা	-পলীপশু চিকিৎস্যকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। - গবাদিপশু-পাখির ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ঝুঁকি	কারণ			উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
পোকার আক্রমন ও ভাইরাস জনিত কারণে মোহনপুর উপজেলার রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৫০০০ বিঘা জমির ১৮ হাজার মন ধান, ১৫০০ বিঘা জমির ২৫ হাজার মন আলু প্রায় ৮০০ বিঘা জমির প্রায় ২৪ হাজার মন বেগুন প্রায় ১০০ বিঘা জমির প্রায় ২০০ মন করলা, ২০০০ টি চালার ৮০০ মন শিম, ৫০ হাজার আম গাছের ৪০ হাজার মন আম, ২০০০ লিচু গাছের ৪০ লক্ষ পিচ লিচু, ৭০০০ নারিকেল গাছের ৩ লক্ষ ৫ হাজার পিচ ডাব এবং নারিকেল এবং প্রায় ৬০ টি পান বরজের প্রায় ৮ হাজারপোয়া পান উৎপাদন হতে ব্যাহত হতে পারে।	-বাড়ির আশেপাশে পানি ও আগাছা থাকা -ডোবা, ড্রেন অপরিস্কার ও সঠিক পরিচর্যার অভাব	-পরিবেশ দূষিত হওয়া,প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া -ফসল চাষের পূর্বে জীবানুমুক্ত ও ভাইরাস মুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা -কীটনাশক ব্যবহারে সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব	-সরকারী উদ্যোগে পোকা দমনের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিকর্মকর্তার সংখ্যা কম থাকা	-সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যা	-দূষনমুক্ত পরিবেশ তৈরি -প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমন -ফসল চাষের পূর্বে জমিকে জীবানু মুক্ত করা -পোকা দমন ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা -কীট পতঙ্গ দমনের জন্য কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি	-সরকারী উদ্যোগে পোকা দমনের নীতিমালার সঠিক বাস্ত বায়ন করা -প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিকর্মকর্তা নিয়োগ করা
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে মোহনপুর উপজেলার,কেশরহাট, মৌগাছি, রায়ঘাটি ও ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের সকল গবাদি পশুর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা , পাতলা পায়খানা, গুটি বসন্ত, ক্ষুড়ারোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে চরম আর্থিক দেখা দিতে পারে।	-ভাইরাসে আক্রন্ত -দূষিত পানি ও খাবার	-বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর মাঠের ঘাস খাওয়ানো -সচেতনতার অভাব।	-পশু চিকিৎসকের অভাব ও ঔষধ সরবরাহ না থাকা। -ঔষধের সুষ্ঠু বন্টন না থাকা	-দ্রুত চিকিৎসা করা -	-বন্যা পরবর্তী সময়ে বিশুদ্ধ খাবারের ব্যবস্থা করা। -ঔষধ মৌজুদ রাখা	-পল্লীপশু চিকিৎস্যকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। - গবাদিপশু-পাখির ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ঝুঁকি বিশেষণ ও মূল্যায়নঃ সহায়ক আপদ সংশিষ্ট সকল ঝুঁকিসমূহ অংশগ্রহণকারীদের নিকট উপস্থাপন করেন। প্রতিটি ঝুঁকির জন্য সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি কি হতে পারে তাহা অংশগ্রণকারীগণ বিশেষণ করেন। এরপর সহায়ক ঘটার সম্ভাব্যতা ও ফলাফল ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর অংশগ্রহণকরীগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। যে সমস্ত ঝুঁকি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনযোগ্য সে সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য ও যে সমস্ত স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনযোগ্য নয় তা অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
বাকশিমইল ইউনিয়নে পান বরজে ভাইরাস সংক্রমক হয়ে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও ভেজাল খৈল প্রয়োগের কারণে পান পচে ও পানের গাছ মরে প্রায় ৫০০ একর জমির প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার পোয়া(২০৪৮ টি পান=১ পোয়া) পান নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়ে প্রায় ৪০০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -জীবন যাপন বিপর্যয় হয়েপড়ে, -ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে, -আবাদ করার ব্যবস্থা থাকবে না, -চিকিৎসার অভাব দেখা দেয়,পানের উৎপাদন কম হবে	বেশী	সারা বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে আষাঢ় ,শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ২১ টি গ্রামের প্রায় ১৯৯৫ একর জমির ৬৫ হাজার ১০০ মন ইরি ,বোরে ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রায় ৪০০ একর জমির প্রায় ২৫ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-অর্থকরী ফসল ও গবাদী পশুর ক্ষতি হবে। -খাদ্য সংকট দেখা দিবে। -সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হবে। - মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে, -পড়ালেখা ব্যাহত হবে, -পুষ্টির অভাব দেখা দেবে, -বীজ সংকট দেখা দিবে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
খরার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে পানির স্তর নিচে নেমে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সেচের অভাবে প্রায় ১৩৫০ একর জমির ৫২৭৫০ মন ইরি ,বোরে ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া খরার কারণে প্রায় ২২৫ একর জমির ৯০ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-নিরাপদ পানির সংকট হবে। -সেচ সংকট হবে। -ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে, -মাছের সংকট হবে। -পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -ফসলের উৎপাদন কম হবে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১৭০০০ হাজার লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-নিরাপদ পানির সংকট হবে। -সেচ সংকট হবে। -ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে, -মাছের সংকট হবে। -পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -ফসলের উৎপাদন কম হবে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৪০ বিঘা জমির ১৪০০ মন গম, ১৩৮ বিঘা জমির ১৯২৫ মন ভূট্টা , ১৪০০ বিঘা জমির ৪২০৫০ মন পেঁয়াজ ,রসুন ৫০ বিঘা জমির ২৫০০ মন বেগুন, ১০০ বিঘা জমির ১০০০ মন শাক সবজি এবং ৪১৪০ টি আম গাছের ৪১০০০ হাজার মন আম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া শিলাবৃষ্টির কারণে ৩০০ একর জমির প্রায় ১লক্ষ ৮ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -জীবন যাপন বিপর্যয় হয়ে পড়বে, -মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে। -পানের উৎপাদন কম হবে, -স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -জিনিসের দাম বেড়ে যাবে।	বেশী	২-৩ বছর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নের সাবেক ১ নং ওর্য়াডে আষাঢ় মাসের শুরু হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত প্রায় ১১০ টি পুকুরের (আয়তন ২২০ বিঘা) ১১০০ মন মাছ,সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ১২০ টি পুকুরের(আয়তন ৩৬০ বিঘা) ৯৬০০ মন মাছ এবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডের প্রায় ১১৫ টি পুকুরের (আয়তন ৩৪৫ বিঘা) প্রায় ৬৯০০ মন মাছ সহ মোট ৩৪৫ টি পুকুরের (আয়তন ৯০৫ বিঘা) ১৭৬০০ মন মাছ ভেসে যেতে পারে এবং ২২০ কেজি রেনু ১৩৫০ মন পোনা মাছ ভেসে যেতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -মাছ উৎপাদন কম হবে, -মাছ চাষীরা ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়বে, -পুষ্টির অভাব দেখা দেবে, -জীবনযাপন বাধা গ্রস্ত হয়ে পড়বে।	মাঝারী	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রতি বৎসর আষাঢ়,শ্রাবণ,ভাদ্র মাসে সাবেক ১ নং ওর্য়াডের সইপাড়া হতে গাঙ্গোপাড়া সিন্দুরী হয়ে কাজী ভাতুড়িয়া পর্যন্ত ৩ কি:মি: কাঁচা রাস্ত াসাবেক ২নং ওর্য়াডের বাকশিমইল থেকে ভাতুড়িয়া অভিমুখে ২কি:মি:, বিদ্যাধরপুর হতে পত্রপুরমাদ্রাসাপর্যন্ত ২কি:মি: বিদ্যাধরপুর হতে বিদ্যাধরপুর মৌজা পর্যন্ত১ কি:মি:এবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডের পাথালিয়া থেকে ধোপাঘাটা পর্যন্ত৫ কি:মি: ,খাড়ইল হতে পরিজন পাড়া হয়ে করিশা পর্যন্ত৫কি:মি:,গোফ্ফার বাজার থেকে মোলাপাড়া হয়ে মন্ডল পাড়া পর্যন্ত৩ কি:মি: এবং পরিজান পাড়া হতে ভেটু পাড়া পর্যন্ত প্রায় ৩ কি:মি: মোট প্রায় ২৪ কি:মি: রাস্তা ক্ষতি হতে পারে।	-মানুষের চলাচলে সমস্যা হবে। -যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে, -পনণ পরিবহনে অসুবিধা হবে, -শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে।	মাঝারি	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাকশিমইল ইউনিয়নের ৯০০ একর জমির ৫৪০০০ মন আলু , ২০০ বিঘা জমির প্রায় ১২০০ মন পেঁয়াজ,রসুন এবং ৫৪০০ টি আম গাছের ৫৪০০০ হাজার মন আম নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এছাড়া কুয়াশার কারণে প্রায় ৫০০ একর জমির প্রায় ১ লক্ষ ৫১ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।	-অর্থসংকট দেখা দেবে । -বীজ সংকট হবে । -ফসলের উৎপাদন কম হবে । -পুষ্টির অভাব হবে । -শাকসবজির উৎপাদন কমে যাবে ।	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বাকশিমইল ইউনিয়নের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিণ মাস পর্যন্ত বন্যার কারণে সাবেক ১ নং ওর্য়াডে প্রায় ১০০০ টি , সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ১০০০ টিএবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে ৫৫০০ টি গবাদি পশু পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মোট ৭৫০০টি গবাদি পশুপাখি মারা যেতে পারে এছাড়া মোট ৪৬০০০ গবাদি পশুপাখির খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে ।	-কৃষি কাজের অসুবিধা হবে । -চিকিৎসার সমস্যা হবে । -পুষ্টির অভাব দেখা দিবে । -পরিবেশ দুষিত হয়ে পড়বে ।	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে সাবেক ১নং ওর্য়াডে ৩০০ টি কাঁচা ঘর, সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ৪০০ টি এবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে ৯০০ টি কাঁচা ঘর সহ মোট প্রায় ১৬০০ টি কাঁচা ঘর ভেঙ্গেপ্রায় ১০০০ টি খানা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।	-বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে, -বসবাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে, -আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে,	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে প্রায় ১২৯৫ বিঘার ৩২৫ মন ধান বীজ , খরার কারণে ১৬০ বিঘার ৭০০ মন ধান বীজ , কুয়াশার কারণে ২৯৫ বিঘা জমির ১৪৭৫মন ধান বীজ নষ্ট হতে পারে ।	-খাদ্যভাব দেখা দিতে পারে, -বীজের সংকট দেখা দেবে, -অর্থের অভাব দেখা দিবে, -ফসলের উৎপাদন কম হবে, -ঋণগ্রস্থ হতে পারে	মাঝারি	প্রতি বছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বাকশিমইল ইউনিয়নের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিণ মাস পর্যন্ত বন্যার কারণে সাবেক ১ নং ওর্য়াডে ১০০০ টি , সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ১০০০ টিএবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে ৫৫০০ টি গবাদি পশু পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মোট ৭৫০০টি গবাদি পশুপাখি মারা যেতে পারে এছাড়া মোট ৪৬০০০ গবাদি পশুপাখির খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে ।	-গবাদী পশু মারা যাবে, -গবাদীপশুর স্বাস্থ্যহানী হবে, -আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, -পুষ্টির অভার দেখা দেবে	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বাকশিমইল ইউনিয়নে আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অতিবৃষ্টির কারণে নিচু এলাকার আবাদী জমির ২১৮ একর জমির নিচু এলাকার প্রায় ১৫০০০ হাজার	-আর্থিক সংকট দেখা দেব, -খাদ্য অভাব দেখা দেবে,	মাঝারি	প্রতি বছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

মন ধান পচে নষ্ট হতে পারে।	-ফসল উৎপাদন কম হবে				

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৪০ বিঘা জমির ১৪০০ মন গম, ১৩৮ বিঘা জমির ১৯২৫ মন ভূট্টা , ১৪০০ বিঘা জমির ৪২০৫০ মন পেঁয়াজ ,রসুন ৫০ বিঘা জমির ২৫০০ মন বেগুন,প্রায় ১০০ বিঘা জমির ১০০০ মন শাক সবজি এবং প্রায় ৪১৪০ টি আম গাছের ৪১০০০ হাজার মন আম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় ৩০০ একর জমির প্রায় ১লক্ষ ৮ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেব, -খাদ্য অভাব দেখা দেবে, -ফসল উৎপাদন কম হবে, -ঋণগ্রস্থ হবে	বেশি	২-৩বছর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাকশিমইল ইউনিয়নে ১৪০ বিঘা জমির ১৪০০ মন গম, ১৩৮ বিঘা জমির প্রায় ১৯২৫ মন ভূট্টা , ১৪০০ বিঘা জমির ৪২০৫০ মন পেঁয়াজ ,রসুন ৫০ বিঘা জমির ২৫০০ মন বেগুন, ১০০ বিঘা জমির ১০০০ মন শাক সবজি এবং প্রায় ৪১৪০ টি আম গাছের প্রায় ৪১০০০ হাজার মন আম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় ৩০০ একর জমির প্রায় ১লক্ষ ৮ হাজার পোয়া পান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দেব, -খাদ্য অভাব দেখা দেবে, -ফসল উৎপাদন কম হবে, -ঋণগ্রস্থ হবে	বেশি	২-৩বছর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি কাঁচা ঘর এবং প্রায় ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-আর্থিকসংকট দেখা দেবে, -ঘরবাড়ী তৈরি উপকরনের দাম বেড়ে যাবে, -শিক্ষা ব্যাহত হবে	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য

ঝুঁকি	সম্ভাব্য প্রভাব/পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে বৈশাখ ,জ্যৈষ্ঠও আশ্বিন মাসে প্রায় ৬৩০০ শত চারা ও ছোট বড় গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।	-চারা গাছের দাম বৃদ্ধি পাবে,	কম	প্রতি বছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
খরার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সাবেক ১নং ওর্য়াডে প্রায় ৩০ টি পুকুরের ২৫০ মন মাছ, সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ২০ টি পুকুরের ২০০ মন, সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে ১০০ টি পুকুরের ২০০০ মন মাছ সহ মোট প্রায় ১৫৫ টি পুকুরের ২৪৫০ মন মাছ উৎপাদন হতে ব্যাহত হতে পারে ।	-মাছের সংকট দেখা দেবে, -দাম বেড়ে যাবে, -মাছ চাষীদের আর্থিক সংকট দেখা দেবে, -পুষ্টির অভাব দেখা দেবে	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে বাকশিমইল ইউনিয়নে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে সাবেক ১নং ওর্য়াডে সইপাড়া একদিল তলা হাটের পাশে ১টি ব্রিজ, ধোপাঘাটায় ১টি, করিশা ১টি,শুটকা বিলের কাছে ১টি, জোড়াপাড়ায় ১টি, এছাড়া সাবেক ১ নং ওর্য়াডে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ২টি,সাবেক ৩নং ওর্য়াডে প্রায় ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।	-যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হবে, -শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে	কম	প্রতি বছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
বাকশিমইল ইউনিয়নে কুয়াশার কারণে ফাল্গুন মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত প্রায় ২৮০০০ হাজার গবাদি পশাপাখি সর্দি, কাশি,পাতলা পায়খানা ,মাথায় পানি জমা ও জ্বরের কারনে মারা যেতে পারে ।	-গবাদী পশু মারা যাবে, -গবাদীপশুর স্বাস্থ্যহানী হবে -আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, -পুষ্টির অভার দেখা দেবে	মাঝারি	প্রতিবছর ১বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনিতি	পরিনিতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহনযোগ্যতা
মোহনপুর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নে শ্রাবণ হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ২৯ টি গ্রামে বন্যার কারণে প্রায় ২৪০০ একর জমির ইরি, বোরে ধান, ২২০ একর জমির পানবরজ, ৫০ একর জমির কলাবাগান, ৬০ একর জমির পেঁপেঁ বাগান পাবিত হয়ে প্রায় ৩৪০০ পরিবারের প্রায় ১৬০০০ লোকের চরম খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে ।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে	বেশী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

আকস্মিক বন্যার কারণে ধুরইল ইউনিয়নের সাবেক ০১,০২ও ০৩ নং ওয়ার্ডের প্রায় ৩৯৫ টি পুকুর বন্যায় পাবিত হয়ে১০৫০ টি পরিবারের প্রায় ৪৯০০ জন লোকের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • মাছের চাষে ব্যায় বেড়ে যাবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে	বেশী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে ধুরইল ইউনিয়নে সাবেক ১নং ওর্য়াডে প্রায় ৪২০ টি কাঁচা ঘর, সাবেক ২ নং ওর্য়াডে প্রায় ৩৮২ টি এবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে প্রায় ৪৫৯ টি কাঁচা ঘর সহ মোট প্রায় ১২৬১ টি কাঁচা ঘর ভেঙ্গে যেতে পারে।	• চলাচলে অসুবিধা হবে • ঘরবাড়ী বসবাসের অনুপযোগী হবে • শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে	বেশী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে ধুরইল ইউনিয়নে আষাঢ় হতে ভাদ্র মাসে প্রায় ৩৫ কি: মি: কাঁচা রাস্তা, ১৩টি ব্রীজ/কালভার্ট ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার ফলে মানুষের চলাফেরা ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে।	• চলাচলে সমস্যা দেখা দিবে • শিক্ষা ব্যহত হবে • মালামাল পরিবহনে সমস্যা দেখা দিবে	বেশী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারনে ধুরইল ইউনিয়নের নিরাপদ পানির অভাবে প্রায় ৫০০টি পরিবারের ২৫০০ জন লোকের বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ যেমন -ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, জন্ডিস ইত্যাদিতে আক্রন্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।	• নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিবে • পানিবাহিত রোগ দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা • মানুষের চিকিৎসা জর্নিত কারনে ঋণগ্রস্থ হবে	বেশী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনিতি	পরিনিতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহনযোগ্যতা
ধুরইল ইউনিয়নের বন্যার কারণে ২৬০০টি গরু, ৪১০০টি ছাগল, ৬০০০ টি হাঁসমুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ১৬০০টি পরিবারের প্রায় ৮০০০ লোকের আয়ের উৎস নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	• গবাদি পশুর খাদ্যাভাব দেখা দিবে • গবাদি পশুর রোগ দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা • পুষ্টির সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে	বেশী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে প্রচন্ড খরার কারণে ৮২০ একর জমির ধান, ৭০ একর পান বরজ, ১৭০ একর জমির পিয়াজ ও রসুন, ২১০ একর জমির কচু ও ৫০ একর জমির বিভিন্ন শাক সবজি নষ্ট হয়ে ১৪০০ পরিবারের ৭০০০ লোকের চরম খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।	বেশী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ১৪০ টি পুকুরে পানি কমে যাওয়ার কারণে ৩০টি পুকুরে পানি শুন্য হওয়ার কারণে প্রায় ১৭০০ মণ মাছ উৎপাদন হতে ব্যাহত হয়ে প্রায় ৪০০ টি পরিবার ব্যাপক আর্থিক সমস্যার কারণে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হতে পারে।	• মাছ চাষ ব্যহত হবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • পুষ্টি অভাব দেখা দিবে	কম	২ থেকে ৫ বছরে একবার	মাঝারীঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে প্রচন্ড খরায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে নিরাপদ পানির অভাবে প্রায় ১৩৫০ টি পরিবারের ৬৭০০ লোকের পানি বাহিত রোগের কারণে চরম স্বাস্থ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।	• নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিবে • স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটবে	মাঝারী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে কালবৈশখী ঝড়ের কারণে ৭৫০ একর জমির ধান, ২৪০ একর জমির পান বরজ , ৮০ একর জমির পিয়াজ, ৬০ একর জমির আম বাগান, ৫০ একর জমির পেঁপেঁ বাগান ও ১২০ একর জমির কলা বাগান নষ্ট হয়ে ১৫০০ পরিবারের প্রায় ৮০০০ লোকের চরম খাদ্য সংকট ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে	মাঝারী	বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

	• মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে ।				

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনিতি	পরিনিতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহনযোগ্যতা
ধুরইল ইউনিয়নে কালবৈশখী ঝড়ের কারণে ৪০০টি ঘর-বাড়ী, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১০% গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রায় ৪৫০টি পরিবারের ১২০০ জন লোকের জীবনযাত্রা ব্যহত হতে পারে ।	• বাসস্থান সংকট দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • শিক্ষা ব্যহত হবে • পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে ।	বেশী	বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে প্রচন্ড কুয়াশার কারণে ৬০০ একর জমির পান বরজ, ৫৮০ একর জমির আলু, ২০০ একর জমির ধানবীজ, ৪০ একর জমির পিয়াজ নষ্ট হয়ে ও ৪৬০০টি আম গাছের আমের মুকুল নষ্ট হয়ে ১৫০০ টি পরিবারের প্রায় ৯০০০ লোকের চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে ।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে ।	বেশী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে প্রচন্ড কুয়াশার কারণে ৬৫০টি গরু, ১৪০০টি ছাগল, ১৮০০টি মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে,ফলে ১০০০ পরিবারের ৫০০০ লোক চরম আর্থিক সংকটের কারণে জীবন যাত্রা ব্যহত হতে পারে ।	• অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • গবাদি পশুর সংখ্যা কমে যাবে	কম	বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুরইল ইউনিয়নে প্রচন্ড শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় ১৫০০ একর জমির ধান, প্রায় ৬২০ একর জমির পান বরজ, ৪০০ একর জমির পিয়াজ ও ২২০ একর জমির আম বাগান নষ্ট হয়ে এরাকায় চরম খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে ।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে	মাঝারী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

	• মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।				
ধুরইল ইউনিয়নে অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৫৫০ একর জমির ধান, প্রায় ২০০ একর জমির মরিচ, ৪০০ একর জমির কপি নষ্ট হয়ে এরাকার ৪০০টি পরিবারের চরম খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	• খাদ্যাভাব দেখা দিবে • অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিবে • বীজ সংকট দেখা দিবে • পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে • মানুষ ঋণগ্রস্থ হবে • অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।	বেশী	২ থেকে ৫ বছরে একবার	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযো-গ্যতা
মোহনপুর উপজেলার ৬ নং ইউনিয়ন জাহানাবাদে শ্রাবন ভাদ্র মাসে আকষ্মিক বন্যার কারণে প্রায় ২৭০০ একর জমির ৮০ মেট্রিক টন ধান প্রায় ২০ একর জমির বীজতলা প্রায় ৩০০ একর জমির ১০ মেট্রিক টন পাট ২৫০ একর জমির পান বরজ ৩৩০ একর জমির সবজী যেমন মরিচ, পেঁপে, কড়লা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, পুঁই শাক, লাল শাক ইত্যাদি নষ্ট হয়ে প্রায় ৩৫০০ পরিবারের প্রায় ১০৫০০ জন লোক মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-আর্থিক সংকট দিতে পারে। -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। -পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। -মানুষ রোগাক্রান্ত হতে পারে। -সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত খরার কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ১৯০০ একর জমির ১১০ মেট্রিক টন বোর ধান প্রায় ৩০০ একর জমির ২৫ মেট্রিক টন আলু ২০০ একর জমির পান বরজ ২৫০ একর জমির সবজী সহ অন্যান্য ফসল যেমন পটল, ডাটা, করলা, কঁচু, তিল, কাচা হলুদ ইত্যাদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক সংকট দিতে পারে। -খাদ্যাভাব দিতে পারে। -সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা -ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা -এছাড়া মরুকরণ হওয়ার সম্ভাবনা	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
সাধারনত পৌষ মাঘ মাসে কুয়াশা দেখা দেয় এবং ৭-১০ দিন পর্যন্ত কুয়াশা স্থায়ী হয়। কখনও কখনও বছরে একাধিকবার কুয়াশা পরিলক্ষিত হয়। কুয়াশায় ২০ একর জমির বীজতলা ৯৫০ একর জমির ১০০ মেট্রিক টন আলু ৬০০ একর জমির পান বরজ ১০০০ গাছের আমের মুকুল প্রায় ৪৯০ একর জমির সবজী যেমন পিয়াজ, রসুন, সরিষা, তিল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে প্রায় ৮০০ পরিবারের ব্যাপক ক্ষতির	-আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও খাদ্যাভাব দিতে পারে। - আমের সংকট এবং মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

সম্ভাবনা রয়েছে।					

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
সাধারনত বৈশাখ মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে কালবৈশাখী ঝড় এলাকায় দেখা যায়। কালবৈশাখী ঝড় এই ইউনিয়নের ১২০০ একর জমির ৪৫ মেট্রিক বোর ধান প্রায় ১০০০ গাছের আম প্রায় ৪০০ একর জমির পান বরজ ইত্যাদি ফসল ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। - খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। - মানুষ গৃহহীন হতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ফাল্গুন মাস হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত যেকোন সময় শিলাবৃষ্টি দেখা দেয়। শিলাবৃষ্টি কৃষি খাতকে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ করে যেমন ৮০০ একর জমির ৪০ মেট্রিক টন বোর ধান ১০০০ একর জমির পান বরজ ১২০০ জমির ৯০ মেট্রিক টন আলু ৪০০ একর জমির বিভিন্ন ফসল যেমন পিয়াজ, রসুন, মশুর ডাল ইত্যাদি ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -খাদ্যাভাব দেখা দিবে। -সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা -ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা	বেশী	২-৩ বছর পর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আকস্মিক বন্যার কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে আনুমানিক ৩৮৫টি পুকুর ভেসে গিয়ে প্রায় ৫/৬ মেট্রিক টন মাছ পুকুর হতে বের হয়ে যায় এবং এর ফলে প্রায় ৭৫০টি পরিবার মারাত্বক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	-ঋণগ্রস্থ হতে পারে -আর্থিক সংকট হতে পারে। -আমিষের ঘাটতি হতে পারে। -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
খরা মৌসুমে এলাকার আনুমানিক ৩০০টি পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের মালিকরা ঐ সময় মৎস্য চাষ করতে না পেরে ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-মানুষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	কম	প্রতিবছর	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৩০ কি: মি: রাস্তা ডুবে গিয়ে এবং ইউনিয়নের অধিকাংশ রাস্তা কাচা হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে রাস্তা প্রচুর কাদা হওয়ায় এলাকাবাসী সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এছাড়া ১৫০০ বসতবাড়ী ভেঙ্গে ৪০০০ জন লোকের গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ৭/৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে সাময়িক ভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। ১০/১২টি মসজিদ, ০২টি মন্দির, ৫/৬টি ব্রীজ/কালভার্ট ভেঙ্গে গিয়ে এলাকাবাসী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।	-যোগাযোগ ব্যাহত হবে, -সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে, -মানুষ গৃহহীন হতে পারে। -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে।	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণযোগ্যতা
চৈত্রের শেষ হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত জাহানাবাদ ইউনিয়নে কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ৬৫০টি বসতবাড়ী ভেঙ্গে প্রায় ৯৫০টি পরিবার গৃহহীন হওয়ার হতে পারে। এছাড়া প্রায় ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গিয়ে সাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া প্রায় ০৭টি কাঁচা মসজিদ ভেঙ্গে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	-সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। -মানুষ গৃহহীন হতে পারে। -আর্থিক সংকটে পড়তে পারে।	বেশী	প্রতি-বছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জৈষ্ঠ্য হতে আষাঢ় মাসের মধ্যে শিলাবৃষ্টির কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৪৫ টি বাড়ীঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	- মানুষ গৃহহীন হতে পারে। -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	কম	২-৩ বছর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার সময় অধিকাংশ গবাদি পশুর চারণভুমি ডুবে যাওয়ায় এসময় প্রায় ২০০০ গবাদিপশুর চরম খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। বন্যা চলে যাওয়ার পর ডুবা খাস পাতা খেয়ে বিশেষ করে ছাগলের বিভিন্ন রোগ হয়ে প্রায় ১০০০ ছাগল মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-খাদ্য সংকট হতে পারে। -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
পৌষ-মাঘ মাসে যখন শৈত্য প্রবাহ দেখা দেয় তখন প্রচন্ড ঠান্ডার কারনে গবাদিপশুর নানাবিধ রোগাক্রান্ত যেমন ঠান্ডা ঝড়, আমাশয়, গোলাফুলা, খুরা রোগ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২০০ গবাদিপশু এবংপ্রায় ৩০০০ হাঁস মুরগী মারা গিয়ে মারাত্বক আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে, -স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জাহানাবাদ ইউনিয়নে আকস্মিক বন্যার কারণে এলাকাবাসীর বিভিন্ন প্রকার পানি বাহিত রোগ দেখা যায়। যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, টায়ফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১০০০ জনের	-পরিবেশ দূষিত হবে। - মানুষের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে। - পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।				
খরার কারণে জাহানাবাদ ইউনিয়নে পানির সংকটের কবলে পড়ে এলাকাবাসী বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৮০০ জনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।	-নিরাপদ পানির অভাব রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আর্থিক ক্ষতি	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত আকস্মিক বন্যার কারণে কেশরহাট পৌরসভার ১৭টি গ্রামের প্রায় ২০০০ একর জমির প্রায় ৯০,০০০ মন আউস ধান, প্রায় ৫০একর জমির ৫০০ মণ পাট, প্রায় ২০ একর জমির ৩০০০ মণ আখ, প্রায় ২০০ একর জমির প্রায় ১৫০০০ মণ বিভিন্ন সবজি (যেমন পটল, কাকরোল,কচু, বেগুন, মূলা, ঢেরস, ঝিংগা করলা, শশা ইত্যাদি) নষ্ট হয়ে প্রায় ৪৪০০ টি পরিবারের প্রায় ২২০০০ লোকের চরম আর্থিক ও খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-খাদ্যের অভাব দেখা দিবে -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -বীজ সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -অর্থের অভাবে সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে কেশরহাট পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ২৫০০টি বসত বাড়ী ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ০৮টি মসজিদ, ০৬টি মক্তব, ০১টি হাট, ০৯টি প্রধান কাঁচা রাস্তা যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কি:মি: ০৫টি ব্রীজ, ২০টি কালভার্ট ক্ষতি গ্রস্ত হয়ে এলাকার লোক জনের বসবাস, চলাফেরা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। - যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যহত হবে। - শিক্ষা ব্যাহত হবে। -অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে কেশরহাট পৌরসভার প্রায় ২০০টি পুকুরের প্রায় ২৪০০ মণ মাছ, প্রায় ২০০ কেজি রেনু, ১০০০ মণ পোনা মাছ ভেসে গিয়ে প্রায় ৩০০ পরিবারের ১৫০০ জন লোকের চরম আর্থিক সংকট ও এলাকায় মৎস্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে। -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -অর্থের অভাবে সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে কেশরহাট পৌরসভার প্রায় ২৩০০০ গবাদি পশুপাখি	-গবাদিপশুর খাদ্য সংকট দেখা দিতে	বেশী	প্রতি বছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

বিভিন্ন রোগে যেমন পেটফোলা, গলাফোঁলা , পাতলা পায়খানা, সর্দ্দিকাশি ক্ষুড়ারোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৪৪০০ টি পরিবারের প্রায় ২২০০০ লোকের চরম আর্থিক দেখা দিতে পারে।	পারবে। - বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে গবাদি পশু মারা যেতে পারে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।			ঝুঁকি	

বিবরন	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
আকস্মিক বন্যার কারণে পানি বাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয় সর্দিকাশি, জ্বর, চর্মরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে কেশরহাট পৌরসভার প্রায় ৪৪০০ টি পরিবারের প্রায় ৯০০০ জন লোকের স্বাস্থ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।	-মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। -চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যেতে পারে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে। - পরিবেশ দুষিত হবে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে কেশরহাট পৌরসভার ১৭টি গ্রামের প্রায় ২৫০০ একর জমির প্রায় ৩৫,০০০ মন বোরো ধান, প্রায় ২২০ একর জমির প্রায় ২৫০০ মণ ভূট্টা, প্রায় ১৮০ একর জমির ৪৫০০০ মণ বিভিন্ন সবজি (যেমন পটল,বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি) নষ্ট হয়ে প্রায় ৪৪০০ টি পরিবারের প্রায় ২২০০০ লোকের চরম আর্থিক ও খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-খাদ্যের অভাব দেখা দিবে -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -বীজ সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -অর্থের অভাবে সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে কেশরহাট পৌরসভার ১৭টি গ্রামের প্রায় ২৭৫টি পুকুরের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছ চাষের ব্যপক ক্ষতি হয়ে প্রায় ৪০০ পরিবারের ২০০০ জন লোকের চরম আর্থিক সংকট ও এলাকায় মৎস্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে। -মাছের মূল্য বৃদ্ধিপাবে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে কেশরহাট পৌরসভার সকল গবাদি পশুর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে ব্যাপক খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা , পাতলা পায়খানা, গুটি বসন্ত, ক্ষুড়ারোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৪৪০০ টি পরিবারের প্রায় ২২০০০ লোকের চরম আর্থিক দেখা দিতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে। -গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচন্ড খরার কারণে কেশরহাট পৌরসভার সমস্ত এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে প্রায় ৩৪০০টি পরিবারের ১৭০০০ লোকের নিরাপদ পানির অভাবে বিভিন্ন রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয় সর্দিকাশি, জ্বর, চর্মরোগ, জন্ডিস, বসন্ত ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।	-মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। -চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যেতে পারে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
পৌষ ও মাঘ মাসে ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় ২০ বোরো ধানের বীজ তলা, প্রায় ৪০০ একর জমির প্রায় ৪০,০০০ মণ আলু, প্রায় ৫০ একর জমির ৮০০ মণ পিয়াজ, প্রায় ২০০০ আমগাছের মুকুল নষ্ট হয়ে চরম আর্থিক,খাদ্য ও ফলের সংকট দেখা দিতে পারে।	-খাদ্যের অভাব দেখা দিবে -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -বীজ সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -অর্থের অভাবে সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
পৌষ ও মাঘ মাসে ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় ২০ হাজার গবাদি পশু বিভিন্ন রোগে (যেমন; মাথাভারি, সর্দিকাশি, জ্বর, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -গবাদি পশু বিভিন্ন রোগে আক্রন্ত হয়ে মারা যেতে পারে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
পৌষ ও মাঘ মাসে ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় ৪৪০০টি পরিবারের প্রায় ৮০০০ জন সদস্য বিভিন্ন রোগে (যেমন; সর্দিকাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া, মাথাব্যাথা ইত্যাদি) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। -চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যেতে পারে। -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হবে।	মাঝারী	প্রতি বছর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বৈশাখ মাস কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ২৫০০ একর জমির প্রায় ৩০,০০০ মন বোরো ধান, প্রায় ২২০ একর জমির প্রায় ৪০০০ মন ভূট্টা, প্রায় ২০০০০ ফলগাছের ফল ঝড়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	-খাদ্যের অভাব দেখা দিবে -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -বীজ সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে।	বেশী	২-৩ বছর পরপর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ৮০০টি বসতবাড়ী, প্রায় ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,০১টি হাটের কিছু সংখ্যক দোকান ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। - শিক্ষা ব্যাহত হবে। -অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	মাঝারী	২-৩ বছর পরপর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় ২৫০০ একর জমির প্রায় ৪০০০০ হাজার মন বোরো ধান, প্রায় ২০০ একর জমির প্রায় ২৭০০ মন ভুট্টা, প্রায় ১৮০ একর জমির প্রায় ৪৭০০০ মন বিভিন্ন সব্জী (যেমন; পটল, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, মরিচ, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি) নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-খাদ্যের অভাব দেখা দিবে -আর্থিক সংকট দেখা দিবে। -বীজ সংকট দেখা দিবে। -অপুষ্টি জর্নিত স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে। -অর্থের অভাবে সন্তানদের লেখা পড়া সাময়িক বন্ধ হবে।	বেশী	২-৩ বছর পরপর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় ৬০০টি বসতবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। -অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	মাঝারী	২-৫ বছর পরপর	তীব্রঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহন যোগ্যতা
মোহনপুর উপজেলার ৪ নং ইউনিয়ন মৌগাছিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ১৭০০ একর জমির ১৫৩ মেট্রিক টন বোরো ধান ২৪৫ একর জমির পানবরজ ৩২৫ একর জমির ৩০ মেট্রিক টন আম ২০০ একর জমির সজবী (পেঁপেঁ, কলা, লাউ) ৫০ একর জমির ১৮ মেট্রিক টন ভুট্রা নষ্ট হয়ে ৩০০০ পরিবারের প্রায় ১২০০০ জন সদস্যের মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -খাদ্যাভাবদেখা দিতে পারে -ঋণগ্রস্থ হতে পারে -বেকারত্ব দেখা দিতে পারে -অসামাজিক বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
কুয়াশার কারণে মৌগাছি ইউনিয়নে প্রায় ৯৬ হাজার মন আলু, ২০০ একর জমির পান বরজ, ২০০ একর জমির আমের মুকুল, ৫০০ একর জমির রবিশস্য যেমন- গম, মসুর, সরিষা এবং অন্যান্য ফসল যেমন-পেঁয়াজ মরিচ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে ১০০০ পরিবারের প্রায় ৪০০০ জন সদস্যর দারুনভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ।	-বীজ সংকট দেখা দিতে পারে -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে -সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা থাকতে পাড়ে।	বেশী	প্রতিবছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত মৌগাছি ইউনিয়নে প্রায় ৮৫০ একর জমির ১৯০০ মন বোরো ধান, ১৩০ একর জমির পান বরজ, ৩০০ একর জমির অন্যান্য ফসল যেমন-বেগুন, পটল, কলা, ঢেঁড়স সহ বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি নষ্ট হয়ে প্রায় ৭০০ পরিবারের ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে -বনায়ন প্রকল্প ব্যাহত হতে পারে, -মরুকরণ হতে পারে, - নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিবে	মাঝারি	প্রতিবছর	মাঝারীঝুঁকি	অগ্রহন-যো
ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত শিলাবৃষ্টির কারণে মৌগাছি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০ একর জমির ৩৩০০ মন ধান, ১৬০ একর জমির পান বরজ, ১২০ একর জমির ১৯০০মন ভুট্টা, ২০০ একর জমির আম, ৩০০ একর জমির অন্যান্য ফসল যেমন-তরমুজ, বাঙ্গি, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে প্রায় ৫৫০ টি পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতির	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -খাদ্যাভাবদেখা দিতে পারে -পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে -ঋণ প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	২/৩ বছর পর পর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো

সম্মুখীন হতে পারে ।	-গাছের সংখ্যা কমে যেতে পারে				

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহন যোগ্যতা
মৌগাছি ইউনিয়নে ভাদ্র আশ্বিন মাসে আকস্মিক বন্যার কারণে প্রায় ১২০০ একর জমির ১৭০০ হাজার মন ধান, ৫৫০ একরজমির অন্যান্য ফসল যেমন-মরিচ, পটল, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া এবং ১৫০ একর জমির পান বরজ নষ্ট হয়ে প্রায় ১০০০ টি পরিবার চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে, -বীজের সমস্যা হতে পারে । - সম্পদ হারিয়ে মানুষ ভূমিহীন হতে পারে । -ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।	বেশী	প্রতি বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৩০০ একর জমির ৪৫০০ মন ধান, ৫০ একর জমির ৩০০ মন সবজি যেমন-পেঁপে, মরিচ, লাউ, পটল নষ্ট হয়ে প্রায় ৩০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে, -বীজের সমস্যা হতে পারে । - সম্পদ হারিয়ে মানুষ ভূমিহীন হতে পারে । -ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।	মাঝারি	প্রতি বছর	কমঝুঁকি	গ্রহন যোগ্য
ভাদ্র আশ্বিন মাসে আকস্মিক বন্যার কারণে মৌগাছি ইউনিয়নে প্রায় ১৫০ টি পুকুর ভেসে যেয়ে ২০০ মন মাছ ভেসে যেতে পারে এবং ১০০ মন পোনা মাছ ভেসে যেতে পারে ।	-ঋণগ্রস্থ হতে পারে -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে, -আমিষের ঘাটতি হতে পারে । -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।	বেশী	প্রতি বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
খরা মৌসুমে মৌগাছি ইউনিয়নে প্রায় ৩০০ টি পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের মালিকগণ ঐ সময় মৎস্য চাষ করতে না পেরে ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ।	-ঋণগ্রস্থ হতে পারে -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে,	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারীঝুঁকি	অগ্রহন-যো

	-আমিষের ঘাটতি হতে পারে । -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।				

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহন যোগ্যতা
বন্যার কারণে মৌগাছি ইউনিয়নে ৪/৫কি:মি: রাস্তা ডুবে গিয়ে তাছাড়া উক্ত ইউনিয়নে বেড়া বাড়ি থেকে টেমা ,বসন্তকেদার থেকে নওপাড়া, চুনিয়াপাড়া থেকে চাঁদপুর রাস্তাগুলো কাঁচা হওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে রস্তায় প্রচুর কাঁদা হয়ে এলাকাবাসীর সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।এছাড়া প্রায় ২৫০ টি বসত বাড়ি ভেঙ্গে প্রায় ২০০ টি পরিবার গ্রহহীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।৪/৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে সাময়িকভাবে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে ।প্রায় ৬/৭টি সমজিদ,৩/৪পি পুল কালভার্ট ভেঙ্গে এলাকাবাসীর চরম ক্ষতি হতে পারে ।	-যোগাযোগ ব্যাহত হবে, -সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে, -গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা -আর্থিক সংকটে পড়ার সম্ভাবনা, -পন্য পরিবহনে ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে ।	বেশী	প্রতি-বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
চৈত্রের শেষ হতে জৈষ্ঠ্যের শেষ পর্যন্ত যেকোন সময় কালবৈশাখী ঝড় এলাকায় হানা দেয় । ঝড়ে আনুমানিক ১২০০ টি বসতবাড়ী ভেঙ্গে ৯৫০টি পরিবার গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ১০/১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গিয়ে সাময়িক শিক্ষা বিরতি হতে পারে । ০৩/০৪টি কাঁচা মসজিদ ভেঙ্গে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ।	-সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে, -গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা -আর্থিক সংকটে পড়ার সম্ভাবনা হবে, -মানুষ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে ।	বেশী	প্রতি-বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
বন্যার সময় অধিকাংশ গবাদি পশুর চারণভুমি ডুবে যাওয়ায় এসময় গবাদিপশুর চরম খাদ্য সমস্যা দেখা দেয় । বন্যা চলে যাওয়ার পর ডুবা খাস পাতা খেয়ে বিশেষ করে ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন রোগ হয়ে যেমন-বসন্ত ,ডায়রিয়া,ক্ষুরা,তড়কা ,মুখে ঘা হয়ে প্রায় ১৫০টি ভেড়া প্রায় ১০০টি ভেড়া প্রায় ৫০০০ টি হাঁস মুরগী মারা গিয়ে ৩৫০টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে ।	-পশু সম্পদের অভাব দেখা দিবে, - পশু রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন আছে, -আর্থিক সংকট দেখা দিবে, - পশুর পাখির খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে ।	বেশী	প্রতি বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন-যো
খরার কারনে গবাদী পশুপাখির জ্বর, ক্ষুরা রোগ, আমাশয়,কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫০ টি ছাগল প্রায় ২০০০ টি হাঁসমুরগী মারা যেতে পারে ।	-আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, -স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে । -রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারীঝুঁকি	অগ্রহন-যো
মৌগাছি ইউনিয়নে আকষ্মিক বন্যার কারণে এলাকাবাসীর বিভিন্ন প্রকার পানি বাহিত রোগ দেখা যায়। যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, টায়ফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৮০০ জনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	পরিবেশদূষনের ফলে মানুষ রোগাক্রান্ত হতে পারে । - পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পার । -আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, -নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিতে পারে ।	বেশী	প্রতি বছর	চরমঝুঁকি	অগ্রহন -যে
খরার কারণে মৌগাছি ইউনিয়নে পানির সংকটের কবলে পড়ে এলাকাবাসী বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫০/৬০ জনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ।	-নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিবে । -মানুষ রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, - চর্ম রোগ দিতে পারে ।	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারীঝুঁকি	অগ্রহন-যো

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণ যোগ্যতা।
আকস্মিক বন্যার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ১৯ টি গ্রামের প্রায় ৫৫০০ বিঘা জমির ৬৪ হাজার মন আউশ ও আমন ধান ৩৩০০০ মন হাজার মন পেপেঁ, ৩৪০ বিঘা জমির ১৪৭০০ মন বেগুন, ৩২০ বিঘা জমির ৬৩০০ মন পটল ৩৫বিঘা জমির ৭০০মন মরিচ প ৭৫ বিঘার ২৫০০মন কচু ৫০ বিঘা জমির কলা বাগান ১২৫ বিঘা জমির ৪২৫মন পাট প্রায় ১১২ মন ধান বীজ ৫০ বিঘা জমির ৫০০০ মন শশা ডুবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	-খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দিতে পারে -মানষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে। -খাদ্যাভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। -চিকিৎসা সমস্যা দেখা দিতে পারে। -অসামাজিক আচার-আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

আকস্মিক বন্যার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে সাবেক ১নং ওর্য়াডে ৩০০ টি কাঁচা ঘর, সাবেক ২ নং ওর্য়াডে ২০০ টি এবং সাবেক ৩ নং ওর্য়াডে ৫০০ টি কাঁচা ঘর সহ মোট ১০০০ টি কাঁচা ঘর নষ্ট হয়ে প্রায় ৫০০০ লোক আশ্রয়হীন হতে পারে । এ ছাড়াও প্রতি বৎসর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে সাবেক ১ নং ওর্য়াডের সরমইল হতে বড়াইল পর্যন্ত প্রায় ১ কি:মি:,সরমইল থেকে রক্ষিতপাড়া পর্যন্ত ১.৫ কিমি ,ব্রিহাটরা থেকেচকআলম পর্যন্ত ১কি: মি:,উষায়ের হাটরা থেকে রফিকের বাড়ি হয়ে বিল পর্যন্ত ১.৫কিমি. কাঁচা রাস্তা, সাবেক ২নং ওর্য়াডের চুনা মসজিদ থেকে টাঙ্গন পশ্চিম পাড়া প্রায় ০৫ কি:মি:,বড়াইল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সরমইল পর্যন্তপ্রায় ১কি:মি:,লালইচ থেকে নারায়নপুর পর্যন্ত ১কি:মি:,হাটরা বড় আমবাগান থেকে মান্দা বিশ্বরোড সীমানা পর্যন্ত প্রায় ১কি:মি:,বিশ্বরোড থেকে লালইচ পর্যন্ত ৩ কি:মি:, সাবেক ৩ নং ওর্য়াডের টেংরা বিল থেকে খোলাগাছি পর্যন্ত প্রায় ৫কি:মি:,খোলাগাছি থেকে মুকিমপুর পর্যন্ত ২কি:মি:, মুকিমপুর থেকে মুলিকআলীপুর পর্যন্ত ২ কি:মি; দমদমা থেকে মুলিকআলীপুর পর্যন্ত প্রায় ১কি:মি:,সামাদের বাড়ি হয়ে খোলাগাছি স্কুল হয়ে আনসারের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১ কি:মি:,রতন ডাং থেকে বেলনা পর্যন্ত প্রায় ০.৫ কি:মি:,রতনডাং থেকে তিলাহারী পর্যন্ত প্রায় ২.৫ কি:মি:, মোট ২৭ কি:মি: কাঁচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে ।এ ছাড়াও টেংরা ঘাট থেকে দমদমার নিচ পর্যন্ত প্রায় ০.৫ কি:মি: বাঁধ ভেঙ্গে নষ্ট হতে পারে এবং রতনডাঙ্গায় ১ টি স্লুইস গেট,এছাড়া বড়াইলে ১টি,হাটরায় ১টি,লালইচ ১টি কালিতলায় ১ টি,নিমতলায় ১টি,মোট ৫টি ব্রিজ/কালর্ভাট ভেঙ্গে উক্ত ইউনিয়নে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে । -মানুষ গৃহহীন হতে পারে । -মানুষের চলাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে । -দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে । -সাময়িক শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে ।	বেশী	১/২ বছর পর পর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণ যোগ্যতা।
আকস্মিক বন্যার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৭০ টি পুকুরের (আয়তন প্রায় ৫৪০ বিঘা) ৪০৫০ মন মাছ, ২০০ মন পোনা,২০ টি পুকুরের ৪০ কেজি রেনু ভেসে যেতে পারে	-মাছের অভাবদেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দিতে পারে -মানষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে। -মাছের অভাবে আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। -অসামাজিক আচার-আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য
রায়ঘাটি ইউনিয়নের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিণ মাস পর্যন্ত বন্যার কারণে ক্ষুরা,তড়কা,বাদলা,পিপিআর,কলেরা বসন্ত রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫০০ টি গরু, ৫৫০০ টি ছাগল, ১৫০০০ হাঁস, ১৬০০০ মুরগী স্বাস্থ্যহানী হতে পারে এবং ৮২৫০ টি গবাদীপশুপাখি মারা যেতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। -জ্বালানী অভাব হতে পারে। -খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। -অসামাজিক আচরন বৃদ্ধি পেতে পারে। -ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে।	বেশী	২-৩ বছর পর পর	চরম	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক বন্যার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নের পানিবাহিত রোগ যেমন -ডায়রিয়া, আমাশয় টাইফয়েট, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রন্ত হয়ে প্রায় ৪০০০ জন লোকের স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।	-নিরাপদ পানির অভাবদেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে। -বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে -স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে	মাঝারি	প্রতিবছর	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য
রায়ঘাটি ইউনিয়নের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিণ মাস পর্যন্ত বন্যার কারণে প্রায় ২৫০ টি নার্সারীর প্রায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার চারাগাছ ডুবে গিয়ে নষ্ট হতে পারে	-চারার অভাব দেখা দিবে। -বনায়ন কমে যেতে পারে। - পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।	মাঝারী	৩/৪ বছর	তীব্র	গ্রহণযোগ্য

চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ৫৫০০ হাজার লোক নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগতে পারে।	-নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিবে। -পানিবাহিত রোগ বেশী হবে। -চাষাবাদে বিঘ্ন হবে -ভবিষ্যতে দেশ মরুকরণ হবে।	বেশী	প্রতিবছর	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণ যোগ্যতা।
খরার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সেচের অভাবে ১৪০০ বিঘা জমির ৯৫০০ মন বোরে ধান চিটা হয়ে নষ্ট কহতে পারে এবং প ১০০ বিঘা জমির প্রায় ১০০০মন ভুট্রা, ১০০ বিঘার প্রায় ১০০ মন ধান বীজ নষ্ট হতে পারে।	-খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দিতে পারে -মানষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে। -খাদ্যাভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। -চিকিৎসা সমস্যা দেখা দিতে পারে। -অসামাজিক আচার-আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য
খরার কারনে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত প্রায় ২৫০ টি পুকুরের(আয়তন প্রায় ৫০০ বিঘা) ৪৫০০ মন মাছ , ৩০ মন পোনা প্রায় ৮ টি পুকুরের ১৩ কেজি রেনু নষ্ট হয়েউৎপাদন হতে ব্যাহত হতে পারে।	-মাছের অভাব দেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দিতে পারে -মানষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে। -মাছের অভাবে আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	মাঝারি	২/৩ বছর পর পর	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য
খরার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ গবাদীপশুপাখি রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং ১০০০ টি গবাদীপশুর খাদ্যভাব দেখা দিতে পারে।	-গবাদিপশুপাখির মৃত্য হতে পারে। -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। -আয়ের উৎস বন্ধ হতে পারে	মাঝারি	১/২ বছর পর পর	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য
খরার কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, জন্ডিস, গুটি বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৫০০ জন লোকের স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।	-বিভিন্নরোগ দেখা দিতে পারে, - চিকিৎসা ব্যয়বহণে আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। -নিরাপদ পানির সংকট দেখা দিতে পারে,	মাঝারি	২/৩ বছর পর পর	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য

আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৬০০ বিঘা জমির ৭৫ হাজার জমির বোরে ধান, ২০০ বিঘা জমির ২৩০০ মন পেঁপে, ৩০০ বিঘা জমির ৭০০০ মন বেগুন প্রায় ১০০ বিঘা জমির ১৫০০ মন পটল ৩৫ বিঘা জমির ৯০০ মন মরিচ ৫০ বিঘা জমির ২০০০ মন শোশা ১০০ বিঘা জমির ২৩০০ মন পেঁয়াজ ৫০ হাজার আম গাছের ১ লক্ষ ৫০ হাজার মন আম ২০০০ লিচু গাছের ২ কোটি পিচ লিচু প্রায় ৫০০ টি কাঁঠাল গাছের প্রায় ২৫০০ পিচ কাঁঠাল ঝরে ও পচে নষ্ট হতে পারে।	-খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। -অর্থ সংকট দিতে পারে -মানষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে। -খাদ্যাভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। -চিকিৎসা সমস্যা দেখা দিতে পারে। -অসামাজিক আচার-আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির মাত্রা	গ্রহণ যোগ্যতা।
আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২৫০০ টি গবাদীপশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫০০ টি মারা যেতে পারে।	-গবাদিপশুপাখির মৃত্য হতে পারে। -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। -আয়ের উৎস বন্ধ হতে পারে	মাঝারি	প্রতি-বছর	মাঝারি	অগ্রহণযোগ্য
আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে বৈশাখ মাসের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রায়ঘাটি ইউনিয়নে ২০০ টি কাঁচা বাড়ি নষ্ট হয়ে প্রায় ১৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। -মানুষ গৃহহীন হতে পারে। -মানুষের চলাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। -দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। -সাময়িক শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে।	কম	১/২ বছর পর পর	মাঝারী	গ্রহণযোগ্য
কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রায়ঘাটি ইউনিয়নের ১৫০০ বিঘা জমির জমির প্রায় ২৩০০০ মন আলু , ১০০ বিঘা জমির ৬০০ মন পেঁয়াজ,রসুন এবং ৫০ হাজার আম গাছের ১লক্ষ ৫০ হাজার মন আম উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে ও ৪৫০ বিঘা জমির ৪৫০ মন ধান বীজ নষ্ট হয়ে ১৮০০ বিঘা জমির বোরে ধান লাগানো হতে ব্যাহত হতে পারে।	-বীজ সংকট দেখা দিতে পারে। -খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে, -অসামাজিক আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে, -সম্পদের হানি ঘটতে পারে। -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। -আবাদি জমি পতিত থাকতে পারে।	বেশী	প্রতি-বছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

রায়ঘাটি ইউনিয়নে কুয়াশার কারণে ফাল্গুন মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ গবাদি পশাপাখি সর্দি, কাশি,পাতলা পায়খানা ,মাথায় পানি জমা ও জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে ।	-গবাদিপশুপাখির মৃত্য হতে পারে । -আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে । -আয়ের উৎস বন্ধ হতে পারে	মাঝারি	প্রতি-বছর	মাঝারি	অগ্রহণযোগ্য
কুয়াশার কারণে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে শুরু করে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রায়ঘাটি ইউনিয়নে প্রায় ১৫০০ জন লোকের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে ।	-বিভিন্নরোগ দেখা দিতে পারে, - চিকিৎসা ব্যয়বহণে আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে ।	মাঝারি	প্রতি বছর	মাঝারি	অগ্রহণযোগ্য
পোকার আক্রমন ও ভাইরাস জনিত কারণে রায়ঘাটি ইউনিয়নে ৫০০০ বিঘা জমির ১৮ হাজার মন ধান ১৫০০ বিঘা জমির ২৫ হাজার মন আলু ৮০০ বিঘা জমির ২৪ হাজার মন বেগুন প্রায় ১০০ বিঘা জমির ২০০ মন করলা ২০০০ টি চালার ৮০০ মন শিম ৫০ হাজার আম গাছের ৪০ হাজার মন আম ২০০০ লিচু গাছের ২০০০ পিচ লিচু ৭০০০ নারিকেল গাছের ৩ লক্ষ ৫ হাজার পিচ ডাব এবং নারিকেল এবং ৬০ টি পান বরজের প্রায় ৮ হাজারপোয়া পান উৎপাদন হতে ব্যহত হতে পারে ।	-বীজ সংকট দেখা দিতে পারে । -খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে, -অসামাজিক আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে, -সম্পদের হানি ঘটতে পারে । -পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে । -আবাদি জমি পতিত থাকতে পারে ।	বেশী	প্রতি-বছর	চরম	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
খাল পূন:খনন	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
খাল খনন	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
নীতিমালা অনুযায়ী গভীর নলকূপ স্থাপন	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সচেতনতা কার্যক্রম	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	কাল বৈশাখীতে উপজেলার আমন ধান, আউস ধানের ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের আমের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ধান পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	কাল বৈশাখীতে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধানের ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের আমের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে ইউনিয়নের ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ধান পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
বাঁধ রক্ষনাক্ষণ করা	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
স্লুইসগেট নির্মান	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
বৃক্ষ রোপন করা	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
বৃক্ষ রোপন করা	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
	কালবৈশাখীর কারণে ধান পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে ।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের ক্ষতি হতে পারে ।
	কুয়াশার কারণে মানুষ ও গবাদি পশুর রোগব্যাধি বৃদ্ধি পেতে পারে ।
ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা স্থাপন	বন্যায় ফসল ও অবকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে ।
তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রনের আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে ।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে ।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে ।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
রাস্তা সংস্কার	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে ।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে ।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন	বন্যায় জান মালের ক্ষতি হতে পারে ।
সেমিডিপ নলকূপ স্থাপন	খরায় নিরাপদ পানির অভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যায় নিরাপদ পানির অভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ।

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রন	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান, পাট ও অবকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে ।
	কালবৈশাখীতে মোহনপুর উপজেলার ইরি,বোরো ধান ও অবকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে ।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের আমের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে ।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে ।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
	খরায় গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।
	কালবৈশাখীতে গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।
	কুয়াশায় গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।
	শিলাবৃষ্টিতে গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।
পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	পান উৎপাদন কমে যেতে পারে
	পানবরজে ভাইরাস সংক্রামক হয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও ভেজাল খৈল প্রয়োগের কারনে পচে ও মরে যেতে পারে
	অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে
মাটি পরীক্ষা	পান উৎপাদন কমে যেতে পারে
	মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যেতে পারে
স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তাপমাত্রা নীতিমালা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন	পরিবেশ দূষিত হতে পারে
	প্রাকৃতিক আপদ,দূর্যোগ দেখা দিতে পারে
	ফসল ও বাড়িঘর প্রাকৃতিক আপদে নষ্ট হতে পারে
নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা	নিরাপদ পানির সমস্যা দেখা দিতে পারে
	বিভিন্ন রকম রোগে মানুষ ও গবাদী পশুপাখি আক্রান্ত হতে পারে এবং স্বাস্থ্যহানী দেখা দিতে পারে
পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প ।	নিরাপদ পানির সমস্যা হতে পারে
	ফসল উৎপাদন কমে যেতে পারে
	বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে এবং স্বাস্থ্যহানী দেখা দিতে পারে
রাস্তা উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে
	মালামাল পরিবহনের সমস্যা দেখা দিতে পারে

উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
১ টা গাছ কাটলে কমপক্ষে ২ টা গাছ লাগানোর জন্য সচেতনতা তৈরি	পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে
	তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে
	প্রাকৃতিক আপদ এবং দুর্যোগ বৃদ্ধি পেতে পারে
	মানুষের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে
	বসবাস উপযোগি পরিবেশের সমস্যা হতে পারে
মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নীতিমালা থাকা এবং তার বাস্তবায়ন	পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে
	তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে
	প্রাকৃতিক আপদ এবং দুর্যোগ বৃদ্ধি পেতে পারে
	মানুষের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে
	বসবাস উপযোগি পরিবেশের সমস্যা হতে পারে
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুয়াশা প্রতিরোধে ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া	ফসল উৎপাদন কমে যেতে পারে
	কীট পতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে পারে
	খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে
	পুষ্টিহীনতা ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে
সময়মত গবাদী পশুপাখির রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান করা	গবাদী পশুপাখির মৃত্যু ও রোগের হার বৃদ্ধি পেতে পারে
	হাল চাষের সমস্যা হতে পারে
	আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে
	পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে
	আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে
পশু চিকিৎসকদের যেন কর্মে অবহেলা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা	গবাদী পশুপাখির মৃত্যু ও রোগের হার বৃদ্ধি পেতে পারে
	হাল চাষের সমস্যা হতে পারে
	আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে
	পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে
	আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে
	সকল গবাদী পশুপাখির সময়মত ঔষধ ও টিকা সরবরাহের সমস্যা হতে পারে

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
মৌসুম ভিত্তিক আগাম কৃষি চাষাবাদ করা।	খরা, কালবৈশাখী, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি পারে।
অকেজো স্লুইস গেট মেরামত	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
বৃক্ষনিধন এর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	কাল বৈশাখীতে উপজেলার আমন ধান, আউস ধানের ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশস্যের আমের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ধান পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
ঘর বাড়ী মেরামত ও টানা দিয়ে মজবুত করা।	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঠিক বার্তা প্রদান	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এরাকার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	কাল বৈশাখীতে উপজেলার আমন ধান, আউস ধানের ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
	খরার ফলে উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
	বন্যায় নিরাপদ পানির অভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।
নিরাপদ পানি পান করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	খরায় নিরাপদ পানির অভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যায় নিরাপদ পানির অভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

ঝুঁকিহ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে
হেলথ ক্যাম্প স্থাপন	শিলাবৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	খরায় স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখীতে স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশায় স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	শিলাবৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
কীটনাশক ব্যবহার করা	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশার কারণে আমের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে।
পুকুর পাড় উচু করা	বন্যার ফলে ইউনিয়নের নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
আন্তর্জাতিক পানি চুক্তির বাস্তবায়ন	বন্যার ফসলের ক্ষতি হতে পারে।
	খরায় ফসলের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যায় মৎস্য সম্পদের হতে পারে।
	বন্যায় গবাদিপশুর হতে পারে।
	খরায় গবাদিপশুর হতে পারে।
পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী	খরা, কালবৈশাখী, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে।
গভীর নলকূপ স্থাপণ	খরায় ফসল ও মাছের ক্ষতি হতে পারে।
ব্রীজ কালভার্ট নির্মান	বন্যার ফসলের ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যায় অবকাঠামো ক্ষতি হতে পারে।
পল্লী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া	বন্যা খরা, কালবৈশাখী, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টিতে গবাদি পশু হতে পারে।
গবাদিপশুর ঔষুধ সরবাহ পর্যাপ্ত করা	বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টিতে গবাদি পশু হতে পারে।
ইটভাটার চিমনী উঁচু করা	কুয়াশায় ফসল ও আমের মুকুল নষ্ট হয়ে খাদ্যের অভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশায় আমের ক্ষতি
	কুয়াশার কারণে মানুষ ও গবাদি পশুর বোগব্যাধি বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকি হ্রাস করবে
বাঁধ মেরামত কমিটি তৈরী ও গতিশীলতা বৃদ্ধি	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে উপজেলার নিচু এলাকার পুকুর গুলোর মাছের ক্ষতি হতে পারে
	বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিতে পারে ।
	খরার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, বোরো, ইরি,সবজী ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে ।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
পরিবেশ দূষনকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়েগের ব্যবস্থা করা ।	বন্যার ফলে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধান ও পাটের ক্ষতি হতে পারে ।
	কাল বৈশাখীতে মোহনপুর উপজেলার আমন ধান, আউস ধানের ক্ষতি হতে পারে ।
	কুয়াশার কারণে আলু সহ রবিশষ্যের আমের ক্ষতি হতে পারে ।
	বন্যার ফলে ইউনিয়নের ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ধান পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হতে পারে
	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে ।
	বন্যার ফলে উপজেলার ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রীজ কালভার্ট ও কাচা রাস্তা ক্ষতি হতে পারে
	খরার ফলে খাল বিল নদী ও পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে ।
	খরার কারণে মানুষের,গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন বোগ বালাই দেখা দিতে পারে ।
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ।	বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল, মৎস্য ও অবকাঠামো নষ্ট হয়ে খাদ্যাভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে ।
পুকুর পুনঃখনন করা	খরায় মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।
দ্রুত চিকিৎসা ও ঔষুধ সরবরাহ করা ।	বন্যা ও খরার কারণে মানুষ ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ।
ভেজালমুক্ত কীটনাশক সরবরাহ এবং তার ব্যবহার	কালবৈশাখী ঝড়ে ফসল নষ্ট হতে পারে
	খাদ্যের অভাব হতে পারে এবং উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে
	ঋণ গ্রস্থতা হ্রাস পেতে পারে

ঝুঁকি হ্রাসের উপায়	কোন কোন ঝুঁকি হ্রাস করবে
	কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে
	দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে
কীট পতঙ্গ দমনের জন্য কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা	ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে পারে
	কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে
	দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে
	পোকার আক্রমণ হতে পারে এবং আমের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে
শিলাবৃষ্টি পূর্বকালীন ফসল ফলানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা	শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে
	ফসলের জমি কমে যেতে পারে
-দরিদ্র মাছ চাষীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে উপকরণ সরবরাহ করা	মাছ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে
	বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে
	মাছ চাষী দের আর্থিক সংকট হতে পারে
	আমিষের অভাক্ষ হতে পারে
মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	মাছ চাষী অদক্ষ হতে পারে
	পুকুর পাড় ও পুকুরের পানি নষ্ট হতে পারে
	মাছ মারা যেতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে
	অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে
ঝড়ের পুর্বে বাড়ীঘর মেরামত করা	কালবৈশাখীর কারণে ঘরবাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে।
গবাদি পশুপাখির প্রাথমিক চিকিৎসা ও টিকার ব্যবস্থা করা	বন্যায় গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	খরায় গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখীতে গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	কুয়াশায় গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	শিলাবৃষ্টিতে গবাদি পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ভূ-গভস্থপানি পাষ্টিক পাইপের মাধ্যমে পুকুরে সেচ দেওয়া	খরায় মাছের ক্ষতি হতে পারে।

উপায় সমূহের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণঃ

উপায়সমুহের ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ণয় থেকে অংশগ্রহণকারীদের মতামত / ভোটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ২০টি উপায় কে দুইভাগে ভাগ করে ১-১০ টি উপায় দুইটি স্টেকহোল্ডার দলে এবং বাকী ১১-২০ টি উপায় অপর দুইটি স্টেকহোল্ডার দলে অর্থাৎ প্রত্যেক দলে মোট ১০ টি করে উপায়ের পৃথক ভাবে আলোচনা করে বাস্ত বায়নের সামাজিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশেষণ করা হয় এবং উপায়টি কিভাবে স্থায়ীত্বশীল করা যায় তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ বিস্তারিত আলোচন করে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনিত হয় । এছাড়াও উক্ত প্রভাবগুলির কারণে যদি উপায়টি বাস্তবায়ন সম্ভাব না হয় তবে বিকল্প কি উপায় গ্রহণ করলে উক্ত ঝুঁকি হ্রাস করা যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে বিকল্প উপায় নির্ধারণ করা হয় । পরবর্তীতে উক্ত চারটি দলের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়নের একত্রীকরণ ফলাফল তৈরি করা হয় । সমস্ত ইউনিয়ন ফলাফল একত্রীকরণ করে উপজেলার উপায় সমূহের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ ফলাফল পাওয়া যায় ।

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	-পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা -পান গাছ পচন/মড়ক রোধ করা -কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা	-পান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা প্রয়োজন -স্থানীয় সরকার ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা	- উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা । -সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা	-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে	-সরকারী কৃষি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠণ করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা ।	-অভিজ্ঞ পান চাষীদের অভিজ্ঞতার বিনিময়
মাটি পরীক্ষা	-বরজের মাটি পান চাষের উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করা	- উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় মাটির গুনাগুন যাচাই করতে হবে	-মাটি পরীক্ষার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় মাটি পরীক্ষার যন্ত্রের ব্যবস্থা করা ।	-মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে । -পান চাষের উপযুক্ত পরিবেশ	-মাটি পরীক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় কিছু কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে	-অভিজ্ঞ পান চাষীদের পরামর্শ নিয়ে পান চাষের জন্য মাটিকে

				তৈরি হবে।	নিয়মিত ঐ এলাকার মাটি পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা	উপযুক্ত করে গড়ে তোলা

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
খাল পূনঃখনন	-জলাবদ্ধতা দূরীকরণ -ধান উৎপাদন বৃদ্ধি -আবাদী জমি বৃদ্ধি	-ড্রেজিং করার জন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার । -সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি ও চেয়ারম্যান,মেম্বারদের সাথে আলোচনা ।	-সরকারের সহযোগিতায় ড্রেজিং মেশিন ব্যবহার করা -সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহ করা	-জীবানু বিস্তার রোধ হবে -জলাবদ্ধ সমস্যার সমাধান হবে -ফসল উৎপাদন উপযোগী জমি তৈরি হবে	-কমিটি গঠনের মাধ্যমে,সরকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুন:সংস্কার নিশ্চিত করা	-
সামাজিক বনায়ণ	-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে । -মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন হবে ।	-সামজিক বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির জন্য সরকারকে আরও ব্যাপক সহযোগিতা প্রয়োজন -এনজিওরা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে । -ব্যক্তি পর্যায়ে গাছ লাগাতে পারে ।	-উপজেলা কৃষি অফিস ও জন উদ্যোগে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভারে নার্সারী গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।	-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং বসবাসের পরিবেশ তৈরি হবে	-কমিটির মাধ্যমে সেমিনার করা এবং জনগনকে সচেতন করা	-স্থানীয় জনগণকে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক বনায়ন তৈরি করা
জলাশয় পুনঃখনন	-খরা মৌসুমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা -মাছ উৎপাদনবৃদ্ধি করা	-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহযোগিতায় জলাশয় পুনঃখনন করা । -স্থানীয় সরকার ও গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সাথে আলোচনা ।	- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহযোগিতায় জলাশয় পুনঃখনন সামগ্রী সরবরাহ করা । -সরকার ও দাতা সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা ।	-জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষা পাবে ।	-স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে খালের পানি মজুদ পর্যাবেক্ষণ করা	-

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন করা ।	-ফসলি জমি সেচের আওতায় আসবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।	-গভীর নলকূপ সঠিক ও উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের জন্য বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নীতিমালা অনুসরণ করা । -স্থানীয় সরকার ও গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সাথে আলোচনা স্থান নির্ধারণ ।	-গভীর নলকূপ স্থাপণে মাটি খনন মেশিন, স্টীল পাপই এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করতে হবে । - সরকার , দাতা সংস্থা ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা ।	-ফসল উৎপাদন উপযোগি পরিবেশ তৈরি হবে	--স্থানীয় জনগণের কমিটির মাধ্যমে গভীর নলকূপ সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করণ	-কূপ খননের মাধ্যমে পানি মজুদ করে রাখা
স্থানীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন নীতিমালা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ করা	-প্রাকৃতিক আপদ কমবে । -ফসল ও ঘরবাড়ি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে ।	-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি গ্রহণ । -স্থানীয় সরকার কর্মসূচি বাস্তবায়নে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে । - জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা ।	-তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের উন্নত চূলা ব্যবহারের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ -ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার, -কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া, -নির্দিষ্ট উচ্চতায় ইটভাটার চিমনী স্থাপণ করা -সরকারী এবং বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন ।	-প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হবে । -জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে । -ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	-বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী মনিটরিং টিম গঠণ । -প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণ গুলো রেডিও ,টেলিভিশন এবং সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রচার করা	-
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জোরদার ভাবে তার বাস্তবায়ন	-পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখা	--পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কাজকে আরো গতিশীল করা । -পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের কাজের মনিটরিং করা -জনগণকে সচেতন করা ।	- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা । - সরকার ও দাতা সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা ।	-দেশ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ মুক্ত হবে -স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে -আবাদী জমির পরিমান ঠিক থাকবে ।	-শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে	-

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা	-নিরাপদ পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থা হবে -পানি বাহিত রোগ থেকে জনগণ রক্ষা পাবে	-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা -এনজিওরা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে । -ব্যক্তি উদ্যোগে নলকূপ স্থাপণ করা ।	-সরকারের সহযোগিতায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার জন্য নলকূপ স্থাপণ করা -স্বল্প খরচে নলকূপ স্থাপণে সাধারণ জনগণকে বিত্তবানদের সহযোগিতা করা	-পরিবেশ দূষণরোধ হবে -জনগণ পানি বাহিত রোগ থেকে মুক্তি পাবে ।	-কমিটি গঠণের মাধ্যমে নিয়মিত নলকূপ সংস্কার ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা	পানি ফুটিয়ে অথবা বিশুদ্ধ করে পান করা ।
ওয়াটার সাপাই প্রকল্প গ্রহণ	-নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা -ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে -স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হবে	-বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা । -ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সংযোগ প্রদান ।	-সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকূপ স্থাপণে পাইপ লাইন /ট্যাপের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা -সরকার ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে	-প্রখর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন হবে -স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে	- কমিটি গঠণের মাধ্যমে পানি উত্তোলন এবং পাইপ লাইনের রক্ষানাবেক্ষণ নিশ্চিত করা ।	-
মাছ চাষীদের পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম	-ক্ষতির হাত থেকে মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করা -অর্থ অপচয় রোধ করা -মৎস্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা	-উপজেলা মৎস্য অফিস বা এনজিও এর মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিয়ে সমিতির করে পুকুর সংস্কারের ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ।	-নিজ উদ্যোগে মাছ ধরার জন্য পূর্ব থেকে বিভিন্ন প্রকার জালের ব্যবস্থা করা -নিজ উদ্যোগে মাছ স্থানান্তরের জন্য পূর্ব থেকে উপযুক্ত পুকুরের ব্যবস্থা করে রাখা -বিভিন্ন ব্যাংক বা সংস্থার নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করা	-মাছের রোগ কমে যাবে এবং অপুষ্টিজনিত রোগ কম হবে ।	-পুকুরের পাড় সংস্কার এবং পাড় মজবুত করার জন্য পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানো । যেমন-তাল, নারিকেল,সুপারি,দূর্বা ঘাস ইত্যাদি ।	-স্থানীয় অভিজ্ঞ মাছ চাষীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ ।

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
রাস্তার উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	-যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকবে -পণ্য পরিবহনে এবং চলাচলে সুবিধা হবে	-স্থানীয় সরকার এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা ও সেমিনারের ব্যবস্থা করা	-সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন-রেডিও,টেলিভিশন,সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা	যোগাযোগ উপযোগী পরিবেশ তৈরি হবে	-স্থানীয় কমিটি গঠণের মাধ্যমে রাস্তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং রাস্তার পাশে গাছ লাগানো	-সরকার ও জন উদ্যোগে কমিটি গঠণ করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা
রাস্তা সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ।	-স্থানীয় জনগোষ্ঠির যাতাযাতের সুবিধা হবে -জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে	-পিআইও মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার এবং গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সাথে আলোচনা করা	- পিআইওর সহযোগিতায় রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা -সরকার ,দাতা সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা	-মানুষ চলাচল উপযোগী পরিবেশ তৈরি হবে -পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে	--স্থানীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে রাস্তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ,সংস্কার করা এবং রাস্তার পাশে গাছ লাগানো	-স্থানীয় স্বেচ্ছা সেবক কমিটি গঠণের মাধ্যমে রাস্তা সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১টা গাছ কাটলে কমপক্ষে ২টা গাছ লাগানো	-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে -তাপমাত্রা কম হবে -প্রাকৃতিক আপদ কম হবে	-কার্যক্রম বাস্তবায়ণের জন্য স্থানীয় বন কর্মতর্কার পদক্ষেপ গ্রহণ। এনজিওরা এ বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে পারে। জনগণ গাছ লাগাতে পারে।	-সরকারের সহযোগিতায় বৃক্ষ নিধনের কুফল রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রচার করা	-প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে	-কমিটি গঠণের মাধ্যমে নিয়মিত রক্ষানাবেক্ষণ এবং পরিচর্চা করা	-স্থানীয় স্বেচ্ছা সেবক কমিটি গঠনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন করার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা
মনুষ্য সৃষ্টতাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের নীতিমালার বাস্তবায়ণ	-প্রাকৃতিক আপদ কমানো -প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা	-সরকারীভাবে প্রকল্প গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে তার বাস্তবায়ণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচন করা	-মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা কমানোর জন্য জনগণ যাতে উন্নত চূলা,ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন,সঠিক উচ্চতায় যাতে ইটভাটার চিমণী স্থাপন,কলকারখানর দুষিত ধুয়া এবং দুষিত পানি শোধন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন -সরকার এবং বৈদেশিক অর্থায়নে	-আপদ প্রতিরোধক পরিবেশ তৈরি হবে -মানুষের বসবাসের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে -জীব বৈচিত্র্য রক্ষা পাবে	-স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠণের মাধ্যমে গ্রহণকৃত প্রকল্প সমূহের সঠিক বাস্তবায়ণ করা	-স্থানীয় ভাবে কমিটি গঠন করে স্থানীয় ভাবে মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া	-ফসল রক্ষা পাবে -উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে -ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ধ্বংস হবে	-সরকারের সহযোগিতায় ভেজালমুক্ত ঔষধ সরবরাহ করা এবং তা স্থানীয় পর্যায়ে পৌছানো	-সরকারীভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যাতে স্থানীয় ভাবে জনগণ সঠিক সময়ে ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা -সরকারী অর্থায়নে	-কুয়াশা প্রতিরোধক ফসল উৎপাদন উপযোগি পরিবেশ তৈরি হবে	-কমিটি গঠণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের বিষয় বস্তু নিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলোচনা	-স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষীদের সাথে নিয়মিত বসা এবং পরামর্শ গ্রহণ
ফসলের জন্য কুয়াশা প্রতিরোধক অন্যান্য উপকরণ দরিদ্র কৃষকদের মাঝে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ	-ক্ষতির পরিমাণ কমবে -উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	- কুয়াশা প্রতিরোধক অন্যান্য উপকরণ স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ করার জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন	-সরকারের সহযোগিতায় কুয়াশা প্রতিরোধক অন্যান্য উপকরণ স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা।	-কুয়াশা সময়কালীন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	-কমিটি গঠণের মাধ্যমে কুয়াশা প্রতিরোধক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে সকলে ব্যবহার করে তার তত্ত্বাবধাণ করা	- স্থানীয় ভবে প্রচলিত নিজস্ব উপায় অবলম্বন করা
গবাদী পশুপাখির রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান করা	-গবাদীপশুপাখির রোগ কমানো -উন্নত জাতের গবাদী পশুপাখির জন্য নিশ্চিত করা	-সঠিক সময়ে রোগ প্রতিরোধক টিকা চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন	-সঠিক সময়ে রোগ প্রতিরোধক টিকা পিপি আর, বিসিআরডিভি,আরডিভি, ডাকপেগ,তড়কা,এফএমডি ইত্যাদি উপকরণ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	-পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। -গবাদীপশু পাখির রোগ কম হবে -গবাদী পশু পাখির মৃত্যুর হার কমবে	-কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার করা	-স্থানীয় ভাবে কমিটি গঠন করে নিজ উদ্যোগে যাতে জনগণ গবাদী পশুপাখির টিকা প্রদান করে তার জন্য জনসচেতণতা তৈরি করা।
পশু চিকিৎসকদের কাজকে আরো গতিশীল করা।	-কর্ম অবহেলা কমানো -গবাদীপশুপাখির মৃত্যুর হার কমানো।	- পশু চিকিৎসকদের যেন কর্মে অবহেলা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সরকারের মনিটরিং টিমের সহযোগিতা প্রয়োজন	-সরকারীভাবে মনিটরিং টিমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ এবং পশু চিকিৎসকরা যেন কর্মে অবহেলা না করে সেই জন্য তাদের জবাবদিহিতা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	- পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। -গবাদী পশু পাখি পালনের পরিবেশ তৈরি হবে	-মনিটরিং টিমের কাজে অবহেলা না করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা	-স্থানীয় ভাবে কিছু লোকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
বাঁধ মেরামত করা	কৃষি খাতকে রক্ষা করা	-বাধ মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতা দরকার । -ইউনিয়ন পরিষদ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আলোচনা করতে পারে ।	সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সহযোগিতা দরকার	জলবদ্ধতার কারনে সৃষ্ট সমস্যা গুলোর দুর হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে	গ্রাম কমিটি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা	-
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	জানমাল রক্ষা পাবে ।	-স্থানীয় সরকারের সাথে আলোচনা করা । উপজেলা শিক্ষা অফিষ ও উপজেলা ত্রাণ ও পূর্নবাসন অফিস প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে ।	-সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিপাবে ।	স্থানীয় ভাবে কমিটি গঠণ করে নিয়মিত তদারকি করাা ।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দূর্যোগকালীণ সময়ে আশ্রয় নেওয়া ।
বৃক্ষরোপণ করা	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য	-সামাজিক উদ্যোগ ও সরকার কর্তৃক সহযোগিতা	ভাল জাতের চারা সংরক্ষণ করা, সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর অর্থায়ণে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	গ্রাম কমিটির মাধ্যমে বৃক্ষ তদারকি ।	-
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা	উপজেলা কৃষি ও বন বিভাগ এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে ।	-পরিবেশসম্মত ইঞ্জিনের সরবরাহ করা । - সরকার ও দাতা-গোষ্ঠীর অর্থায়ণে বাস্তবায়ন করা ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে	কমিটি গঠন করে উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে ।	-
বড় বড় বৃক্ষনিধন না করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ।	-উপজেলা কৃষি অফিস জণগণকে সচেতন করতে পারে । -ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক প্রচারণা চালাতে পারে ।	-সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করার দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ।	পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে এবং ভারসাম্য রক্ষা পাবে ।	বৃক্ষ নিধন না করার জন্য সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়ণ করা ।	

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
খাল খনন করা	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য	-খাল খননের জন্য স্থানীয় সরকার ও পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে আলোচনা ।	প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর অর্থায়ণে	ফসলের জমিতে সেচ দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	খাল যেন ভরাট না হয় সেজন্য তদারকির ব্যবস্থা করা ।	পাইপের মাধ্যমে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ।
গভীর নলকুপ স্থাপন করা ।	সেচের মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা	-বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গভীর নলকূপ স্থাপনের নীতিমালা অনুসরণ করা ।	সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়ণে বাস্তবায়ন করা ।	আবাদী জমিতে সেচ দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক নিয়োগ করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী কমিটি গঠন করা ।	-
ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা দেওয়া ।	আকস্মিক বন্যা থেকে ফসল ও বাড়ীঘর মেরামত করা ।	-বন্যার সময় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইউপি সাথে আলোচনা করা । -জণগণ তাৎক্ষনিকভাবে বস্তা দিয়ে ভাঙ্গা স্থান মেরামত করতে পারে ।	-স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বস্তা সংগ্রহ করা ।	বন্যা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ।	স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বন্যাকালীণ সময়ে নিয়মিত পাহাড়ার ব্যবস্থ াকরা ।	
সেমিডিপ নলকূপ স্থাপন করা	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা	-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা	সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ।	নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কেয়ারটেকারদের প্রমিক্ষণ দেওয়া	বৃষ্টির পানি অথবা পানি ফুটিয়ে পান করা
খাল পুনঃখনন করা	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা	- পানি উন্নয়ন বোর্ড ও উপজেলা ত্রাণ ও পূর্নবাসন অধিদপ্তর খাল পুনঃখনন করতে পারে । -ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে পারে ।	প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, -সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ।	ফসলের জমিতে সেচ দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	খাল যেন ভরাট না হয় সেজন্য তদারকির ব্যবস্থা করা ।	
অকেজো স্লুইস গেট মেরামত	পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা	-পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে অকেজো স্লুইস গেট মেরামত করা ।	স্লুইসগেট মেরমতের জন্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবহার, সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাহায্য	পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে এলাকাবাসী বন্যার কবল রক্ষা পাবে ।	স্থানীয় এলাকাবাসীর মাধ্যমে কমিটি গঠন করে তদারকির ব্যবস্থা করা ।	

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
কীটনাশক ব্যবহার করা	ফসলের ফলন বৃদ্ধি, আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য, খাদ্যের চাহিদা পুরণের জন্য।	-উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে উন্নতমানের কীটনাশকের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে কীটনাশক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করবে। - উপজেলা কৃষি অফিস জনগণকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	ক্ষতিকর পোকা মারা যাবে ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।		ছাউনি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঠিক আবহাওয়া বার্তা প্রদান	আবহাওয়ার সাথে সহনশীল ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যাভাব পুরণ করা ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি।	-আবহাওয়া অধিদপ্তর সঠিকভাবে জনগণের নিকট আবহাওয়া বার্তা পৌছাতে পারে। - জনগণ স্বল্পমেয়াদী ফসল চাষ করতে পারে।	-কৃষি অফিস স্বল্পমেয়াদী ফসল চাষ চাষ নিয়ে গবেষণা করতে পারে। - সরকার ও দাতার সংস্থা আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	-	-স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা।
বৃক্ষনিধন এর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।	বনবিভাগের মাধ্যমে বৃক্ষনিধন আইনের বাস্তবায়ন করা। -এনজিওরা সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।	- বন বিভাগ সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারে।	পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে এবং ভারসাম্য রক্ষা পাবে।	বৃক্ষ নিধন না করার জন্য সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।	
মৌসুম ভিত্তিক আগাম চাষাবাদ করা।	-খাবার চাহিদা পুরণ, -আর্থিক চাহিদা পুরণ, -পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা	- উপজেলা কৃষি অফিস আগাম চাষাবাদ নিয়ে গবেষণা করতে পারে।	দাতা সংস্থার অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।		
পুকুর পার উচু করা।	বন্যায় মৎস্য সম্পদকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করা।	-উপজেলা মৎস্য অফিস সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। - এনজিওরা জনগণকে সচেতনতা করতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা।	মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে,পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।		

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
ঘর বাড়ী মেরামত ও টানা দিয়ে মজবুত করা ।	কালবৈশাখী ঝড় থেকে বসত বাড়ী রক্ষা করা	জুমার খুৎবার পূর্বে বিষটি সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ইমামদের সাথে আলোচনা করা ।	দক্ষ লোকের মাধ্যমে বিষটি তদারকি ও দরিদ্রদের ঘর মেরামতের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা দরকার ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ।		বাড়ীর চারপাশে বেশী করে গাছ লাগানো
বাড়ীর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা ।	ঝড়ের কবল থেকে বসত বাড়ী রক্ষা করা ।	সামাজিক ভাবে জনসাধারণকে সচেতন করা দরকার । - জনগণ বাড়ীর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করবে ।	-তাল, নারিকেল, সুপারী জাতীয় বৃক্ষ লাগানোর জন্য কারিগরি উদ্যোগ প্রয়োজন ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ।	জনগণের সচেতনতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ।	
হেলথ ক্যাম্প স্থাপন	জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা	স্থানীয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা	সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	রোগজীবানু থেকে মুক্ত থাকার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ।	--	
নিরাপদ পানি পান করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা । পানি বাহিত রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ।	-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিওরা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে । - বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ।	সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বিল বোর্ড ও লিফলেটের জন্য আর্থিক সহযোগিতা দরকার ।	-	জনগণের সচেতনতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ।	
আন্তর্জাতিক পানি চুক্তির বাস্ত বায়ন	বন্যা , খরা ও মরুময়তার হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।	সরকার পানি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জাতি সংঘের মাধ্যমে ভারতকে চাপ সৃষ্টি করতে পারে ।	ফারাক্কার মাধ্যমে যে পরিমান পানি পাওয়া যায় তার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য	প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে ও নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	জাতিসংঘের নিরিড় তদারকির মাধ্যমে	

			গবেষণা করতে হবে ।			

উপায়	উদ্দেশ্য	সামজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী	দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা	আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।	কারখানার মালিকদের পরিবেশ সম্মত ইঞ্জিন তৈরীর জন্য গবেষণা করা	প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে ও নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি হবে ।	নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে আরো উন্নত ইঞ্জিন তৈরী	
কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি কমানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম	ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা	সরকারী ভাবে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ।	শেড তৈরিতে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন ।	নির্মল পরিবেশ তৈরী হবে ।		
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ণ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।	সরকারী ভাবে প্রচার ও স্থানীয় ভাবে সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা	সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগিতায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ।		
ব্রীজ কালভার্ট নির্মান	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে ।	সরকার ও স্থানীয় সরকারের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন ।	সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানী করা	রাস্তার পাড়ে বৃক্ষ রোপন করলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ।	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে রক্ষনাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ।	
পলী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া	পশু সম্পদকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা ।	পলী পশুপাখি চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযোজনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।	সরকার ও দাতা সংস্থার সাহায্যের মাধ্যমে পলী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া	মানসম্মতভাবে পশু পালন করা ।	গবাদি পশুপাখির নিয়মিত পরিচর্যা করা ।	

উপায়	উদ্দেশ্য	সামজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
গবাদিপশুর ঔষুধ সরবাহ পর্যাপ্ত করা	মৃত্যুর হার কমানো	স্থানীয় ভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ।	আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সুচিকিৎসার ব্যাবস্থা করা। রোগমুক্ত পরিবেশে গবাদি পশু পাখি পালন ।	সংরক্ষণের মাধ্যমে ।		
পুকুর পুনঃখনন	পানি মজুদ	উপজেলা মৎস্য অফিস প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। জনগণ নিজ উদ্যোগে পুকুর পুনঃখনন করতে পারে ।	সরকার ও দাতা সংস্থার সাহায়তায় খাস পুকুর পুনঃখনন এর ব্যবস্থা করা ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে	নিয়মিত পরিচর্যা ।	
ইটভাটার চিমনী উঁচু করা	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।	উপজেলা প্রশাসন নিচু চিমনী ওয়ালা ইটভাট বন্ধ করে দিতে পারে । ইউনিয়ন পরিষদ ভাটার মালিকের সাথে আলোচনা করতে পারে ।।	মালিকগণ দক্ষ কারিগর ও উন্নত উপকরণ দিয়ে চিমনী উচু করবে ।	নির্মল পরিবেশ তৈরী হবে ।	সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নিয়মিত তদারকি করা ।	ইটভাটা স্থাপনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া ।
বাঁধ রক্ষা কমিটি তৈরি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা	বাঁধ রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।	পানি উন্নয়ন বোর্ড কমিটি গঠণে ও গতিশীলতা রক্ষার জন্য নিয়মিত কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সভা করতে পাবে ।	বাজেটে সভা করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড সামান্য অর্থ বরাদ্ধ রাখতে পারে ।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে	কমিটি গঠন করে উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে ।	
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করা	ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।	উপজেলা কৃষি অফিস ও বিএমডিএ ড্রেন বা নালা তৈরীর প্রকল্প হাতে নিতে পাবে। ইউনিয়ন পরিষদ বাৎসরিক বরাদ্ধ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে ।	সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপাবে ।	স্থানীয় ভাবে কমিটি গঠণ করে নিয়মিত তদারকি করাা ।	

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করা	মাছের উপাদন বৃদ্ধি করা।	উপজেলা মৎস্য অফিস ড্রেন বা নালা তৈরীর প্রকল্প হাতে নিতে পাবে। ব্যক্তি উদ্যোগে জনগণ ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করতে পারে।	নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	-	-
দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা	উপজেলা হেলথ্ কমপেক্স প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারে। এলাকার জনগণ রোগীদেরকে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারে।	সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	রোগজীবানু থেকে মুক্ত থাকার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	--	-
পরিবেশদুষণ রোধে সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা	পরিবেশ অধিদপ্তর এনজিওদের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণরোধ করার জন্য জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।	পরিবেশ অধিদপ্তর এনজিওসমূহ পরিবেশ দূষণরোধ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করতে পারে। সরকার ও দাতাদের অর্থায়ন প্রয়োজন।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে	কমিটি গঠণ করে উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে।	বর্জ্যপদার্থ শোধনের ব্যবস্থা করা
গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টিকার ব্যবস্থা করা	গবাদী পশুকে রোগ থেকে রক্ষা করা	ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টিকার ব্যবস্থা করবে।	উপজেলা পশু সম্পদ অফিস টিকার গুণগতমান নিশ্চিত করবে। সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার।	গবাদিপশু সুস্থ থাকার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	নিয়মিত যোগাযোগ ও গবাদি পশুর পরিচর্যা করা	
শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাষ্টিকপাইপ দিয়ে পুকুরে সেচ দেওয়া	মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা	উপজেলা মৎস্য অফিস ও ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে মৎস্যচাষীদের সচেতন করতে পারে।	প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শ্যালো মেশিন স্থাপনে জন্য কারিগরি সহায়তা দরকার	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	এলাকা বিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে স্থায়িত্ব লাভ করবে।	

বিকল্প উপায়ের সামজিক প্রভাব বিশ্লেষণ

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব
অভিজ্ঞ পান চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	-পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা -পান গাছ পচন/মোড়ক রোধ করা -কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা	-স্থানীয় সরকার ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা দরকার	-স্থানীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞ পান চাষীকে সম্মানী দেওয়াার জন্য ব্যবস্থা থাকা।	-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে	-সরকারী কৃষি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে কমিটি গঠণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।
পানি ফুটিয়ে পান করা।	-নিরাপদ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে -পানি বাহিত রোগ থেকে জনগণ রক্ষা পাবে	-সরকারের সহযোগিতায় পানি বিশুদ্ধকরণ টেবলেটের ব্যবস্থা করতে হবে।	-টেবলেট ক্রয়ের জন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার	-পরিবেশ দূষণ রোধ হবে -জনগন পানি বাহিত রোগ থেকে মুক্তি পাবে।	-কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
অভিজ্ঞ মৎস্যচাষীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ	-ক্ষতির হাত থেকে মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করা -অর্থ অপচয় রোধ করা -মৎস্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা	-সরকার বা এনজিও এর মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিয়ে সমিতির মাধ্যমে পুকুর সংস্কারের ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।	-নিজ উদ্যোগে মাছ ধরার জন্য পূর্ব থেকে বিভিন্ন প্রকার জালের ব্যবস্থা করা -নিজ উদ্যোগে মাছ স্থানান্তরের জন্য পূর্ব থেকে উপযুক্ত পুকুরের ব্যবস্থা করে রাখা	-মাছের রোগ কমে যাবে এবং অপুষ্টিজনিত রোগ কম হবে।	-পুকুরের পাড় সংস্কার এবং পাড় মজবুদ করার জন্য পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানো।যেমন-তাল, নারিকেল,সুপারি, দূর্বা ঘাস ইত্যাদি।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দূর্যোগকালীণ সময়ে আশ্রয় নেওয়া	জানমাল রক্ষা করা	সরকার ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ	আপদ শুরুর পূর্বে জনগণের নিকট সঠিক আবহাওয়া বার্তা পৌছানো	মানুষের জানমালের রক্ষার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করবে।	এলাকায় বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র উপযোগী করে তৈরী করতে হবে।
ছাউনি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা।	ফসলের ফলন বৃদ্ধি, আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী ও খাদ্যের চাহিদা পুরণের জন্য।	উপজেলা কৃষি অফিস সামাজিক ভাবে বিষটি জনগণের মধ্যে প্রচার করতে পারে। -ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে সচেতন করতে পারে।	প্রচারের জন্য লিফলেট ও বিলবোর্ড স্থাপণের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থার অর্থনৈতিক সহযোগিতা দরকার।	-	ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে স্থায়ীত্ব লাভ করবে।

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব
স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা।	আবহাওয়ার সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।	-ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে সচেতন করার জন্য উদ্যোগ নেবেন।	-উপজেলা কৃষি অফিস ও ব্যক্তি পর্যায়ে নার্সারীগুলিতে উন্নত মানের চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন।	নির্মল পরিবেশ তৈরী হবে।	এলাকা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করে তদারকি করা।
শিলা বৃষ্টির হাতে থেকে ফসল রক্ষার জন্য সচেতনামুলক কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে	স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করতে হবে	সরকারীভাবে অর্থ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।	নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	কার্যক্রমটি চলমান থাকতে হবে।
নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ	পশু সম্পদের রোগ হ্রাস পাবে।	স্থানীয় জনগণ সচেতন থেকে নিয়মিত পশু চিকিৎসকের সাথে সাথে যোগাযোগ।	প্রয়োজনীয় টিকা নিজ অর্থায়ণে ক্রয় করতে হবে।	পশু মৃত্যুর হার কমার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে	নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহন।
স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা	চাষীদের এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন	নিজ অর্থায়নে স্যালো মেশিন পুকুরের ধারে স্থাপন করা।	আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হবে।	নিজ উদ্যোগে বাস্ত বায়ণের মানসিকতা।
উন্নতচুলা ব্যবহার করা	পরিবেশ দূষনমুক্ত রাখা ও জালানী সাশ্রয় করা।	সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। এনজিওরা প্রকল্প হাতে নিতে পারে।	সরকারী ভাবে প্রকল্প গ্রহণ দাতাদের নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা দরকার।	জ্বালানী সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে	জনসচেতনতার মাধ্যমে স্থায়ীত্ব লাভ করবে।
ইটভাটা স্থাপনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া।	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	উপজেলা প্রশাসন নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইট ভাটার স্থান নির্ধারণ করতে পারে।	লোকালয় থেকে বহু দুরে ও দূষণমুক্ত জ্বালানী তৈরীর জন্য কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন।	নির্মল পরিবেশ তৈরী হবে।	সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নিয়মিত তদারকি করা।
বর্জ্যপদার্থ শোধনের ব্যবস্থা করা	পবিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	পরিবেশ অধিদপ্তর বর্জ্যপদার্থ শোধনের প্রকল্প হাতে নিতে পারে। বেসরকারী সংস্থা জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।	পরিবেশ অধিদপ্তর সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ দাতাদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা দরকার	পবিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।	বর্জ্য থেকে বিদুৎ উৎপাদন করা গেলে স্থায়ীত্ব লাভ করবে।
রাস্তার দুইদিকে ঘাস লাগানো	বসবাস ও চলাফেরার সুবিধা	ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের সহযোগিতায় ঘাস লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	সরকার ও দাতা সংস্থার আর্থিক সহযেগিতা দরকার	পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপাবে।	স্থানীয় ভাবে কমিটি গঠন করে নিয়মিত তদারকি করাা।

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ						
মাটি পরীক্ষা						
খাল পুন:খনন						
বৃক্ষ রোপণ ।						
জলাশয় পুনঃখনন						
গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ণ করা						
স্থানীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন নীতিমালা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ করা						
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম জোরদার করা ।						
নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা						
পাইপ লাইন ওয়াটার সাপাই প্রকল্প গ্রহণ						
মাছ চাষীদের পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম						

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
রাস্তা উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা						
রাস্তা সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ						
১টা গাছ কাটলে কমপক্ষে ২টা গাছ লাগানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ						
মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার বাস্ত বায়ন						
-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া						
ফসলের জন্য কুয়াশা প্রতিরোধক উপকরণ ও ঔষধ সরবরাহ করা।						
গবাদী পশুপাখির প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা						
পশু চিকিৎসকদের কাজকে আরো গতিশীল করা।						
দুর্বল বাঁধ মেরামত						
আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপণ করা						
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ ।						
স্লুইস গেট নির্মাণ						
সেমিডিপ নলকূপ স্থাপন						
বড় বড় বৃক্ষনিধন না করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম						

গ্রহণ।						
খাল খনন করা						
গভীর নলকুপ স্থাপন						
ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা দেওয়া						
অকেজো স্লুইস গেট মেরামত						
কীটনাশক ব্যবহার করা						
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঠিক আবহাওয়া বার্তা প্রদান						
বৃক্ষনিধণ এর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।						
মৌসুম ভিত্তিক আগাম কৃষি চাষাবাদ করা।						
পুকুর পার উঁচু করা।						
ঘর বাড়ী মেরামত ও টানা দিয়ে মজবুত করা						
বাড়ীর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা।						
হেলথ ক্যাম্প স্থাপণ						
নিরাপদ পানি পান করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।						
আন্তর্জাতিক পানি চুক্তির বাস্ত বায়ন						
পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী						
পরিবেশ দূষন আইনের বাস্ত বায়ন						
কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি কমানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম						
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রনয়ন						

ও বাস্তবায়ন						
ব্রীজ /কালভার্ট নির্মান						
পলী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া						
গবাদিপশুর ঔষুধ সরবাহ পর্যাপ্ত করা						
পুকুর পুনঃখনন						
ইটভাটার চিমনী উঁচু করা						
বাঁধ রক্ষা কমিটি তৈরি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা						
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা						
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা						
দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থ করা						
সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।						
গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টিকার ব্যবস্থা করা						
শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাষ্টিক পাইপ দিয়ে পুকুরে সেচ দেওয়া						

বিকল্প উপায় সমূহের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণঃ

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক/রাজনৈতিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব
অভিজ্ঞ পান চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়					
বৃষ্টির পানি/পানি ফুটিয়ে পান করা					
কূপ খনন					
অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী নিকট থেকে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ					
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় নেওয়া					
ছাউনি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা।					
স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা।					
শিলা বৃষ্টির হাতে থেকে ফসল রক্ষার জন্য সচেতনামুলক কার্যক্রম গ্রহণ					
নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ					
স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ					
উন্নতচুলা ব্যবহার করা					
ইটভাটা স্থাপণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া।					
বর্জ্যপদার্থ শোধনের ব্যবস্থা করা					

রাস্তার দুইদিকে ঘাস লাগানো					

চলমান কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

অংশগ্রহণকারীদের মতামতের / ভোটের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ২০ টি উপায় সমূহের প্রত্যেকটির জন্য উক্ত ইউনিয়নে যে সকল পদক্ষেপ চলমান আছে এবং এর সফলতায় সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা সমূহ অংশগ্রহণকারীদের সাথে বড় দলে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করা হয় । পরবর্তীতে সকল ইউনিয়নের ফলাফল একত্রীকৃত করে উপজেলার সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় ।

উপায় সমূহের চলমান কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	--	--
মাটি পরীক্ষা করা	কৃষি অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা হয় ।	-তদারকির ব্যবস্থা নেই -সঠিক কার্যকারিতা নেই
খাল পুনঃখনন করা	-বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাথ্যমে খাল পুনঃখনন কাজ করা হয় ।	-বরাদ্দের পরিমান কম -সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর জবাব দিহিতার অভাব
সামাজিক বনায়ণ	-বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে	-জনগণের গ্রহণযোগ্যতা এবং জনঅংশগ্রহণ কম -মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমি খুবই কম
জলাশয় পুনঃখনন	--	--
-গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ণ করা	নীতিমালা আছে	নীতিমালার প্রয়োগ নাই
স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন নীতিমালা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা	নীতিমালা আছে	নীতিমালার প্রয়োগ নাই
-জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম জোদার করা ।	-পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন	-জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠকর্মী নিয়মিত

	কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যায় না। -মনিটরিং টিমের সক্রিয় ভূমিকা পালন না করা -প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন
ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প গ্রহণ	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে	প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম
মাছ চাষীদের পূর্ব পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম	যুব উন্নয়ন ও মৎস্য অফিস থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম
রাস্তা উন্নয়নে জনসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	--	--

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
রাস্তা সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ	এলজিইডি ও দূর্যোগ ব্যবস্থা মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	বরাদ্ধের পরিমান বাড়ানো দরকার
১টা গাছ কাটলে কমপক্ষে ২ টা গাছ লাগানো সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	--	--
মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের নীতিমালার বাস্তবায়ন ।	নীতিমালা আছে	বাস্তবায়ন নাই
-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া	--	--
ফসলের জন্য কুয়াশা প্রতিরোধক উপকরণ ও ঔষধ সরবরাহ করা।	--	--
গবাদী পশুপাখির প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা	পশু অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে	প্রয়োজনের তুলনায় কম
পশু চিকিৎসকদের কাজকে আরো গতিশীল করা।	--	--
বাঁধ মেরামত করা	পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে	বাঁধ মেরামত করা
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	-	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান
বৃক্ষরোপন করা	বৃক্ষরোপন অভিযান অব্যাহত রয়েছে।	বৃক্ষরোপন করা
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	--	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ
সেমিডিপ নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিওর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সমন্বিত উদ্যোগ নেই
বড় বড় বৃক্ষনিধন না করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ।	--	--
খাল খনন করা	--	--
গভীর নলকুপ স্থাপন	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	প্রয়োজনের তুলনায় কম
ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা দেওয়া	দূর্যোগকালীণ সময়ে ভাঙ্গাস্থানে বালির বস্তা ওেয়া হয়।	--
অকেজো স্লুইস গেট মেরামত	--	--
কীটনাশক ব্যবহার করা	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সচেতনতা কম
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঠিক আবহাওয়া বার্তা প্রদান	আবহাওয়া বার্তা প্রচার করা হয়।	সঠিক কার্যকারিতা নাই।
বৃক্ষনিধণ এর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।	--	--
মৌসুম ভিত্তিক আগাম কৃষি চাষাবাদ করা।	--	--
পুকুর পার উচু করা।	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সচেতনতা কম

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
ঘর বাড়ী মেরামত ও টানা দিয়ে মজবুত করা	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সচেতনতা কম
বাড়ীর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা।	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সচেতনতা কম
হেলথ ক্যাম্প স্থাপণ	আপদকালীন সময়ে বাস্তবায়ন হয়	ঔষধের পরিমান কম
নিরাপদ পানি পান করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	--	--
আন্তর্জাতিক পানি চুক্তির বাস্তবায়ন	--	--
পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী	পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে	প্রয়োজনের তুলনায় কম।
পরিবেশ দূষন আইনের বাস্তবায়ন	--	--
কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি কমানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম	--	--
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন	নীতিমালার বাস্তবায়ন নাই	-
ব্রীজ /কালভার্ট নির্মান	পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে	প্রয়োজনের তুলনায় কম।
পল্লী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া	-	-
গবাদিপশুর ঔষুধ সরবাহ পর্যাপ্ত করা	উপজেলা পশুসম্পদ অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে।	বরাদ্ধের পরিমান কম।
পুকুর পুনঃখনন	ব্যক্তি উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যা।
ইটভাটার চিমনী উঁচু করা	সরকারী ভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।	--
বাঁধ রক্ষা কমিটি তৈরি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা	--	--
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা	--	--
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা	--	--
দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থ করা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ চিকিৎসা প্রদান করা হয়।	ঔষধের সরবরাহ কম
সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	--	--
গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টিকার ব্যবস্থা করা	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসচেতনতা কম।
শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাষ্টিক পাইপ দিয়ে পুকুরে সেচ দেওয়া	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসচেতনতা কম।

বিকল্প উপায় সমূহের চলমান কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের বিকল্প উপায় সমুহ	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
অভিজ্ঞ পান চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	--	--
বৃষ্টির পানি/পানি ফুটিয়ে পান করা	--	--
কূপ খনন	--	--
অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী নিকট থেকে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ	--	--
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দূর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় নেওয়া	--	--
ছাউনি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা।	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসচেতনতা কম।
স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা।	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসচেতনতা কম।
শিলা বৃষ্টির হাতে থেকে ফসল রক্ষার জন্য সচেতনামুলক কার্যক্রম গ্রহণ	-	-
নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ	ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	জনসচেতনতা কম।
স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	--	-
উন্নতচুলা ব্যবহার করা	--	--
ইটভাটা স্থাপণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া।	--	--
বর্জ্যপদার্থ শোধনের ব্যবস্থা করা	--	--
রাস্তার দুইদিকে ঘাস লাগানো	--	--

খসড়া বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণঃ

উপায়সমুহের ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্নয় থেকে অংশগ্রহণকারীদের মতামত / ভোটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ২০টি উপায় কে দুইভাগে ভাগ করে ১-১০ টি উপায় দুইটি স্টেকহোল্ডার দলে এবং বাকী ১১-২০ টি উপায় অপর দুইটি স্টেকহোল্ডার দলে অর্থাৎ প্রত্যেক দলে মোট ১০ টি করে উপায়ের পৃথক ভাবে আলোচনা করে খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় । একাজে অংশগ্রহণকারীগণ উপায় টি কে করবে, কখন করবে, কিভাবে করবে, কোথায় করবে ও উক্ত কাজটি করতে কি পরিমান ব্যয় হবে এবং কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । পরবর্তীতে উক্ত চারটি দলের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একত্রীকরণ করে ইউনিয়ন/পৌরসভার খসড়া বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ হয়, পরবর্তীতে ইউনিয়ন/পৌরসভার ফলাফল একত্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলার খসড়া বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন করা হয় ।

মোহনপুর উপজেলার খসড়া বাস্তবায়ন কৌশল

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
পান চাষ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	-সরকারী কৃষি বিভাগ	চলমান	ওয়ার্ড ভিত্তিক চাষীদের দল গঠণ করে	বাকশিমইল ইউনিয়নের সুবিধাজনক স্থানে	২-৩ লক্ষ টাকা	-ক্ষতির বিষয় গুলিকে প্রাধান্য দেয়া -কৃষকদের কাজে ব্যবস্তার সময় বিবেচনা করা
মাটি পরীক্ষা	-কৃষি মন্ত্রনালয়	চলমান	- সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা মাটি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা ।	-কৃষি গবেষণা পরীক্ষাগারে	প্রয়োজন অনুযায়ী	-রোগ বালাাই মাটির ধরণ পরীক্ষা করে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করা ।
খাল পুন:খনন	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তপক্ষ ও এলজিইডি	মার্চ-জুন (শুষ্ক মৌসুমে)	ঠিকাদার,স্থানীয় মজুর, ইউনিয়ন পরিষদ	বাকশিমইল ২০ কিমি. ধুরইল ০৬ কিমি. জাহানাবাদ ৭ কিমি. কেশরহাট ১৫ কিমি মৌগাছি ১২ কিমি. ঘাসিগ্রাম ০২ কিমি.	১ কোটি টাকা ৩০ লক্ষ টাকা ৩৫ লক্ষ টাকা ৭৫ লক্ষ টাকা ৯৫ লক্ষ টাকা ১০ লক্ষ টাকা	৩০ ফুট প্রস্থ,৭ফুট গভীরতা স্থানীয় শ্রমিকরা যেন অগ্রধিকার ভিত্তিতে কাজ পায় মাটির মালিকেরা জমির ক্ষতি পূরণ চাইতে

						পারে।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
বৃক্ষ রোপণ ।	সরকারী বন বিভাগ	জুন-জুলাই (বর্ষা মৌসুমে)	ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার এবং স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভূক্ত করণের মাধ্যমে বাস্তবায়ণ কমিটি গঠনের মাধ্যমে	বাকশিমইল -১৬,০০০ টি ধুরইল ৩৫,০০০ টি জাহানাবাদ ৮,০০০ টি কেশরহাট ৪,০০০ টি মৌগাছি ৫০,০০০ টি ঘাসিগ্রাম ৮,০০০ টি	০৯ লক্ষ ৬০ হাজার ২১ লক্ষ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৩০ লক্ষ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার	আবাদী জমির যেন কোন ক্ষতি না হয় স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব যেন থাকে গাছের পরিচর্যার বিষয় যেন সঠিক ভাবে হয় ।
জলাশয় পুনঃখনন	পানি উন্নয়ন বোর্ড বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	মার্চ থেকে জুন	ঠিকাদার, স্থানীয়মজুর, স্থানীয় সরকার	সইপাড়া (বিল কাঠুরিয়া) মোহনপুর(খরখরচা বিল) বিদ্যাধর পুর (সাবাই বিল) পত্রপুর বিল ধোপাঘাটা বিল করিশা বিল	৪৪ লক্ষ	১৫ফুট গভীর,করতে হবে । স্থানীয় শ্রমিকরা যেন অগ্রধিকার ভিত্তিতে কাজ পায় আবাদী জমির পরিমান বিবেচনা করতে হবে স্থানীয় সমিতি গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে
গভীর নলকূপ স্থাপনে সরকারের নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ণ করা	কৃষি মন্ত্রনালয় ।	চলমান	স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠণের মাধ্যমে	জাতীয় পর্যায়ে	প্রয়োজন অনুযায়ী	-বেশী পরিমান যাতে নলকূপের আওতায় আসে তা বিবেচনা করতে হবে ।
স্থানীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন নীতিমালা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ করা	সরকারী সহযোগিতায় পরিবেশ মন্ত্রনালয়	চলমান(সারা বছর)	আইন প্রণয়ন ও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভূক্ত করে কমিটি গঠণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ।	জাতীয় পর্যায়ে	প্রয়োজন অনুযায়ী	জরুরী পদক্ষেপগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব যেন থাকে

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম জোরদার করা।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	চলমান	নিজস্ব কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠণের মাধ্যমে	প্রতিটি ইউনিয়নে	৪২ লক্ষ টাকা	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বিবেচনা করা। উক্ত এলাকার শিক্ষার ধরণ উক্ত এলাকার সামাজিক অবস্থা এবং জীবনযাপন।
নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং দাতা সংস্থা	চলমান	নলকূপ স্থাপণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কমিটি গঠণ করে।	প্রতিটি ইউনিয়নে	০১ কোটি ৪০ লক্ষ	দরিদ্র জনগোষ্ঠি এর আওতায় যেন বাদ না পড়ে সকলের প্রয়োজনীয়তার বিষয় টি বিবেচনা করে উপযুক্ত স্থানে নলকূপটি যেন বসে নলকূপ স্থাপনের জায়গা যেন দূষণমুক্ত হয়
পাইপ লাইন ওয়াটার সাপাই প্রকল্প গ্রহণ	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল(রবি মৌসুমে)	স্থানীয় জনগণের অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ণ কমিটি তৈরি করে	বাকশিমইল -০৩ টি কেশরহাট ১৭ টি গ্রামে	৬০লক্ষ ১ কোটি ২০লক্ষ	জমির পরিমান পানি সাপাই এর বিষয় বিবেচনা করা উক্ত এলাকা মোট জনসংখ্যা
মাছ চাষীদের পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম	সরকারী মৎস্য বিভাগ এনজিও	মার্চ থেকে জুন	মৎস্য চাষীদের নিয়ে কমিটি গঠণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান, উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ করে।	বাকশিমইল ইউনিয়ন ও কেশরহাট পৌরসভায়	০৪ লক্ষ টাকা বাৎসরিক	মৎস্য চাষীদের আর্থিক অবস্থা মৎস্যচাষীদের কাজের ব্যস্ততার সময় মৎস্য চাষীর সংখ্যা বিবেচনায় রাখতে হবে।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
রাস্তা উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	এলজিইডি সহযোগি হিসেবে এনজিও	চলমান	দল গঠণ করে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, মুক্ত আলোচনা, সভা, ব্যক্তি যোগাযোগ ,উঠোন বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে ।	ইউনিয়ন ভিত্তিক (ইউনিয়ন পরিষদ,স্কুল,গুরুত্বপূর্ন স্থান, হাট বাজার ও পাড়ায় পাড়ায়)	বাৎসরিক ২লক্ষ	জনঅংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে উক্ত এলাকার লোকের বয়স,শিক্ষা,পরিবেশ
রাস্তা সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ	এলজিইডি ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ থেকে জুন	ঠিকাদার, স্থানীয় মজুর নিয়োগ করা স্থানীয় জনগন ও গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গ অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন কমিটি তৈরি করে	বাকশিমইল ২৪ কিমি. কেশরহাট সমস্ত রাস্তা ঘাসিগ্রাম ৬ কিমি. ধুরইল ৭ কিমি	২৪ লক্ষ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ১০ লক্ষ ২১ লক্ষ	রাস্তার প্রস্থ ১৪ ফুট,উচ্চতা ১ফুট থেকে ২ফুট স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব যেন থাকে স্থানীয় শ্রমিকরা যেন অগ্রধিকার ভিত্তিতে কাজ পায়
১টা গাছ কাটলে কমপক্ষে ২টা গাছ লাগানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	বন বিভাগ এবং স্থানীয় জনগন	বর্ষা মৌসুমে	স্থানীয় জনগণ নিজ উদ্যোগে	যেখান থেকে গাছ কাটা হয়েছে সেখানে	প্রয়োজন মোতাবেক	উক্ত এলাকার লোকের জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে গাছের পরিচর্যার বিষটি বিবেচনা করা

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
মনুষ্য সৃষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার বাস্তবায়ন	পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়	চলমান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে।	জাতীয় পর্যায়ে।	প্রয়োজন অনুসারে	সকলেই যাতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুয়াশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া	কৃষি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এনজিওর মাধ্যমে	মার্চ থেকে জুন	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করে	ইউনিয়ন পর্যায়ে	প্রয়োজন অনুসারে	জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বিষয় চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সরবরাহ যেন দেওয়া যায়।
ফসলের জন্য কুয়াশা প্রতিরোধক উপকরণ ও ঔষধ সরবরাহ করা।	কৃষি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এনজিওর মাধ্যমে	মার্চ থেকে জুন	কমিটি গঠন করে উপকরণ সরবরাহ করা	ইউনিয়ন পর্যায়ে	প্রয়োজন অনুসারে	গরিব কৃষকরা উপকরণ পায় তার ব্যবস্থা করা।
গবাদী পশুপাখির প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা	উপজেলা পশু সম্পদ অধিদপ্তর	চলমান	প্রতি ওর্য়াডে দক্ষ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে	প্রতি ইউনিয়নে	৫-৬ লক্ষ	সময়মত যেন গবাদীপশুপাখি যেন টিকা পায় সকল গবাদী পশুপাখি যেন টিকার আওতায় আসে ।
পশু চিকিৎসকদের কাজকে আরো গতিশীল করা।	উপজেলা পশু সম্পদ অধিদপ্তর	চলমান	মনিটরিং টিম গঠণ করে	প্রতি উপজেলা	প্রয়োজন অনুসারে	মনিটরিং টিম যেন কর্ম অবহেলা না করে সেই জন্য উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
দুর্বল বাঁধ মেরামত	এলজিইডি,পানি উন্নয়ন বোর্ড	ডিসেম্বর-মার্চ মাসে শুষ্ক মৌসুমে	ঠিকাদারের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করে	ধুরইল - ০৬ কিমি. জাহানাবাদ ১৭ কিমি.	প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা । ১৫-২০ লক্ষ	-বাঁধ তদারকির জন্য লোক নিয়োগ করা -বাধের দুই পাশে বৃক্ষরোপন করা ।
আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপণ করা	শিক্ষা মন্ত্রনালয়	চলমান	প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দ্বিতল ভবনে রুপান্তরের মাধ্যমে	ধুরইল, মৌগাছি ও ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের নতুন বিদ্যালয় ভবন স্থাপনের স্থানে	প্রয়োজন অনুসারে	দুর্যোগের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধকরে দিতে হবে ।
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ ।	বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর	চলমান	স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় সরকার ,স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে আলোচনা,উঠান বৈঠক এবং সেমিনার করে ।	গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে ।	ইউনিয়ন প্রতি প্রায় ১ লক্ষ টাকা ।	-প্রশিক্ষক নিয়োগ । -পর্যায়ক্রমে সকল গ্রামের লোকের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে ।
স্লুইস গেট নির্মাণ	পানি উন্নয়ণ বোর্ড / এলজিইডি	শুষ্ক মৌসুমে	ঠিকাদারের মাধ্যমে	ধুরইল ০৪ টি জাহানাবাদ ২ টি কেশরহাট ০৪ টি ঘাসিগ্রাম ০৪ টি	প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা । ২০ লক্ষ ১ কোটি ৮০ লক্ষ	-স্লুইস গেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক নিয়োগ -সরকার ও জনগণের মধ্যে সমঝোতা ।
সেমিডিপ নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এনজিও	চলমান	ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে	ধুরইল ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় স্থানে জাহানাবাদ ২০০ টি ঘাসিগ্রাম ৭২ টি	প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা । ৪০ লক্ষ ২৪ লক্ষ	-পানি আর্সেনিকমুক্ত কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
বড় বড় বৃক্ষনিধন না করার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ ।	সরকারী বন বিভাগ	০৫ বৎসর মেয়াদী	বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে	ধুরইল মৌগাছি ঘাসিগ্রাম কেশরহাট	প্রায় ১ লক্ষ টাকা ৫০ হাজার ২ লক্ষ ২ লক্ষ	-স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থা করা ।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
খাল খনন করা	পানি উন্নয়ণ বোর্ড / এলজিইডি	শুষ্ক মৌসুমে	ঠিকাদার বা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে।	ধুরইল ১৪ কিমি. মৌগাছি ০৬ কিমি	প্রায় ০১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ৩০ লক্ষ	-জমির মালিক ক্ষতিপুরণ চাইতে পারে।
গভীর নলকুপ স্থাপন	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ	অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত	ঠিকাদারের মাধ্যমে	ধুরইল ০৩ টি জাহানাবাদ-৪ টি মৌগাছি ০৪ টি ঘাসিগ্রাম ০৪ টি কেশরহাট ০৭ টি	প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ৮০ লক্ষ ৮০ লক্ষ ৮০ লক্ষ ০১ কোটি ৪০ লক্ষ	-কমপক্ষে ২০০ বিঘা জমির আওতায় আসে এবং সঠিক স্থানে যেন স্থাপণ করা হয় -নলকুপ স্থাপনের জন্য জমির মালিক টাকা চাইতে পারে।
ভাঙ্গা স্থানে বালির বস্তা দেওয়া	স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে	আষাঢ়-কার্তিক মাস	মজুর নিয়োগ করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কমিটি গঠণ করে।	ধুরইল ১০ কিমি.	প্রায় ১৫-২০ লক্ষ টাকা।	-তদারকির জন্য লোক নিয়োগ করা।
অকেজো স্লুইস গেট মেরামত	স্থানীয় জণগণ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড	নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে	স্থানীয় শ্রমিক ও ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যে ম এছাড়া চেয়ারম্যান মেম্বরদের নিয়ে কমিটি গঠন করে	জাহানাবাদ ০১ টি মৌগাছি ০১ টি	১০ লক্ষ ৮ লক্ষ	নিয়মিত তদারকি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মনিটরিং করা স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করা
কীটনাশক ব্যবহার করা	সরকারের সহযোগিতায় নিজ উদ্যোগে,	পৌষ-মাঘ মাসে	নিজ উদ্যোগে স্থানীয় মজুর নিয়োগের মাধ্যমে	জাহনাবাদ	প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।	কীটনাশক প্রদানকারী নাখ, মুখ এবং শরীর ঢেকে মুলত সচেতন ভাবে ব্যবহার করতে হবে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঠিক আবহাওয়া বার্তা প্রদান	আবহাওয়া অধিদপ্তর	চলমান	বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম গুলিতে প্রচারের মাধ্যমে	বেতার, টিভি সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে।	প্রয়োজন অনুসারে	জনসাধারণ যাতে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পায় সে জন্য আগে থেকে বার্তা প্রচার করা।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়
বৃক্ষনিধণ এর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।	স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে, সরকার/ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে।	চলমান	স্থানীয় জনগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কমিটি গঠণ করে সেমিনার এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে	ইউনিয়ন ভিত্তিক	বাৎসরিক ০১ লক্ষ টাকা।	সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
মৌসুম ভিত্তিক আগাম কৃষি চাষাবাদ করা।	কৃষি বিভাগের সহায়তায় নিজ উদ্যোগে	চৈত্র ও বৈশাখ মাসের পূর্বে	ভাল বীজ সংগ্রহ করে নিজ উদ্যোগে আগাম চাষ করা	ইউনিয়ন ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুসারে	প্রত্যেকে যেন এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সেটা নিশ্চিত করা
পুকুর পার উচু করা।	নিজ উদ্যোগে ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে	স্থানীয় মজুর নিয়োগ করে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে	জাহানাবাদ কেশরহাট	৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। ২০ লক্ষ	পুকুর পাড় উচু করে পাড় শক্ত রাখার জন্য পাড়ে দূর্বা ঘাস রোপণ করা।
ঘর বাড়ী মেরামত ও টানা দিয়ে মজবুত করা।	বাড়ীর মালিক, সরকার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে।	ফাল্গুন হতে চৈত্র মাস, শুস্ক মৌসুমে।	স্থানীয় মুজর নিয়োগ করে। নিজ উদ্যোগে।	বসতবাড়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং হাট-বাজার।	প্রয়োজন অনুসারে	স্থানীয় সরকারের তদারকির মাধ্যমে যথাযথভাবে টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা করা।
বাড়ীর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা।	বাড়ীর মালিকগণ	চলমান	নিজ উদ্যোগে	বাড়ির চার পাশে	প্রয়োজন অনুসারে	তাল, নারকেল, সুপারী, আম, কাঠাল গাছ লাগাতে হবে।
হেলথ ক্যাম্প স্থাপণ	সরকার, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও এনজিওর মাধ্যমে।	দুর্যোগকালীন সময়ে	স্থানীয় সরকার, সেচ্ছাসেবী ও এনজিও দের মাধ্যমে।	দূর্যোগ কবলিত এলাকায়।	প্রয়োজন অনুসারে	যথাসময়ে ঔষধ ও অর্থ যোগান দেওয়া।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়
নিরাপদ পানি পান করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	সরকার এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিওর মাধ্যমে।	চলমান	স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে, সেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে।	খরা কবলিত এলাকা।	৫০ হাজার টাকা বাৎরিক	নিরাপদ পানি দুর থেকে হলেও আনতে হবে এরুপ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
আন্তর্জাতিক পানি চুক্তির বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ সরকার	নিয়মিত	জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতের সাথে আলোচনার মাধ্যমে	জাতি সংঘ ও বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা করে	প্রয়োজন অনুসারে	পানির সুসম বন্টন যাতে হয় সে দিকে জাতি সংঘের লক্ষ্য রাখা।
পরিবেশসম্মত ইঞ্জিন তৈরী	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	চলমান	সরকারী নীতিমালা মেনে	কোম্পানীর কারখানায়	-	পরিবেশ সম্মত ইঞ্জিন তৈরী ও ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকা।
পরিবেশ দূষন আইনের বাস্তবায়ন	আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	চলমান	আইন প্রয়োগের মাধ্যমে	রাস্তাঘাট ও কলকারখানা এলাকায়	প্রয়োজন অনুসারে	-বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি কমানোর জন্য সচেতনতা কার্যক্রম	কৃষি মন্ত্রনালয় ও এনজিও	চলমান	প্রশিক্ষণ সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে	গ্রামে গ্রামে	বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা	নারীরা যাতে সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় আসতে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন	জাতি সংঘ	চলমান	আইন প্রয়োগের মাধ্যমে	সদস্য রাষ্ট্রসমুহে	প্রয়োজন অনুযায়ী।	সকল রাষ্ট্র যেন সমান সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বিবেচ্য বিষয়
ব্রীজ /কালভার্ট নির্মান	এলজিইডি	খরা মৌসুমে	ঠিকাদারদের মাধ্যমে	কেশরহাট ২ টি ধুরইল ০৩ টি জাহানাবাদ ০২ টি ঘাসিগ্রাম ০৪ টি	৪০ লক্ষ টাকা ৪৫ লক্ষ ২০ লক্ষ ৮০ লক্ষ	ঠিকাদারের কাজ মনিটরিং করার জন্য কমিটি গঠন
পল্লী পশুপাখি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ওএনজিও	চলমান	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে	কেশরহাট পৌরসভার সেমিনার কক্ষে	প্রায় ২০ লক্ষ টাকা	সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
গবাদিপশুর ঔষুধ সরবাহ পর্যাপ্ত করা	পশুসম্পদ অধিদপ্তর	চলমান	ঔষুধ কম্পানীর মাধ্যমে	উপজেলার অর্ন্তগত সকল পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	বাৎসরিক ০২ লক্ষ টাকা	দূর্গত এলাকায় ঔষুধ সরবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
পুকুর পুঃখনন	নিজ উদ্যোগে	খরা মৌসুমে	সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সহজ শর্তে লোন নিয়ে।	ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুরগুলাতে	প্রয়োজন অনুযায়ী	যাদের সামথ্য নেই শুধু তাদের জন্য লোনের ব্যবস্থা করতে হবে।
ইটভাটার চিমনী উঁচু করা	ইটভাটার মালিক	ভাটা তৈরির পূর্বে	দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক দ্বারা	নির্দিষ্ট ভাটায়	প্রয়োজন অনুসারে	১২০ ফুট এবং লোকালয় থেকে দূরে
বাঁধ রক্ষা কমিটি তৈরি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা	স্থানীয় জনগণ এবং সরকারের মাধ্যমে	বাঁধ তৈরি করার পরবর্তী সময়ে	স্থানীয় জনগণ এবং চেয়ারম্যান,মেম্বর দের নিয়ে কমিটি গঠণ করে	মৌগাছি	বাৎরিক ১০ হাজার টাকা	সময়মত মিটিং আয়াজন করা ও আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা	স্থানীয় সরকার	বন্যার সময়	ঠিকাদার ও স্থানীয় মজুর নিয়োগের মাধ্যমে	মৌগাছি	১০ লক্ষ	কৃষকদের কিছু জমি ছাড়তে হতে পারে
ড্রেন বা নালার মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কা শণের ব্যবস্থা করা	নিজ উদ্যোগে	আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত	স্ব উদ্যোগে স্থানীয় মজুর নিয়োগের মাধ্যমে	মৌগাছি	প্রয়োজন অনুসারে	অন্যের জমি ব্যবহার করা হলে ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থ করা	পশু সম্পদ বিভাগ	বন্যার সময়	সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় স্বেচ্ছা সেবকের মাধ্যমে	বন্যা কবলিত স্থানে	প্রয়োজন অনুসারে	ঔষধ সরবরাহের জন্য গাড়ি সংগ্রহে রাখা
সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	কৃষি অধিদপ্তর	চলমান	সরকারের সহযোগিতায় এনজিও এর দ্বারা	ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে	৫লক্ষ টাকা	সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
গবাদী পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টিকার ব্যবস্থা করা	স্থানীয় জনগণ এবং পশু সম্পদ অধিদপ্তর	চলমান	পশু সম্পদ অধিদপ্তরের চিকিৎসক গণ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে	উপজেলার প্রতিটি গ্রামে	প্রয়োজন অনুযায়ী	রোগ চিহ্নিতকরে সঠিক ঔষধ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাষ্টিক পাইপ দিয়ে পুকুরে সেচ দেওয়া	নিজ উদ্যোগে	শুষ্ক মৌসুমে	পুকুরের কাছাকাছি পাইপ স্থাপণ করে পাষ্টিক পাইপের মাধ্যমে সেচ প্রদান	উপজেলার প্রয়োজনীয় পুকুর গুলিতে	প্রয়োজন অনুযায়ী	একজনের স্থাপন করা পাইপ যেন অন্যজন ব্যবহার করতেপারে সে বিষয়টি বিবেচনা করা।

বিকল্প উপায়ের খসড়া পরিকল্পনা মেহানপুর উপজেলা

বিকল্প উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
অভিজ্ঞ পান চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	-সরকারী কৃষি বিভাগ	চলমান	ওয়ার্ড ভিত্তক চাষীদের দল গঠন করে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে	বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে	২-৪ লক্ষ টাকা	-কৃষকদের কাজে ব্যবস্তার সময় বিবেচনা করা
বৃষ্টির পানি/পানি ফুটিয়ে পান করা	স্থানীয়জনগণ	চলমান	নিজ উদ্যোগে	প্রতিটি বাড়ীতে	প্রয়োজন অনুসারে।	-
কূপ খনন	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তপক্ষ ও এলজিইডি	মার্চ-জুন (শুষ্ক মৌসুমে)	ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে	বাকশিমইল ১০০ টি কেশরহাট ১০০ টি	৩০ লক্ষ টাকা ৩০ লক্ষ	সুবিধাজনক স্থানে কূপ খনন করা
অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী নিকট থেকে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ	মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী	চলামান	মৎস্যচাষীদের নিয়ে দল গঠণ করে।	বাকশিমইলের প্রতিটি গ্রামে	২ লক্ষ টাকা	মৎস্যচাষীদের কাজের ব্যস্ততা ও উপকরণ ক্রয় ও ব্যবহার করা
সামাজিক বনায়ন	জনগণ	চলমান	নিজ উদ্যোগে	ধুরইল ও মৌগাছি ইউনিয়নে	প্রয়োজন অনুসারে।	ভাল জাতের চারা ও ফলজ বৃক্ষ লাগানো প্রয়োজন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দূর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় নেওয়া	নিজ উদ্যোগে	আপদ কালীন সময়ে	নিজ উদ্যোগে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে।	আপদ প্রবণ এলাকায়।	প্রয়োজন অনুসারে।	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র, দলিল ও শুকনো খবার নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া
ছাউনি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা।	জমির মালিকগণ	পৌষ-মাঘ মাসে	কৃষি অধিদপ্তরের পরামর্শে নিজ উদ্যোগে	ফসলের জমিতে	প্রয়োজন অনুসারে।	
স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা।	জনগণ	চলমান	নিজ উদ্যোগে	রাস্তারপাশে, ফসলের জমিতে	প্রয়োজন অনুসারে।	গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা।
শিলা বৃষ্টির হাতে থেকে ফসল রক্ষার জন্য সচেতনামুলক কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ	চলমান	সভা, সেমিনার ও উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে	কেশরহাট পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামে	প্রয়োজানুসারে	সচেতনতামুলক বিভিন্ন উপকরণ থাকা।

বিকল্প উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বিবেচ্য বিষয়
নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ	পশু সম্পদ অধিদপ্তর ও স্থানীয় জনগণ	চলমান	নিজ উদ্যোগে	প্রতিটি পরিবারে	বরাদ্ধ প্রয়োজন নাই	জনগণের সচেতনতা ও পশু চিকিৎসকের আন্ত-রিকতা
স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	নিজ উদ্যোগে করতে হবে।	চলমান	পুকুরপারে স্যালো মেশিন স্থাপন করতে হবে।	পুকুর পাড়ে	বরাদ্ধ প্রয়োজন মোতাবেক	পুকুর মালিকদের স্বদিচ্ছা।
উন্নতচুলা ব্যবহার করা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রাললয় ও ব্যক্তিগত ভাবে	চলমান		মৌগাছি ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারে।	প্রয়োজন অনুসারে	সকলেই যাতে ব্যবহারে আগ্রহী সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
ইটভাটা স্থাপণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রাললয়	চলমান	আইন তৈরী ও প্রয়োগের মাধ্যমে।	ইটভাটার জন্য উপযোগী স্থানে।	প্রয়োজন অনুসারে	কাচাঁ মালের সঠিক ব্যবহার করা
বর্জ্যপদার্থ শোধনের ব্যবস্থা করা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রাললয়	চলমান		ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের প্রতিচি ওয়ার্ডে ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুসারে	জনসাধারণের উপকারে আসে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
রাস্তার দুইদিকে ঘাস লাগানো	স্থানীয় সরকার	চলমান	স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করে ঘাস লাগানো	ঘাসিগ্রাম ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তায়	প্রয়োজন অনুসারে।	দূর্বাঘাস লাগানো দরকার।